দুর্গাদাস

নাটক

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়-

প্রণীত।

সম্মাজপতি ও বসু

প্রকাশক।

৪৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

কলিকাতা,
১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন,
"কালিকা-যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

যাঁহার দেব-চরিত্র সম্মুখে রাখিয়া

আমি এই

দুর্গাদাস-চরিত্র

অঙ্কিত করিয়াছি,

সেই চিরারাধ্য পিতৃদেব

৺ কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় দেবশর্ম্মার

চরণ-কমলে

এই ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

অর্পণ করিলাম।

তারাবাই।

(নাটক)

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সুরধাম, ২নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,
কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

১৩২১ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা, ১২ নং সিমলা ষ্ট্রীট্,

"এমারেল্ড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" হইতে

শ্রীবিহারীলাল নাথ দ্বারা মুদ্রিত।



উৎসর্গ।

মাননীয়

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী

মহোদয় করকমলেষু,—

ভূমিকা।

গত বৎসরে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে রাঠোর বীর দুর্গাদাসের বিষয়ে নাটক লিখিতে অনুরোধ করেন। আমি তাহার পরে রাজস্থানে বর্ণিত দুর্গাদাসের জীবনী পুনরায় পাঠ করি। পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, সে চরিত্র দৈব-দুর্লভ—স্বর্ণপটে আঁকিয়া রাখিবার জিনিষ। আমি সেই মুহূর্ত্তেই দুর্গাদাস-চরিত লিখিবার সঙ্কল্প করিলাম।

বঙ্গীয় ঐতিহাসিক 'ট্রাজিডি' যাহা আছে—তাহার ভিত্তি বিজাতীয়ের হস্তে স্বজাতীয় বীরের পরাজয় ও মৃত্যু। দুর্গাদাস সে শ্রেণীর 'ট্রাজিডি' নহে। দুর্গাদাস ঔরংজীবের সহিত প্রত্যেক যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন; এবং রাজসিংহ ও তিনি সম্রাটকে কার্য্যতঃ রাজস্থান হইতে শৃগালের ন্যায় প্রতাড়িত করিয়াছিলেন। দুর্গাদাসের 'ট্রাজিডি'ত্ব (যদি ইহাকে 'ট্রাজিডি' আখ্যা দেওয়া যায়) যবন রাজার হস্তে হিন্দু বীরের নিগ্রহে নয়। ইহার 'ট্রাজিডি'ত্ব কোন হিন্দু রাজার নিকট তাঁহার কোন ভক্ত বীরের নিগ্রহেও নয়; কারণ অজিতসিংহের অকৃতজ্ঞতা দুর্গাদাসকে বিশেষ আঘাত করে নাই। ইহার 'ট্রাজিডি'ত্ব চির জীবনের উপাসনার নিষ্ফলতায়, আজন্ম সাধনার অসিদ্ধতায়, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত চেষ্টার পরাজয়ে। ইহার 'ট্রাজিডি'ত্ব ঐ এক কথায়—"ব্যর্থ হয়েছে—পার্লাম না এ জাতিকে টেনে তুলতে।"

আজ পর্য্যন্ত হিন্দু পাঠক নাটক নভেলে ("রাজসিংহে" ভিন্ন) কেবল বিজাতীয়ের কাছে স্বজাতীয়ের পরাজয়-বার্ত্তাই পড়িয়া আসিতেছেন।

এতদিন এই একঘেয়ে পরাজয়ের পর, এই দুর্গাদাসের বিজয়-দুন্দুভি তাঁহাদের কর্ণে সঙ্গীত বর্ষণ করিবে না কি? রাজস্থানের এই পরিচ্ছেদে নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় রাজপুতের বীর্য্যগরিমার উজ্জ্বলতম বিকাশ। রাজস্থানের এই পরিচ্ছেদ লইয়া 'দুর্গাদাস' রচিত। নাটক যেরূপই হোক না কেন—বিষয় মহৎ। ইহাই বঙ্গীয় পাঠকের উপর আমার 'দুর্গাদাসে'র প্রধান দাবী।

মূল ঘটনাবৃত্তান্ত আমি কেবল রাজস্থান হইতেই লই নাই। অর্ম্মাদির ইতিহাস হইতেও উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি।

ঔরংজীবকে আমি পিশাচরূপে কল্পনা করি নাই—যেরূপ টড ও অর্ম্ম করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে "সরল ধার্ম্মিক মুসলমান" রূপে কল্পনা করিয়াছি। তাঁহার অত্যাচার অত্যধিক গোঁড়ামির ফল; ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারের দৃঢ়সংকল্প-প্রসূত। তিনি এই ধর্ম্মপ্রচারের জন্য কোন গর্হিত কার্য্যই অন্যায় বিবেচনা করিতেন না। তাঁহার মত যাহাকে ইংরাজীতে বলে—The end justifies the means. ধর্ম্মের জন্য কোথায় না এরূপ অত্যাচার হইয়াছে? এক ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে সুসভ্য ইউরোপে ইহার অপেক্ষাও কি অধিক নারকীয় ক্রিয়াবলি অনুষ্ঠিত হয় নি?

এ নাটকে বর্ণিত গুলনেয়ার ইতিহাসের উদিপুরী বেগম। ইঁহার চরিত্র কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। তাহাতে যেন কোন মুসলমান ভ্রাতা কুণ্ঠিত না হন। নাটকের সৌকর্য্য সাধনের জন্য ইহার প্রয়োজন না হইলে এই চরিত্র এরূপ চিত্রিত করিতাম না। আর তাঁহারা দেখিবেন যে বিদেশীয় পর্য্যটকগণ ও ঐতিহাসিকগণ ঔরংজীবের অন্তঃ-পুরের যে চিত্র দিয়াছেন, সে সব চরিত্রের সহিত তুলনায় গুলনেয়ার—

দেবী।—কোন সময়ে উদিপুরী বেগম ঔরংজীবের সহিত সহমরণে যাইবার ইচ্ছা ঔরংজীবের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন এ কথা ইতিহাসে আছে; কিন্তু তিনি সহমরণে গিয়াছিলেন কি না সে বিষয়ে ইতিহাস নীরব। অতএব সে বিষয়ে নাটককারের কল্পনাগতি অপ্রতিহত।

যশোবন্তসিংহের রাণীর বক্তৃতা করাটায় একটু প্রতীচ্যভাব প্রকাশ পাইবে হয় ত। প্রকাশ্যে বক্তৃতা করা জিনিষটা আমাদের দেশে কখন ছিল কি না জানি না। আজ ত বঙ্গদেশে প্রচুরভাবে তাহা দেখিতেছি। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত অতীত রাজপুত সমাজে তাহার অনস্তিত্ব প্রমাণ না হয়, ততক্ষণ নাটককারের গতি অবাধ, অপ্রতিহত। আর এ বিষয়ে আমার নজিরও আছে। "The widow of Jeswant Sing was in the meantime animating the might of the Aravalli Hills" ইতিহাসে কথিত এই উক্তিটি আমার নজির।

বস্তুতঃ এই পুস্তকে বোধ হয় কোন স্থলেই আমি ইতিহাসকে ক্ষুণ্ণ করি নাই; কেননা তাহা করার প্রয়োজন হয় নাই। অনেক বাদ দিয়াছি; অনেক যোগ করিয়াছি। কিন্তু ইতিহাসকে অতিক্রম করি নাই।

পাঠকবর্গ অনুগ্রহ করিয়া এই ভূমিকাটিকে গ্রন্থকারের কৈফিয়ৎ স্বরূপ গ্রহণ করিবেন।

আশ্বিন, ১৩১৩।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১৫	মৃত	[উঠাইয়া দিতে হইবে]
১৮	২১	আরো ;	আরো
৩৩	১৮	দিল	দিলীর
”	২২	সঙের খাড়া	সঙের মত খাড়া
৪০	২০	খুর	খুব
৫৫	২৩	যে	সে
৬২	১৪	উট	যথা, উট
৯৮	১৬	গৈরিক উদ্গারিত	উদ্গারিত গৈরিক
১১৩	২৩	ক্ষমা ? কোরো !	ক্ষমা কোরো !
১২৩	৪	বিদাও	বিদায়
১২৮	৬	দেওয়া ?	দেওয়া।
”	২০	প্রাণে	প্রাণভরা

আমার স্বল্প অবকাশ ও অনবধানতার জন্য অনেক লিপিপ্রমাদ ঘটিয়াছে। তাহাতে মুদ্রাযন্ত্রের কোন ত্রুটি নাই। সেই প্রমাদগুলির মধ্যে যে সকল ভ্রমে অর্থের ব্যত্যয় ঘটে উপরে সেই সকল ভ্রমের তালিকা দিলাম। বর্ণাশুদ্ধি পাঠক মহাশয় স্বয়ংই শুদ্ধ করিয়া লইতে পারিবেন। যেমন “য” স্থলে অনেক স্থলেই “ষ” লিখিত হইয়াছে; “ণ” স্থানে “ন” লিখিত হইয়াছে ;—ইত্যাদি।

নাটকের প্রধান নায়ক নায়িকাগণ।

পুরুষ।

ঔরংজীব	... ...	ভারত সম্রাট।
রাজসিংহ	... ...	মেবারের রাণা।
শ্যামসিংহ	... ...	বিকানীর পতি।
শম্ভুজী	... ...	মরাঠাধিপতি।
দুর্গাদাস	... ...	মাড়বারের সেনাপতি।
দিলীর খাঁ, তাহবর খাঁ	... ...	মোগল সেনাপতিদ্বয়।
মৌজাম, আজীম, আকবর, কামবক্স	... ...	ঔরংজীবের পুত্র চতুষ্টয়।
ভীমসিংহ, জয়সিংহ	... ...	রাজসিংহের পুত্রদ্বয়।
সমরসিংহ (সোনিং)	...	দুর্গাদাসের ভ্রাতা।
অজিতসিংহ	... ...	যশোবন্তসিংহের পুত্র।
কাশিম	... ...	জনৈক মুসলমান।

স্ত্রী।

গুলনেয়ার	... ...	ঔরংজীবের সম্রাজ্ঞী।
মহামায়া	... ...	যশোবন্তের বিধবা পত্নী।
রমা	... ...	শম্ভুজীর স্ত্রী।
কমলা, সরস্বতী	... ...	জয়সিংহের পত্নীদ্বয়।
রাজিয়া উৎউন্নিসা	...	আকবরের দুহিতা।

ভূমিকা।

এই নাটকের উপাদান টড্‌প্রণীত রাজস্থান হইতে গৃহীত হইল। পৃথ্বীরাজ ও তারার কাহিনী এখনও রাজস্থানে চারণ কবিদ্বারা রাজপুতদিগের মনোরঞ্জনার্থে গীত হইয়া থাকে। "When they assemble at the feast after a day's sport, or in a sultry evening spread the carpet on the terrace to inhale the leaf or take a cup of kusumba, a tale of Prithwi recited by the bards in the highest treat they can enjoy."

আশ্চর্য্যের কথা এই যে এ মহিমাময়ী কাহিনী অদ্যাবধি কোন বঙ্গীয় নাটকের বিষয়ীভূত হয় নাই।

আমি যদিও এ নাটকের মূল বৃত্তান্ত "রাজস্থান" হইতে লইয়াছি, তথাপি অপ্রধান ঘটনা সম্বন্ধে স্থানে স্থানে ইতিহাসের সহিত এই নাটকের অনৈক্য লক্ষিত হইবে। এ অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না! কারণ নাটক ইতিহাস নহে! কোন কোন সমালোচক এইরূপ অনৈক্য লইয়া অনেক কালী ও কাগজ খরচ করেন দেখিয়া এ কথাটি বলা দরকার হইল।

গ্রন্থখানি ছাপাইতে ছাপাইতে দেখিলাম যে লিখিত নাটকের কলেবর উচিত সীমা অতিক্রম করিয়াছে। তজ্জন্য মুদ্রিত পুস্তক হইতে সঙ্গ সংক্রান্ত দুইটি দৃশ্য বাদ দিতে বাধ্য হইলাম। এরূপ করায় বর্ত্তমান নাটকে তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটি অবান্তর হইয়া পড়িয়াছে! পাঠকবর্গের নিকট অনুরোধ যে তাঁহারা যেন উক্ত দৃশ্যটি (এবং চতুর্থ দৃশ্যে "তা বটেইত" গীতটি) পুস্তক হইতে বাদ দেন।

কুশীলবগণ।

(পুরুষ)

রায়মল	...	মেবারের রাণা।
সূর্য্যমল	...	রায়মলের ভ্রাতা ও সেনাপতি।
সঙ্গ পৃথ্বীরাজ জয়মল	...	রায়মলের পুত্রগণ।
প্রভুরাও	...	সিরোহীর রাজা।
শূরতান	...	পলায়িত তোড়া অধিপতি।
সারঙ্গ দেব	...	রায়মলের জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ।

বণিক, মালব, চন্দ্ররাও, কৃষক, ফকির ইত্যাদি—

(স্ত্রী)

শূরতানের রাণী।

তারা	...	শূরতানের কন্যা।
তমসা	...	সূর্য্যমলের স্ত্রী।
যমুনা	...	বায়মলের কন্যা ও প্রভুরাওর স্ত্রী।

চারণী, পরিচারিকা, কৃষকরমণী ইত্যাদি—

দুর্গাদাস।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—দিল্লীর প্রাসাদভবনে সম্রাটের দরবার কক্ষ। কাল—প্রহারাধিক প্রভাত। সিংহাসনে ভারত-সম্রাট ঔরংজীব উপবিষ্ট ছিলেন। বামপার্শ্বে বিকানীরের মহারাজ শ্যামসিংহ আসীন। তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে তাঁহার জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ তাহবর খাঁ এবং দুইজন প্রহরী নিবিষ্টভাবে দণ্ডায়মান। সম্মুখে রাঠোর সেনাপতি দুর্গাদাস ও তাঁহার ভ্রাতা সমর সিংহ দণ্ডায়মান।

ঔরংজীব। দুর্গাদাস! যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু মোগল-সাম্রাজ্যের দুর্ভাগ্য।

দুর্গাদাস। জাঁহাপনা! সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য, রাজাজ্ঞা পালনের জন্য মরা প্রত্যেক প্রজার গৌরবের বিষয়।

ঔরংজীব। তুমি উচিত কথা বলেছো দুর্গাদাস! যশোবন্ত সিংহ ভিন্ন আর কে সেই দুর্জ্জয় বিদ্রোহী কাবুলীদের দমন কর্ত্তে পার্ত্ত? তাঁর কাছে যে আমি কতদূর ঋণী—সে ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ কর্ত্তে পার্ব্বো না।—[শ্যামসিংহকে] কি বলেন মহারাজ?

দুর্গাদাস।

শ্যাম। নিঃসন্দেহ।

সমর। কেন! জাঁহাপনা ত সে ঋণ যশোবন্ত সিংহের পুত্র পৃথ্বী সিংহের প্রাণ সংহার ক'রে পরিশোধ করেছেন!

ঔরংজীব। আমি তার প্রাণ সংহার করেছি! যুবক! তুমি কি বলছো তুমি জানো না। আমি তার প্রাণ সংহার করেছি! আমি পৃথ্বী সিংহকে নিজের পুত্রের ন্যায় ভালো বাসতাম। আমি তাকে স্বহস্তে সম্মান-পরিচ্ছদ পরিয়ে দিয়েছিলাম।

সমর। সম্রাট! সেই অবোধ বালকও তাই ভেবেছিল। কিন্তু সে সম্মান-পরিচ্ছদ যে বিষাক্ত তা সরল বেচারী পৃথ্বী সিংহ জান্‌ত না।

শ্যামসিংহ। যুবক! তুমি কার সঙ্গে কথা কচ্ছ—জানো?

সমর। জানি মহারাজ বিকানীর! আপনার প্রভুর সঙ্গে—আমার নয়।

ঔরংজীব একটু চমকিত হইলেন। তাঁহার সম্মুখে এরূপ দোষারোপে তিনি কোনকালে অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁহার ভ্রূযুগল ঈষৎ আকুঞ্চিত হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন—

—"কে বলে যে সে সম্মান পরিচ্ছদ বিষাক্ত।"

দুর্গা। না জাঁহাপনা! তার কোন প্রমাণ নাই। সে সম্মান পরিচ্ছদ যে বিষাক্ত তা সাধারণের অনুমান মাত্র।

সমর। [সক্রোধে] অনুমান! তার পরদণ্ডেই বিষে জর্জ্জরিত হ'য়ে দারুণ যন্ত্রণায় বেচারীর মৃত্যু হয়। আমি কি সে মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিনি?—অনুমান! তবে যশোবন্ত সিংহকে আফগানিস্থানে পাঠিয়ে হত্যা করাও অনুমান! আর আজ তাঁর রাণী আর পুত্রকে দিল্লীতে অবরোধ করাও অনুমান! তবে তুমি অনুমান; আমি অনুমান; সম্রাট

ঔরংজীব অনুমান; মোগল সাম্রাজ্য অনুমান; এ নিখিল বিশ্ব অনুমান! এ অনুমান নয়, দুর্গাদাস!—এ ধ্রুব, স্থূল, প্রত্যক্ষ।

দুর্গা। ক্ষান্ত হও দাদা—মনে কর কি প্রতিজ্ঞা করে' এসেছিলে।

সমর। আচ্ছা! এই চুপ কল্লাম!—কিন্তু এক কথা বলে' রাখি জনাব! মনে ভাব্‌বেন না যে, আমরা একেবারে দুগ্ধপোষ্য শিশু, কিছুই বুঝি না! কিছু কিছু বুঝি।

দুর্গা। রাজাধিরাজ! আমার উগ্র ভ্রাতাকে ক্ষমা করুন।—জাঁহাপনা, আমরা আজ এক বিনীত প্রার্থনা সম্রাট পদে নিবেদন কর্ত্তে এসেছি।

ঔরং। উত্তম! নিবেদন কর।

শ্যাম। বল দুর্গাদাস! ভয় কি! সম্রাট উদার। তিনি তোমার ভাইয়ের উগ্র ব্যবহার ক্ষমা করেছেন। তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই।

দুর্গা। আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, মৃত যোধপুরের মহারাণী তাঁর শিশু পুত্রকন্যাদের নিয়ে স্বরাজ্যে ফিরে যেতে চান। সে সম্বন্ধে সম্রাটের অনুমতি ভিক্ষা করি।

ঔরং। আমার অনুমতির প্রয়োজন?

দুর্গা। জাঁহাপনার অনুমতির প্রয়োজন কি তা আমিও জানি না। কিন্তু মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ তাহবর খাঁ—সম্রাটের বিনা অনুমতিতে তাঁকে ছেড়ে দিতে চাইছেন না।

ঔরংজীব তাহবরের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি জন্য তাহবর খাঁ?"

তাহবর। জাঁহাপনার সেইরূপ আজ্ঞা বলে'ই জেনেছিলাম।

ঔরং। ও—হাঁ, আমি বলেছিলাম বটে যে যশোবন্ত সিংহের পরিবারকে তাঁদের দিল্লী হ'তে যাবার পূর্ব্বে আমি পুরস্কৃত কর্ত্তে চাই। যে অনুগ্রহ মহারাজ যশোবন্ত সিংহের প্রতি দেখাতে কার্পণ্য করি নাই, সে অনুগ্রহ হতে তাঁর পরিবারবর্গকে বঞ্চিত কর্ব্ব না।—কি বলেন মহারাজ ?

শ্যাম। সম্রাটের চিরদিনই এই যশোবন্তের পরিবারের প্রতি অসীম অনুগ্রহ।

সমর। সম্রাট্!—আমি না ব'লে থাকৃতে পাচ্ছি না দুর্গাদাস—সম্রাট! অনুগ্রহ কর্ব্বেন না, এইটুকু অনুগ্রহ করুন। আপনাদের ভ্রূকুঞ্চন দেখে বড় ভীত হই না, কারণ সেটা বুঝতে পারি। কিন্তু হাসি দেখে বড় ভয় পাই জনাব! কারণ সেটা বুঝ্তে পারি না।—সোজা ভাষায় বলুন যে যশোবন্ত সিংহের প্রতি প্রতিহিংসা চান; তাঁকে যেমন বধ করেছেন, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র পৃথ্বীসিংহকে যেরূপ বধ করেছেন সেইরূপ তাঁর রাণী আর কনিষ্ঠ পুত্রকে বধ কর্ব্বেন। বলুন সোজাভাষায় যে, যশোবন্ত সিংহের কুলের কাউকে রাখবেন না। বলুন—আমরা বুঝতে পার্ব্বো। কেবল অনুগ্রহ কর্ব্বেন না, জনাব, এই ভিক্ষা চাই। আপনাদের শত্রুতার চেয়ে বন্ধুত্ব ভয়ঙ্কর।

দুর্গা। দাদা! তুমি কি আমার প্রার্থনা ব্যর্থ কর্ত্তে এসেছো?—তুমি ফিরে যাও।

সমর। যাচ্ছি দুর্গাদাস। আর এক কথা—একটি কথা মাত্র। মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ আকবরের চেয়ে মহাশয়কে এক বিষয়ে অধিক শ্রদ্ধা করি। কারণ মহাশয় আকবরের মত ভণ্ড নহেন। মহাশয়

খাঁটি মুসলমান—সরল গোঁয়ার ধার্ম্মিক মুসলমান। সম্রাট তাঁর মত বিবাহচ্ছলে হিন্দুর হিন্দুত্ব নাশ করেন না। সোজা পরিষ্কার শাণিত সনাতন মুসলমান প্রথায় স্বধর্ম্ম প্রচার করেন।—করুন তাতে ডরাই না। তবে অনুগ্রহ কর্ব্বেন না। যা অনুগ্রহ করেছেন যথেষ্ট! তাতে এখনো জর্জ্জরিত হয়ে আছি। আর অনুগ্রহ কর্ব্বেন না। দোহাই।—

[প্রস্থান।

তাহবর খাঁ তাঁহাকে রোধ করিতে যাইলে ঔরংজীব নিষেধ করিলেন।

ঔরং। দুর্গাদাস! তোমার খাতিরে তোমার উগ্র ভাইকে ক্ষমা কর্‌লাম। কিন্তু তোমার ভাই একটি কথা সত্য বলেছেন যে আমি ভণ্ড নহি। আমি অন্তরে বাহিরে মুসলমান। এই সনাতন ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচার কর্ব্বার জন্য এই রাজ্যভার নিইছি! রাজ্যভার গ্রহণ কর্ব্বার পূর্ব্বে যা'ই করে' থাকি—রাজ্যভার গ্রহণ করে' অবধি এই ধর্ম্মের ফকিরী কচ্ছি।

দুর্গা। তা সম্পূর্ণ মানি জাঁহাপনা!—তার পরেও যদি আপনি কখন শাঠ্য ক'রে থাকেন সে শঠের প্রতি। তা গর্হিত হয় নি।—উদার না হতে পারে, অনুচিত হয় নি।

ঔরং। স্বীকার কর?

দুর্গা। করি!—কিন্তু জাঁহাপনা! মহারাজা যশোবন্ত সিংহ যদি ভ্রমবশে কখন আপনার প্রতিকূল আচরণ করে' থাকেন, তাঁর বিধবা পত্নী ও নিরীহ সন্তান সম্রাটের প্রতিহিংসার পাত্র নয়। তারা কোন অপরাধ করে নি।

দুর্গাদাস।

ঔরং। দুর্গাদাস! আমি তাঁদের পীড়ন কর্ত্তে চাই না। পুরস্কৃত কর্ত্তে চাই।

শ্যাম। সম্রাট তাঁদের পুরস্কৃত কর্ত্তে চান দুর্গাদাস!

দুর্গা। সম্রাটের ইচ্ছায়ই মহারাণী পুরস্কৃত হয়েছেন।—এখন অনুমতি দিন!

সম্রাট মহারাজ বিকানীরকে কহিলেন—"মহারাজ এখন আপনি আমার নিভৃত কক্ষে অপেক্ষা করুন গিয়ে। আমি আস্‌ছি।"

শ্যামসিংহ চলিয়া গেলে ঔরংজীব দুর্গাদাসকে কহিলেন—"দুর্গাদাস! তুমি দেখ্‌ছি শুদ্ধ প্রভুভক্ত ভৃত্য নও; তুমি চতুর রাজনৈতিক। তোমার সঙ্গে চাতুরী নিষ্ফল। শোন তবে সত্য কথা! আমি যশোবন্ত সিংহের রাণীকে আর তাঁর সন্তানকে চাই।

দুর্গা। জাঁহাপনা! তা পূর্ব্বেই জানি। কিন্তু কারণ কি জানি না। মহারাণী নারী, আর যশোবন্তের পুত্র সদ্যোজাত শিশু। তাঁদের নিয়ে সম্রাটের কি প্রয়োজন হ'তে পারে?

ঔরং। দুর্গাদাস! ভারতসম্রাট তাঁর প্রত্যেক প্রজার কাছে প্রত্যেক কার্য্যের প্রয়োজন ব্যক্ত কর্ত্তে বাধ্য নহেন বোধ হয়।

দুর্গাদাস ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন—"তবে জাঁহাপনা আমার যাত্রা নিষ্ফল?"

ঔরং। সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

দুর্গা। তবে আমার আর কিছু বক্তব্য নাই।

ঔরং। তুমি যশোবন্তের রাণীকে আমার হাতে সমর্পণ কর্ত্তে প্রস্তুত নও?

দুর্গা। প্রাণ থাক্‌তে নয়।

ঔরং। শোন দুর্গাদাস। তুমি যশোবন্তের রাণীকে আর তার সন্তানকে আমার হাতে দাও। প্রচুর পুরস্কার দিব।

দুর্গাদাস হাসিয়া কহিলেন—"সম্রাট—আমি সে শ্রেণীর লোকের একটু উপরে। দুর্গাদাস জীবনে কর্ত্তব্য মাত্র চেনে। দুর্গাদাস জীবিত থাকৃতে কারো সাধ্য নাই যে তার মৃত প্রভু যশোবন্ত সিংহের পরিবারস্থ কাহারো গায়ে কেহ হস্তক্ষেপ করে।—তবে আসি জাঁহাপনা! আদাব!"

ঔরং। দাঁড়াও।—দুর্গাদাস জীবিত থাকৃতে তা সম্ভব না হতে পারে। কিন্তু দুর্গাদাসের মৃত্যুর পর ত তা সম্ভব। তাহবর খাঁ—বন্দীকর।

তাহবর অগ্রসর হইলে দুর্গাদাস সহসা তরবারি খুলিয়া কহিলেন—"খবর্দ্দার!—এর জন্যও প্রস্তুত হয়ে এসেছি সম্রাট"—এই বলিয়া দুর্গাদাস কটিবিলম্বিত তুরী তুলিয়া বাজাইলেন।

মুহূর্ত্তে পাঁচজন সশস্ত্র ব্যক্তি নগ্ন তরবারি হস্তে দরবার কক্ষে প্রবেশ করিল।

দুর্গা। এই পাঁচজন দেখছেন সম্রাট!—আর এক তুরীধ্বনিতে পাঁচশ সৈনিক দরবার কক্ষে প্রবেশ কর্ব্বে—বুঝে কাজ কর্ব্বেন।

ঔরং। যাও।

সসৈনিক দুর্গাদাস চলিয়া গেলেন।

ঔরংজীব মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; পরে কহিলেন—"দুর্গাদাস! জান্তাম তুমি প্রভুভক্ত, চতুর, সাহসী বীর! কিন্তু তোমার যে এতদুর স্পর্দ্ধা হবে তা ভাবি নি।" তিনি পরে তাহবরকে ডাকিলেন—"তাহবর খাঁ!"

দুর্গাদাস।

তাহবর। খোদাবন্দ্‌!

ঔরংজীব। সেনাপতি দিলীর খাঁকে বল যে, আমার হুকুম এই যে সেনাপতি এই মুহূর্ত্তেই সসৈন্যে যশোবন্তের গৃহ অবরোধ করে। যাও।

উভয়ে বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—দিল্লীর প্রাসাদ অন্তঃপুরে সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ারের বসিবার কক্ষ। কাল—দ্বিপ্রহর! সম্রাজ্ঞী সেই কক্ষে পাদচারণ করিতেছিলেন।

সম্রাজ্ঞী। যোধপুর মহিষী!—তুমি একদিন গর্ব্বিত হয়ে আমাকে ক্রীতদাসী যবনী সম্রাজ্ঞী বলে' ডেকেছিলে। সে গর্ব্ব চূর্ণ করেছি কি না! তোমার স্বামীকে কাবুলে পাঠিয়ে হত্যা করিইছি; তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিইছি; তোমার সমক্ষে তোমার কনিষ্ঠ পুত্রকে হত্যা কর্ব্ব। তোমাকে আমার পাদোদক খাওয়াবো। পরে তোমায় মৃত্তিকায় জীবন্তে প্রোথিত কর্ব্ব। জেনো যোধপুররাণী! যে, এই ক্রীতদাসী যবনী সম্রাজ্ঞীই আজ এই সুবিস্তীর্ণ মোগল সাম্রাজ্য শাসন কর্চ্ছে।—ঔরংজীব? ঔরংজীব ত আমার এই তর্জ্জনীসংলগ্নরশ্মি-সঞ্চালিত কাষ্ঠপুত্তলিকা। লোকে জানে অন্যরূপ। সে লোকের মূঢ়তার পরাকাষ্ঠা। নহিলে এই যশোবন্তের রাণী আর তার সদ্যোজাত শিশুতে ঔরংজীবের কি প্রয়োজন? এ কথা একবার লোকে নিজেকে জিজ্ঞাসাও করে না।

এই সময়ে ঔরংজীব সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

গুল। কে! সম্রাট?—বন্দিগি জাঁহাপনা।

ঔরং। গুলনেয়ার তুমি এখানে একা?

গুল। এই যে যোধপুরের রাণীর অপেক্ষা কচ্ছি।—কোথায় সে?

ঔরং। এখনো ধরা পড়েনি।

গুল। পড়েনি?

ঔরং। না!—দুর্গাদাস তাকে দিতে অস্বীকৃত হয়ে ফিরে গিয়েছে।

গুল। জীবিতাবস্থায়?

ঔরং। হাঁ।—তার সঙ্গে সৈন্য ছিল।

গুল। আর মোগল সাম্রাজ্যে কি সৈন্য নাই!—ধিক্!

ঔরং। প্রিয়তমে—

গুল। আমি কোন কথা শুন্তে চাই না সম্রাট্! আমি আজই সন্ধ্যার পূর্ব্বে যোধপুরমহিষীকে চাই।

ঔরং। গুলনেয়ার! আমি মহারাণীর আবাসগৃহ অবরোধ কর্ত্তে দিলীরখাঁকে পাঠিয়েছি।

গুল। আচ্ছা!—সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি তাকে চাই। মনে থাকে যেন।" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ঔরংজীব যাইতে যাইতে কহিলেন—"কি অদ্ভুত স্পর্দ্ধা এই দুর্গাদাসের। এখনো তাই ভাব্‌ছি।—আমার সম্মুখে দরবার কক্ষে তরবারি খুলে নেমে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে' গেল।—এরূপ সাহস পূর্ব্বে কাহারও হয় নাই;—তার প্রভু যশোবন্ত সিংহেরও না।"—এই বলিয়া সম্রাট্ ধীরে সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

স্থান—মোগল সেনাপতি দিলীর খাঁর বহির্ব্বাটী; কাল—অপরাহ্ন। দিলীর খাঁ বর্ম্ম পরিতেছিলেন; সম্মুখে তাঁহার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ তাহবর খাঁ দাঁড়াইয়াছিলেন।

দিলীর। কি বলছো খাঁ সাহেব? রাঠোর সেনাপতি দুর্গাদাস সম্রাটের নাকের কাছ দিয়ে তরোয়াল ঘুরিয়ে চলে গেল?

তাহবর। তা গেল বৈ কি!

দিলীর। আর তুমি তাই দাঁড়িয়ে দেখলে?

তাহবর। তা দেখলাম বৈ কি!

দিলীর। সোজা হয়ে?

তাহবর। যতদূর সম্ভব।

দিলীর। যতদূর সম্ভব কি রকম!

তাহবর। এই, তার তরোয়ালখান নাকের উপর দিয়ে ঘুর্লো কিনা—

দিলীর। ঘুর্লো না কি?

তাহবর। ঘুর্লো বলে ঘুর্লো!—বেশ একটু ঘুর্লো!

দিলীর। তাই তুমি বুঝি একটু কাৎ হ'লে?

তাহবর। হলাম বসে' হলাম! আমি বলেই কাৎ হলাম! আর কেউ হলে চীৎ হতেন।

দিলীর। নিজের তরোয়াল খানা বের কর্লে না কেন?

তাহবর। ফুর্সৎ পেলাম কৈ?

দিলীর। ফুরসৎ পেলেনা বুঝি?

তাহবর। আরে! সে বেটা এমনি হঠাৎ তরোয়াল বের কর্লে যে কোন ভদ্রলোকে সে রকম করেনা। তার পরে সে চলে' গেলে—

দিলীর। তখন তরোয়াল বের কর্লে বুঝি?

তাহবর। তখন আর বের করে' কি কর্ব্ব?

দিলীর। তবে সে চলে গেলে কি কর্লে!

তাহবর। নাকে হাত দিয়ে দেখ্‌লাম নাকটা আছে কিনা।

দিলীর। সন্দেহ হোল বুঝি?

তাহবর। একটু হোল বৈ কি! বেটা এমন ধাঁ করে তরোয়াল ঘুরোলে, যে তাতে তার সঙ্গে নাকের খানিকটা যাওয়া আশ্চর্য্য কি?

দিলীর। হা! হা! হা! এরকম ব্যাপার ত শুনিনি! লোকটাকে দেখতে হচ্ছে ত!

তাহবর। তাকে দেখবার জন্যই ত সম্রাট্ তোমাকে ডেকেছেন। নাও, তোমার যে বর্ম্ম পরা শেষই হয়না।

দিলীর। আরে রোস! দুপর বেলা কোথায় একটু বিশ্রাম কর্ব্ব, না, ছোটো এখন সৈন্য নিয়ে একটা উন্মাদের পিছুনে।—এ সামান্য কাজটা তুমি কর্ত্তে পা'র্ত্তে না?

তাহবর। না! তার সঙ্গে সমধিক পরিচয় কর্ব্বার আমার ইচ্ছা নাই।— তার উপরে!—

দিলীর। তার উপরে?

তাহবর। তার উপরে এই রাজপুত জাতটার উপর আমার কেমন একটা অভক্তি আছে। তা'রা যুদ্ধ কর্ত্তেই জানে না।

দিলীর। কি রকম?

তাহবর। আরে! তা'রা যুদ্ধ করে—কোন প্রথা মেনে করেনা। ফস্ করে' তরোয়াল বের কোরেই কোপ্। নিজের মাথার দিকে লক্ষ নেই। তার নজর দেখছি বরাবর আমার এই মাথাটার উপরে। এরকম বেকুফের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে আছে!

দিলীর। নজর বুঝি তোমার মাথার উপরে?

তাহবর। হাঁ—আরে নিজের মাথা বাঁচিয়ে যুদ্ধ কর্—না ধপাধপ্ কোপ দিচ্ছে। যেন শত্রুগুলোকে কচুবন পেয়েছে!

দিলীর। রাজপুত সৈন্য কত?

তাহবর। আড়াই শ হবে!

দিলীর। যাও তাহবর! পাঁচ হাজার মোগল সৈন্য তৈর হতে আজ্ঞা দাও! যা'রা প্রাণ তুচ্ছ করে' যুদ্ধ করে তারা ভয়ঙ্কর জাত। তাদের সঙ্গে ভেবে চিন্তে যুদ্ধ কর্ত্তে হয়। পাঁচ হাজার মোগল অশ্বারোহী—বুঝলে?—যাও।

তাহবর চলিয়া গেলে দিলীর নিজমনে কহিলেন—"অসমসাহসিক এই জাতি রাজপুত!—কিন্তু সম্রাটের এ আদেশের অর্থ বুঝিনা। তিনি যশোবন্তসিংহকে বধ করিয়েছেন, কেননা তাকে ভয় কর্ত্তেন! কিন্তু তার পরিবারবর্গের প্রতি আক্রোশ কেন?—যাই, বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বিদায় নিয়ে আসি! ফিরে এসে বিদায় নেবার অবসর যদি নাইই পাই। আগে নিয়ে রাখা ভাল।"—এই বলিয়া দিলীর অন্তঃপুরাভিমুখীন হইলেন।

চতুর্থ দৃশ্য।

—*—

স্থান—মেবারের রাণা রাজসিংহের অন্তর্বাটী। কাল—অপরাহ্ন; রাজকুমার জয়সিংহের নবোঢ়া দ্বিতীয়া স্ত্রী—কমলা একাকিনী দাঁড়াইয়াছিলেন।

কমলা। কেমন তোমাকে পেঁচের মধ্যে ফেলেছি, স্বামী! ঘোরো এখন। দিদি অবাক হয়ে গিয়েছে! এত অল্পদিনের মধ্যে এসে আর একজন তার মুখের গ্রাস খপ্ করে' কেড়ে নিল গা! কি দুঃখ!—হাঃ হাঃ হাঃ!—মন্ত্র জানি দিদি, মন্ত্র জানি!—খুব হয়েছে! এমন একটা স্বামীর মত স্বামী, রাণা রাজসিংহের পুত্র;—এমন একটা স্বামী লুকিয়ে একা একা ভোগ কর্ব্বে ঠিক করেছিলে দিদি! লজ্জাও করেনা!—রাণার এই পুত্রই ত মেবারের রাণা হবে। আর তুমি একা রাণী হবে মনে করেছিলে! তা হচ্ছেনা দিদি! কেমন চিলের মত ছোঁ দিয়ে খপ্ করে' কেড়ে নিইছি।—কেমন! রাণী হবে? হও!——আর ভীমসিংহ! তুমি রাজা হবে? হোলে আর কি! রাণা নিজ হাতে আমার স্বামীর হাতে রাজবন্ধনী বেঁধে দিয়েছিলেন, জানো? বলি ও ভাসুর! তার খবর রাখো কি? তার উপরে আমার স্বামীই ত রাণার প্রিয় পাত্র। কর্ব্বে কি ভীম সিং।—দুই ভায়ে খুব ঝগড়া বাধিয়ে দিয়াছি। ভীম সিংহ এখন থেকেই যাক্, দূর হোক! এমনি কল পেতেছি বাবা!—পড়্তেই হবে। তার পর শ্রীজয়সিংহ মেবারের রাজা, আর শ্রীমতী কমলা দেবী মেবারের রাণী;—আর তুমি দিদি!—সরে' পড়—দিদি!—সরে' পড়!

চীৎকার করিতে করিতে জনৈক ধাত্রী কক্ষে প্রবেশ করিল।

ধাত্রী। ওরে বাবা রে!

কমলা। কি হয়েছে?

ধাত্রী। ওরে বাপ! একেবারে কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড রে—ওরে কি হবে রে!

কমলা। মর্! বলি, হয়েছে কি?

ধাত্রী। আরে একেবারে দক্ষিযজ্ঞি!—ওরে বাবা! এমন কাণ্ড কেউ দেখিনি গো—একেবারে নিশুম্ভ বধ।

কমলা। বলি, হয়েছে কি?

ধাত্রী। আর হয়েছে কি—ওরে—একেবারে নঙ্কাকাণ্ড রে!

কমলা। বল্‌না, কি হয়েছে?

ধাত্রী। তবে শুনবা!—ঐ ছোট রাজপুত্তুর ঐ যে জয়সিং—তোমার সোয়ামী গো।

কমলা। হাঁ—কি করেছে?

ধাত্রী। সে ঐ যে বড় রাজপুত্তুর ভীমসিং—তার পায়ে তরোয়াল খুলে এক কোপ্—ওরে একেবারে রক্তগঙ্গা ভগীরথ রে!

কমলা। এঁ্যা! তার পর?

ধাত্রী। তার পর আবার কি?—বড় রাজপুত্তুর ভীমসিং ঐ ছোট রাজপুত্তুর জয়সিংএর গলা টিপে ধরেছে, এমন সময় রাণা এসে হাজির। এসে বড় রাজপুত্তুরকে কি বকুনিটাই বক্‌লে গা—একেবারে সাতকাণ্ড রামায়ণ, ন ভূতি ন ভবিষ্যতি শুনিয়ে দিলে! ভীম সিংহের মুখে রাটি নেই। চুপ করে' বেরিয়ে এলো! মুখখানি চুণ করে' চলে' গেল!

কমলা। বেশ হয়েছে।

ধাত্রী। ওমা সে কথা বোলো না! বড় ছেলে বড় ভাল গো, বড় ভালো! দেশশুদ্ধু লোক তাকে ভালো বলে! আর ছোট ছেলেও ত ছেলো ভালো! মুই ত তারে হাতে করে' মানুষ করেছি।—যত গোল পাকালি ত এ সংসারে এসে তুই সর্ব্বনাশী।

কমলা। চুপ হারামজাদী!

ধাত্রী। ওরে বাবা! একেবারে তারকা রাক্ষসী রে!"—বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

কমলা। কি? এতদূর গড়িয়েছে? এতদূর গড়াবে তা ভাবিনি! তা মন্দই কি। দিন থাকতেই মীমাংসা হয়ে যাক্ না।

এই সময়ে তাঁহার সপত্নী সরস্বতী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সরস্বতী। এই যে কমলা।—কমলা! এই কি তোমার উচিত কাজ হ'চ্ছে? জানো আজ কি হয়েছে?

কমলা। জানি! তবে আমার কি উচিত কাজ হচ্ছে না দিদি?

সর। স্বামীকে ক্রমাগত তাঁর বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিতকরা?

কমলা। কে কচ্ছে।

সর। তুমি!

কমলা। মিথ্যা কথা! ভাসুরই ত ঝগড়া বাধান—তাঁর লক্ষ্য চিরকাল দেখছি এই মেবারের সিংহাসনের দিকে। এ ত তাঁর দোষ।

সর। তিনি এ রাজ্য চান না, কমলা! আমি বেশ জানি।—আর যদিই বা চান। তিনি ত বড় ভাই!

কমলা। হাঁ ঘণ্টা খানিকের বড় বটে! রাণা নিজে স্বামীর হাতে তাঁর জন্মাবার সময় হলদে সুতো বেঁধে দেন নি?—ঐ নিয়েই ত ঝগড়া।

সর। যদি তা'ই হয়—আমাদের চেষ্টা করা উচিত নয় কি বোন্, যাতে সে বিরোধ ভ্রাতৃস্নেহে পরিণত হয়, যাতে সে কালোমেঘ বিদ্যুৎ উদ্গার না করে' জল হয়ে নেমে যায়, যাতে সে বহ্নি দাহ না করে' দুইটি হৃদয়কে যুক্ত করে?

কমলা। সে কথা আমি তোমার সঙ্গে বিচার কর্ত্তে চাই না। আমার স্বামীর বিষয় আমি বুঝবো।

সর। বোন্ তিনি তোমারই স্বামী। আমার কি কেউ ন'ন?

কমলা। ত'বে তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বোলো। আমার সঙ্গে ঝগড়া কর্ত্তে আসো কেন?"—বলিয়া দ্রুত পদক্ষেপে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

সর। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌বো! হা কপাল!—একদিন ছিল যখন তিনি আমার কথা শুন্তেন। তার পরে তুমি এসে তাঁকে যে কি মন্ত্রে যাদু কর্লে বোন্, তুমিই জানো!

জয়সিংহ কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

জয়। কে? সরস্বতী? আমি ভেবেছিলাম কমলা।

সর। ভেবেছিলে সত্য? এতখানি ভুল করেছিলে? কিন্তু কেন সে ভুল এত শীঘ্র ভেঙে গেল! সে ভুল ভাঙবার আগে কেন একবার আমায় কমলা ভেবে প্রাণেশ্বরী বলে' ডাকলে না? আমি ভুলেও একবার ভাবতাম যে আমাকে ডাকছো! সে ভুল ভাঙতো। কিন্তু একবার একমুহূর্ত্তেরও জন্য স্বর্গসুখ অনুভব কর্ত্তাম।

জয়। সরস্বতী আমি এখন যাই। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

সর। দাঁড়াও।—আমি তোমাকে আমার হৃদয়ের আবেগ জানাবার

জন্য ডাকছি না। যা গিয়েছে তা আর ফির্ব্বে না।—শোন! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। বড় ভায়ের সঙ্গে আজ আবার বিবাদ করেছিলে?

জয়। সে আমার দোষ নয়।

সর। তাঁর দোষ?

জয়। আমি রাগে তাঁর পায়ে তরোয়াল দিয়ে মেরেছিলাম; তিনি আমার গলা টিপে ধরেছিলেন।

সর। তাঁরই ত দোষ বটে!—প্রভু তুমি ত এরকম ছিলে না! কমলা তোমায় নিয়ে খেলাচ্ছে। ভায়ে ভায়ে বিরোধ কোরোনা প্রভু! যদি কমলা বুঝিয়ে থাকে যে ভাসুর মেবারের সিংহাসনপ্রার্থী, সে মিথ্যা কথা। ভাসুর উদার, মহৎ।

জয়। আর আমি নীচ!—বেশ!

সর। আমি তা বলি নাই? তবে আমি বলি যে, যে তোমার কানে এই মন্ত্র দিচ্ছে সে নীচ, সে তোমার হিতার্থিনী নয়। সে তোমার সর্ব্বনাশ কচ্ছে!—ঐ ভাসুর আসছেন, আমি যাই।—নাথ, তোমার যদি মনুষ্যত্ব থাকে, ত এইক্ষণেই এই ভায়ের ক্ষমা প্রার্থনা কর।"—বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

তৎপরেই ভীমসিংহ কক্ষে প্রবেশ করিয়া জয়সিংহকে মৃদুস্বরে ডাকিলেন—"জয়সিং—ভাই!"

জয়সিংহ নীরব রহিলেন।

ভীম। জয়সিং—ভাই—আমারই অন্যায় হয়েছিল! আমাকে ক্ষমা কর।

জয়সিংহ তথাপি নীরব রহিলেন।

ভীম। হাঁ জয়সিং! আমি সম্যক্ ক্রোধ সম্বরণ কর্ত্তে শিখিনি।

দুর্গাদাস।

আমার উচিত ছিল, ছোট ভাইকে ক্ষমা করা।—ভাই! আমায় ক্ষমা করো।

এই সময়ে রাণা রাজসিংহ আসিয়া ভীমসিংহকে কহিলেন—ভীমসিং! জয়সিং তোমাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করেছে?

ভীম। না পিতা, বিশেষ কিছু নয়।

রাজ। আমি তা জান্তাম না। পরিচারিকার মুখে শুনলাম। পরে কক্ষে রক্তের রেখা দেখে বুঝলাম যে এ সত্য কথা।—দেখি, কোথায় আঘাত করেছে।

ভীম। বিশেষ কিছুই নয়।

রাজ। দেখি—

ভীমসিংহ দক্ষিণ পদ দেখাইলেন।

রাজ। হুঁ!—ভীম! পুত্র! আমি না দেখেই বিচার করেছিলাম। অন্যায় বিচার করেছিলাম। শাস্তি তোমাকে দেওয়া উচিত ছিল না; জয়সিংহকে দেওয়া উচিত ছিল। এই নাও আমার তরবারি। আমার হয়ে তুমি তার শাস্তিবিধান কর।

ভীম। না পিতা অন্যায় আমার। জয়সিংহ অবোধ।

রাজ। না ভীমসিং! আমি ন্যায় বিচার কর্ব্ব। লোকে বলে যে আমি জয়সিংহের পক্ষপাতী। তা হ'তে পারে। কিন্তু ন্যায় বিচার কর্ব্ব।

ভীম। আমি তাকে ক্ষমা কর্লাম।

রাজ। না ভীমসিং! শাস্তিবিধান করো। আরো; আমি একটা দেখছি যে কিছুদিন থেকে তোমাদের যে কারণেই হোক্ বনে না। ভবিষ্যতেও বোধ হয় বন্‌বে না। দুই জনই রাজ্যের জন্য যুদ্ধ কর্ব্বে।

আমি মরে' গেলে তা হওয়ার চেয়ে আমার জীবিতাবস্থায়ই সে যুদ্ধ হয়ে যাক্। রাজ্যের অমঙ্গল হবে না। এই নাও তরবারি। যুদ্ধ কর।

ভীম। পিতা আমি রাজ্য চাহিনা। এর জন্য বিবাদ কর্ব্ব না, শপথ কচ্ছি।

রাজ। প্রমাণ কি?

ভীম। আমি এই দণ্ডেই রাজ্য পারিত্যাগ করে' যাচ্ছি।—প্রতিজ্ঞা কচ্ছি যে এই রাজ্যে যদি আর জলগ্রহণ করি ত আমি আপনার পুত্র নই।

রাজসিংহ কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ রহিলেন; পরে কহিলেন—"তুমি আজ বড় কঠোর প্রতিজ্ঞা করেছো ভীম! তুমি নির্দোষী; জয়সিংহের দোষের জন্য তুমি স্বদেশ হতে চিরনির্ব্বাসিত হবে। তবে আমি যখন ভ্রমবশে রাজবন্ধনী জয়সিংহের হাতে বেঁধে দিয়েছি, এখন বোধ হয় রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তোমার এ রাজ্য পরিত্যাগ করাই ঠিক। কিন্তু মনে রেখো ভীম! যে এ স্বার্থত্যাগ রাজ্যের মঙ্গলের জন্য কর্চ্ছ, রাজ্যের প্রতি বিদ্বেষবশে নয়।

ভীম। এই রাজ্যের কল্যাণেই যেন আমি মর্ত্তে পারি। পিতা প্রণাম হই। পরে জয়সিংহকে কহিলেন—"ভাই, আশীর্ব্বাদ করি, জয়ী হও যশস্বী হও।

এই বলিয়া ভীমসিং চলিয়া গেলেন।

রাজ। আমার পুত্র বটে। জয়সিং! শিক্ষা কর বীরত্ব কারে বলে।

উভয়ে বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

স্থান - দিল্লীনগরীতে যশোবন্তসিংহের গৃহের দ্বিতল কক্ষ। কাল— অপরাহ্ন। দুর্গাদাসের ভ্রাতা সমরসিংহ ও যোধপুরের সামন্তগণ উত্তেজিত ভাবে দণ্ডায়মান।

বিজয়সিংহ। তুমি তা হ'লে উদ্দেশ্য বিফল করে' এসেছো।

সমরসিংহ। বিজয়সিংহ! আমি ক্রোধ সম্বরণ কর্ত্তে শিখিনি।

মুকুন্দসিংহ। তবে গেলে কেন?

সমর। এক উদ্দেশ্যে।—একবার পাপিষ্ঠকে দেখ্‌তে—মুখোমুখী দেখ্‌তে। সম্রাটের কাছে কোন ভিক্ষা কর্ত্তে যাইনি। সে কাজ দুর্গাদাস করুক। আমার কৌশল নাই, চাতুরী নাই। আমার সহায় ভগবান্, আর এই তরবারি।

সুবলদাস। সেনাপতি এখনো এলেন না কেন?

বিজয়সিংহ। সম্রাট তাঁকে ছলে বন্দী করেননি ত।

সমরসিংহ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"কি! তাও কি সম্ভব?"

সুবল। না সমর! সেনাপতি সম্যক্ সতর্ক না হয়ে কোন কাজে হাত দেন না।

মুকুন্দ। এ দুর্দ্দিনে তিনিই আমাদের ভরসা। ঐ তুরীধ্বনি।—ঐ যে সেনাপতি ঘোড়া ছুটিয়ে আস্‌ছেন!—উঃ কি ছুটিয়ে আস্‌ছেন!

বিজয়। এসে পঁহুছিলেন বলে'। চল নীচে যাই। শুনি কি সম্বাদ।

সুবল। দরকার কি? সেনাপতি এখানেই আসুন্ না।

নেপথ্যে দুর্গাদাসের স্বর শ্রুত হইল—"প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও।"

সমর। প্রস্তুত? কিসের জন্য!

সুবল। ঐ যে দুর্গাদাস উপরে আস্‌ছেন।

ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দুর্গাদাস কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দুর্গা। সকলে প্রস্তুত হও।

সমর। কিসের জন্য?

দুর্গা। আত্মরক্ষার জন্য।

বিজয়। কি সম্বাদ শুনি।

দুর্গা। বিস্তারিত বলবার এখন সময় নাই বিজয়সিং! যশোবন্তের পারিবারকে ছাড়বে না সম্রাট; সে তাঁদের চায়।—মহারাণী আর তাঁর পুত্র-কন্যাদের বাঁচাতে হবে।—এক্ষণেই মোগলসৈন্য এসে এ বাড়ী ঘেরাও কর্ব্বে।

বিজয়। উপায়?

দুর্গা। এক উপায় মাত্র আছে, আপনাদের প্রাণদান করা। বন্ধুগণ! মহারাণীর জন্য কে প্রাণ দিতে প্রস্তুত?

সকলে। সকলেই প্রস্তুত।

দুর্গা। কিন্তু শুদ্ধ প্রাণ দিলেই হবে না। মহারাণীকে আর তাঁর সন্তানদের নিরাপদ করা চাই।

ঠিক এই মুহূর্ত্তে যশোবন্তের রাণী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া স্থিরস্বরে কহিলেন—"যশোবন্তের রাণী নিরাপদ। তার জন্য চিন্তা নাই দুর্গাদাস! তার পুত্রকে—যোধপুর বংশের প্রদীপকে বাঁচাও। সে বংশ রক্ষা কর। রাণীর জন্য ভয় নাই। সে মর্ত্তে জানে।—শিশুকে বাঁচাও দুর্গাদাস!

দুর্গা। সে চেষ্টার ত্রুটি হবেনা মা—মা শিশুকে আনুন।

যশোবন্তের রাণী প্রস্থান করিলেন।

দুর্গাদাস।

দুর্গা। বিজয়! কাশিমকে ডাকো।

বিজয় প্রস্থান করিলেন।

দুর্গা। দাদা! বাহিরে একটা মিষ্টান্নের ঝুড়ি আছে নিয়ে এসো।

সমর। মিষ্টান্নের ঝুড়ি! কি জন্য?

দুর্গা। তর্কের সময় নাই দাদা।—যাও।

সমরসিংহ প্রস্থান করিলেন।

দুর্গা। মুকুন্দদাস——এই যে কাশিম।

এই সময়ে কক্ষে কাশিম আসিয়া দুর্গাদাসকে অভিবাদন করিল।

কাশিম। হুজুর কি আজ্ঞে হয়?

দুর্গা। কাশিম! তোমায় একটা কাজ কর্ত্তে হবে। মহারাজ-কুমারকে বাঁচাতে হবে। মোগলসৈন্য এখনি আসবে তাকে ছিনে নিতে!—তোমার তাকে বাঁচাতে হবে।

কাশিম। আজ্ঞে করুন হুজুর!

সমর একটি ঝুড়ি লইয়া প্রবেশ করিলেন।

দুর্গা। এই যে—তুমি এই মেঠায়ের ঝুড়ি করে' যশোবন্তের শিশুকে নিয়ে যাবে। তুমি মুসলমান, তোমাকে কেহ সন্দেহ কর্ব্বে না। বুঝলে?—

কাশিম। কোথায় যেতে হবে হুজুর?

দুর্গা। দূরে ঐ মন্দিরের চূড়া দেখছো?

কাশিম। দেখছি।

দুর্গা। ঐ মন্দিরের পুরোহিতের কাছে দিয়ে আসবে। তারপর যা কর্ত্তে হবে, তিনি জানেন। মোগলসৈন্য এসে পড়লো বলে'—এই ক্ষণেই যেতে হবে!

কাশিম। যে আজ্ঞা হুজুর! আমি লেড়কার জন্য জান দিতে পার্ব্ব।

দুর্গা। তা জানি কাশিম!—নৈলে এ কাজ তোমাকে দিতাম না।

শিশুকে লইয়া রাণী প্রবেশ করিলেন।

দুর্গা। মহারাণী! শিশুকে কাশিমের হাতে দিউন।—কোনও ভয় নেই মা—আমি বলছি।

রাণী। তুমি যখন বলছো দুর্গাদাস—কাশিম! তোমারও একটা ধর্ম্ম আছে।

কাশিম। কোন ভয় নেই মা! আমি তাকে নিজের জানের চেয়ে যতন করে' নিয়ে যাবো মা।

কাশিম শিশুকে রাণীর হস্ত হইতে লইল।

রাণী পুনর্ব্বার শিশুকে কাশিমের হাত হইতে লইয়া চুম্বন করিয়া গদ্গদস্বরে কহিলেন—"বাছা আমার!"

দুর্গা। দেন।—আর সময় নাই।

রাণী পুনর্ব্বার চুম্বন করিয়া কাশিমের হস্তে দিলেন—"ধর্ম্মসাক্ষী কাশিম।"

কাশিম। ধরম সাক্ষী মা। কোন ভয় নাই মা!"—বলিয়া কাশিম শিশুকে ঝুড়িতে পুরিল ও ঝুড়ি মাথায় করিল।

সমর। যদি ধরা পড়ে?

রাণী। যদি ধরা পড়ে ত এই ছুরী ওর বুকে বিঁধিয়ে দিও। জীবিতাবস্থায় ওকে কেউ যেন ঔরংজীবের কাছে নিয়ে যেতে না পারে।

দুর্গা। কোন ভয় নেই মা।—যাও, এই পিছনের দরোজা দিয়ে যাও।—এস দেখিয়ে দিচ্ছি।

দুর্গাদাস।

কাশিম ঝুড়ি লইয়া প্রস্থান করিল। পশ্চাৎ দুর্গাদাস, ও তাঁহার পশ্চাৎ রাণী বাহির হইয়া গেলেন।

বিজয়। দুর্গাদাস! ধন্য তোমার উপস্থিত বুদ্ধি।

সুবল। এ সব দুর্গাদাস সম্রাটের কাছে যাবার পূর্ব্বে ঠিক ক'রে গিয়েছিল, আমি নিশ্চয় বলতে পারি।

মুকুন্দ। ঐ মোগল সৈন্য আসছে।

বিজয়। এ যে অসংখ্য সৈন্য।

সুবল। সঙ্গে স্বয়ং সেনাপতি দিলীর খাঁ।

দুর্গাদাস পুনঃ প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"ব্যস্! এখন নিশ্চিন্ত। মোগলসৈন্য এসে পড়েছে—এখন তোমরা মর্ব্বার জন্য প্রস্তুত হও।

বিজয়। আর স্ত্রী কন্যারা?

দুর্গা। তাদের উপায় আমি কর্চ্ছি! সম্রাটের কাছে যাবার আগে কেন সে বিষয়ে ভাবিনি? ডাকো তাঁদের দাদা।

সমরসিংহ আবার বাহির হইয়া গেলেন।

মুকুন্দ। ঐ মোগল সৈন্য এসে পড়্লো!

বিজয়। গুলি চালাচ্ছে!

সুবল। দরোজা ভাঙ্গবার চেষ্টা কর্চ্ছে।

মুকুন্দ। আগুন জ্বাল্ছে, বাড়ীতে আগুন দেবে বোধ হয়।

দুর্গা। না হোলো না; আর সময় নাই।

নারীগণের সঙ্গে সমরসিংহ কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

দুর্গা। মা সকল! আজ তোমাদের জন্য বড় কঠোর বিধান কর্ত্তে হচ্ছে। আজ তোমাদের পুড়ে' মর্ত্তে হবে।

জনৈক প্রৌঢ়ানারী। সে আমাদের পক্ষে কিছু নূতন নয় সেনাপতি! আমরা ক্ষত্রিয় নারী, মর্ত্তে জানি।

দুর্গা। অন্য উপায় নাই মা। আমরাও মর্ত্তে যাচ্ছি—যাও মা সকল। ঐ ঘরে যাও; ঐ ঘর বারুদে পোরা। তাতে তোমাদেব দাঁড়াবার মাত্র স্থান আছে। বারুদের উপর গিয়ে দাঁড়াও, তারপর—আর কি ব'লৃব মা!——

উক্ত নারী। তারপর আমি স্বহস্তে তাতে আগুন দেবে। চল সব।

আলুলায়িতকেশা রাণী সেই কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

নারীগণ। রাণীমার জয় হউক।

রাণী। জয়? আমাদের জয় মৃত্যু। মর্ত্তে যাচ্ছো!—যাও!—যাও স্বর্গধামে।—আমি তোমাদের সঙ্গে আজ যাবো না। আমি আজ পারি যদি, বাঁচবো।—এখনি মর্ত্তে চাচ্ছিলাম দুর্গাদাস। না আমি মর্ব্ব না। উপর থেকে কে আমাকে ডেকে বলেছে—"সময় হয় নাই—তোমার কাজ বাকী আছে।" আমার বাঁচ্‌তে হবে। দুর্গাদাস পারো ত আমায় এই দিন—এই একদিন মাত্র আমাকে বাঁচাও। [জানুপাতিয়া করযোড়ে] ঈশ্বর আজ আমাকে রক্ষা কর। [উঠিয়া], তারপর—তারপর—দেশে আগুন জাল্‌বো। এমন আগুন জাল্‌বো যে সপ্তসমুদ্রের বারি তাকে নেভাতে পার্ব্বে না।

দুর্গা। মা! পারিত আজ আমাদের প্রাণ দিয়ে মহারাণীকে বাঁচাবো।—তোমরা যাও মা। দরোজা ভাঙ্‌লো বলে'।

অন্যান্য নারীগণ প্রস্থান করিলেন।

দুর্গাদাস।

রাণী। চল তবে দুর্গাদাস।—রোসো। আমি কন্যাকে নিয়ে আসি। তাকে ফেলে যাবো না। বুকে করে' নিয়ে যাবো।—তোমরা এসো।

এই বলিয়া মহারাণী প্রস্থান করিলেন।

দুর্গা। দাদা।

সমর। ভাই।

দুর্গা। চল তবে মর্ত্তে।

সমর। চল।

দুর্গা। একটু অপেক্ষা কর, এদের শেষ দেখে যাই। ঐ—ঐ— [দূরে ভীষণ শব্দ]—ঐ যাক্। হয়ে গিয়েছে; সব শেষ!—চল।

সমর। চল।

দুর্গা। ভাই এই বুঝি শেষ দেখা। মর্ব্বার আগে এসো একবার কোলাকুলি করি।

উভয়ে কোলাকুলি করিলেন।

সমর। দুর্গাদাস!—ভাই।

দুর্গা। দাদা।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর শয়নকক্ষ। কাল—প্রায় এক প্রহর দিবা। শম্ভুজীর স্ত্রী রমাবাই তাঁহার পরিচারিকার সহিত সাগ্রহে কথোপকথন করিতেছিলেন।

রমা। তা রাজা আমার স্বামীকে কি বল্লেন?

পরিচারিকা। কি না বল্লেন তাই বল। উনকুটি পঁয়ষট্টি যা

বলবার তাই বল্লেন। বল্লেন "সেয়ানা ছেলে ;—দিন নেই রাত্তির (কেবল পরের সর্ব্বনাশে ফিচ্ছিস্।" বলি, তোমার সোয়ামী কিন্তু ভ ব্যাদড়া।

রমা। আমার তিনি ত এ রকম ছিলেন না।

পরি। ছিলেন না?—শোন একবার!!—বলি পেট থেকে প কি মানুষ ঐ রকম হয়, বয়েসের গুণে হয়—ধন্যি ছেলে যা হো বলি. বাছা, বয়েস কাল না হতেই এই। পরে আরও কত কি হ বলি, তোর ঘরে এমন সোমত্ত বৌ, আর তুই—তোর-এঁ-কিনা বাই মেয়ে মানুষ নৈলে তোর চলে না!

রমা। না দাসী! তুই বলিস না, তিনি এ রকম নন। অ তাঁকে বেশ জানি।

পরি। বলি, বেশ জানবারই ত কথা। কিন্তু বাছা, পু মানুষের মনের মধ্যে সেঁধোবার সাধ্যি স্বয়ং মধুসূদনের নেই, তা কি ক'র্ব্বে বল।

রমা। তবে কুসংসর্গে পড়ে' তিনি যদি এ রকম হয়ে থাকেন।

পরি। এই!—এই!—ঐ যা বলেছো বাছা ; সঙ্গদোষ। তার মোছলমান এয়ারবক্সি জুটেছে ; তার নাম কাবলেস খাঁ। সেই ত খার কর্লে। আজকে রাজা তোমার সোয়ামীকে খুব বকে' দিয়েছে তা কি শোনে! একেবারে তেরিয়া! এমন রাগও দেখিনি। ত বাপ্‌কে কি কথাই না বল্লে। বলি, পিরথিম শুদ্ধু নোক যাকে মা করে, ডরায়, তাকে ডরালো না ; আচ্ছা ছেলে জন্মেছিল যা হোক।

রমা। ঐ তাঁর স্বভাব। নরম কথায় একেবারে জল। কি কেউ যদি রুক্ষ কথা বল্ল ত তাঁর আর জ্ঞান থাকে না।

পরি। নরম কথায় বশ, তবে তুমি তাকে বশ কর্ত্তে পাল্লে না।

রমা। আমার দুর্ভাগ্য আমি তাকে বশ কর্ত্তে পাল্লাম না।

পরি। হুঁঃ, তুমি বশ কর্ব্বে—বলি, বড় বড় হাতি গেল তলিয়ে—

রমা। তিনি এখন কি কচ্ছেন?

পরি। কি আর কর্ব্বেন, নিজের ঘরে বসে' আছেন। গাল খেয়ে এখন জাবর কাটছেন।

রমা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

পরি। আর কেঁদে কি কর্ব্বে বল বাছা। এখন বলি, বাছা নাও খাও; বেলা হোল। বাপ্! পিরথিম শুদ্ধ নোক যাকে দেখলে থরহরি কম্প, সটাং তাকে দুকথা শুনিয়ে দিলে—হায়রে কলিকাল।"—বলিয়া প্রস্থান করিল।

রমা। ভগবান্! আমার পতির মতি ফেরাও। তাঁর চরিত্র বিশুদ্ধ কর। যেন কারো মুখে আর তাঁর নিন্দা শুন্তে না হয়। বড় ব্যথা পাই। বড় ব্যথা পাই।

এই সময়ে কক্ষে শম্ভুজী প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—"রমা।"

রমা। এই যে তুমি।

শম্ভু। দেখ রমা! আমি বিদায় নিতে এসেছি।

রমা। কেন?—কোথায় যাবে?

শম্ভু। যে দিকে চক্ষু যায়। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মেগে খাবো—সেও স্বীকার। তবু—

রমা। নাথ! সব শুনেছি। কিছু মনে কোরো না! আমার শ্বশুর তোমার ভালোর জন্যই ভর্ৎসনা করেন। গুরুজনের তিরস্কারে কি রাগ কর্ত্তে আছে?

শম্ভু। আমি ত আর ছেলে মানুষটি নই যে, যে যা খুসী তাই বল্‌বে?

রমা। ছি ছি। ও কথা মুখেও এনো না।—বাপ্‌—গুরুজন!

শম্ভু। জানো বাবা কি হুকুম দিয়েছেন?—যদি আমি আর সন্ধ্যার পরে দুর্গের বাহিরে থাকি—তা হ'লে যেন কেউ আমাকে দুর্গের ভিতর প্রবেশ কর্ত্তে না দেয়।

রমা। সে কি বিনা দোষে বলেছেন?—বল দেখি নাথ!

শম্ভু। আমার দোষ? তুমিও বলছ আমার দোষ!

রমা। তোমার দোষ আমি দেখি না। তাই বলে কি—সকলেই ত আমি নয়। মন দৃঢ় কর। সংযম শেখো! তুমি মারাঠা জাতির গৌরব হও—এই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।—

শম্ভু। রমা—[ক্রন্দন]।

রমা। ছিঃ পুরুষের কি ক্রন্দন শোভা পায়?—ছিঃ।

শম্ভু। ঠিক বলেছো রমা! আমি এর প্রতিহিংসা নেবো।

রমা। ও কি কথা নাথ!

শম্ভু। আমি প্রতিশোধ নেবো! প্রতিশোধ নেবো!"—বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

রমা। হা রে আমার কপাল!

পরিচারিকা পুনঃপ্রবেশ করিয়া উচ্চস্বরে কহিল—"বলি নাইতে খেতে হ'বে। বেলা যে পুইয়ে এলো!—তোমার গুণধর ত রাগে গর গর কর্ত্তে কর্ত্তে—ঐ দিকে গেল। তা তুমি কি কর্‌বে বল বাছা!—এখন এসো।"

রমা। চল যাচ্ছি। উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

দুর্গাদাস।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—সম্রাটের অন্তঃপুর কক্ষ। কাল—প্রভাত। ঔরংজীব একাকী।

ঔরংজীব। কি?—যশোবন্তের রাণী ২৫০শত মাত্র সৈন্য নিয়ে পাঁচ হাজার মোগল সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করে' চলে' গেল।—আর সে মোগল সৈন্যের সৈন্যাধ্যক্ষ স্বয়ং দিলীর খাঁ!—এর মধ্যে কিছু রহস্য আছে!—দৌবারিক!—

নেপথ্যে—খোদাবন্দ।

ঔরং। সেনাপতি দিলীর খাঁ।—

নেপথ্যে—যো হুকুম।

ঔরং। এখন সম্রাজ্ঞীর কাছে মুখ দেখাবো কি করে'?—অপমানে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জ্বলছে।

বেগে গুলনেয়ার কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

গুলনেয়ার। সম্রাট, এ যা শুনছি তা কি সত্য?

ঔরং। কি সত্য?

গুল। এই সম্বাদ—যে যশোবন্তের রাণী ২৫০ মাত্র সৈন্য নিয়ে মোগল কটক ভেদ করে' চলে' গিয়াছে?

ঔরং। হাঁ প্রিয়ে সত্য।

গুল। তোমার এই সৈন্য, এই সেনাপতি, এই শক্তি নিয়ে তুমি ভারতবর্ষ শাসন কর্ত্তে বসেছো?

ঔরং। প্রিয়তমে—

গুল। আর কাজ নেই সোহাগে সম্রাট! আমার একটা বৎ

সামান্য ইচ্ছা পূর্ণ কর্ব্বার জন্য তোমাকে বলেছিলাম—তার এই পরিণাম!

ঔরং। আমার যথাসাধ্য করেছি।

গুল। তোমার যথাসাধ্য তুমি করেছো?—তোমার সাধ্য এই টুকু। তুমি কি বল্‌তে চাও—আজ তোমার হাতে পড়ে' মোগল রাজশক্তি এমন ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে যে এক নারী—সঙ্গে আড়াই শ মাত্র সৈন্য—সেই শক্তি দীর্ণ, চূর্ণ, দলিত করে' চলে' গেল।—হা ধিক্!

ঔরংজীব নীরব রহিলেন।

গুল। যশোবন্তের রাণী এখন কোথায়?

ঔরং। সম্ভবতঃ তিনি রাণা রাজসিংহের আশ্রয়ে—মেবারে।

গুল। মেবার আক্রমণ কর—আমি যশোবন্তের রাণীকে আর তার পুত্রকে চাই।

ঔরং। গুলনেয়ার এ বিষয়ে বিবেচনা করা যাবে।

গুল। বিবেচনা?—বেগম গুলনেয়ারের ইচ্ছাই সম্রাট ঔরংজীবের কাছে যথেষ্ট নয় কি?—বিবেচনা?—শোন, আমার এক কথা শোন;—আমি যশোবন্তের রাণীকে চাই-ই। সে স্বর্গে থাকুক মর্ত্ত্যে থাকুক, পাতালে থাকুক, আমি তাকে চাই।—মেবার আক্রমণ কর।

ঔরং। প্রিয়তমে—

গুল। শুন্তে চাই না। মেবার আক্রমণ কর!"—বলিয়া সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ারের যোগ্য গভীর অভিমানে তিনি কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। ঔরংজীব সেই কক্ষে একাকী পদচারণ করিতে লাগিলেন।

ঔরং। আমি এ কথা বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না। ২৫০ মাত্র রাজপুত সৈন্য ৫০০০ মোগলের ব্যূহ ভেদ করে' গেল। নিশ্চয় এর মধ্যে

বিশ্বাসঘাতকতা আছে।—কিন্তু সেনাপতি দিলীর খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা কর্ব্বে এই বা কি বলে' বিশ্বাস করি। দিলীর খাঁ—আমার বাল্যের বন্ধু, যৌবনের সহায়—বার্দ্ধক্যের মন্ত্রী দিলীর খাঁ—সরল, মহৎ, উদার দিলীর খাঁ—আমার বিশ্বাসঘাতক হবে!—আমি বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না। কিন্তু ২৫০ রাজপুত সৈন্য ৫০০০ মোগল সৈন্য কেটে বেরিয়ে গেল। আর সে মোগলের সৈন্যের সেনাপতি স্বয়ং নির্ভীক পরাক্রান্ত বীরবর দিলীর খাঁ।—তাই বা কি বলে' বিশ্বাস করি—নিশ্চয় এর ভিতর কোন গূঢ় রহস্য আছে।—এই যে দিলীর খাঁ।

দিলীর খাঁ প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিলেন।

দিলীর। বন্দিগি জাঁহাপনা!

ঔরং। দিলীর খাঁ তোমায় ডেকে পাঠিইছি জান্তে যে, এ কথা সত্য কি না যে—

দিলীর। সম্রাট যা শুনেছেন সম্পূর্ণ সত্য!

ঔরং। আমার কথা শেষ কর্ত্তে দাও—এ কথা সত্য কি না যে আড়াই শত মাত্র রাজপুত ৫০০০ মোগল সৈন্য ভেদ করে' চলে' গিয়েছে।

দিলীর। হাঁ জাঁহাপনা, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য।

ঔরং। আর সে সৈন্যের সেনাপতি তুমি!

দিলীর। হাঁ জনাব।

ঔরং। যুদ্ধ করেছিলে?

দিলীর। জনাব এই যুদ্ধে আমাদের পাঁচ হাজার সৈন্যের মধ্যে ৫০০ বেঁচেছে; রাজপুতদের মধ্যে বোধ হয় পাঁচটি।

ঔরং। আর যশোবন্তের রাণী?

দিলীর। তিনি সামন্তদের সঙ্গে উদয়পুর অভিমুখে গিয়েছেন।

ঔরং। শিশু?

দিলীর। শিশু সেই সৈন্যদের মধ্যে দেখি নাই জনাব! তবে যশোবন্তের রাণীর বুকের উপর একটি তিন বৎসরের কন্যা ছিল।

ঔরং। মোগল সৈন্য কি মেষের অধম হয়েছে যে, একটা নারীর গতি প্রতিরোধ কর্ত্তে পারলে না? সঙ্গে তার আড়াইশ মাত্র সৈন্য?

দিলীর। জানি না জাঁহাপনা! কিন্তু যখন সেই নারী মোগল সৈন্যব্যূহের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন—নিরবগুণ্ঠনা, আলুলায়িত কেশী, বক্ষে সুপ্ত কন্যা;—তখন মহারাণীর আড়াইশ সৈন্য আড়াই লক্ষ বোধ হ'ল। সেই মোগলসৈন্যকৃষ্ণমেঘের উপর দিয়া তিনি বিদ্যুতের মত এসে চলে' গেলেন। কেউ তাঁকে স্পর্শ কর্ত্তে সাহস কর্লে না।

ঔরং। আর তুমি?

দিলীর। আমি দূরে দাঁড়ায়ে সে অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি দেখলাম। বলতে চেষ্টা কর্লাম—"ধর যশোবন্তের রাণীকে"—কণ্ঠরুদ্ধ হোল! তরবারি খুলতে চেষ্টা কর্লাম—তরবারি উঠলো না। পিস্তল নিলাম—পিস্তল হাত থেকে পড়ে' গেল।

ঔরং। দিলীর খাঁ তুমি কি পাগল হোয়েছো।

দিল। হয়ত হয়েছি। জানিনা। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই যেন বোধ হোল যে, আমি আর একটা মানুষ হয়ে গেলাম। একমুহূর্ত্তে কে যেন এসে আমার হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করে' রুদ্ধদুয়ার খুলে দিলে। একটা নূতন জগৎ দেখলাম।

ঔরং। তাই তুমি ৫০০০ সৈন্য নিয়ে সণ্ডের খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে?

দিলীর। হাঁ জনাব! দেখলাম সে এক মহিমাময় দৃশ্য! কি সে মহিমা! আশ্চর্য্য!—আলুলায়িতকেশা নারী! বুকের উপর তার ঘুমন্ত শিশু। কি সে দৃশ্য জাঁহাপনা! নির্ম্মেঘ উষার চেয়ে নির্ম্মল, বীণার ঝঙ্কারের চেয়ে সঙ্গীতময়, ঈশ্বরের নামের চেয়ে পবিত্র – সেই মাতৃমূর্ত্তি। —আমি বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়িয়ে রৈলাম।

ঔরং। তারপর!

দিলীর। তারপর সে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হ'লে জ্ঞান হোল। চেঁচিয়ে উঠ্‌লাম, আক্রমণ করো। আমাদের ৫০০০ তরবারি সেই সন্ধ্যালোকে ঝলসে উঠ্‌লো। বিপক্ষ ফিরে দাঁড়ালো। যুদ্ধ বাধলো। মানুষ পড়্‌তে লাগলো, ভূমিকম্পে বালুস্তূপের মত। যুদ্ধ শেষ হলে দেখলাম— আমাদের পাঁচশ সৈন্য অবশিষ্ট; বিপক্ষ পক্ষের একজনও না। মৃতদের মধ্যে দুর্গাদাস আর তার ভাইকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ঔরং। দিলীর! তুমি মেয়ে মানুষেরও অধম! যাও।

উভয়ে বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অষ্টম দৃশ্য।

স্থান—রাণা রাজসিংহের বহির্ব্বাটী। কাল—অপরাহ্ন। উচ্চ আসনে রাণা রাজসিংহ। সম্মুখে শিশুহস্তে যশোবন্তসিংহের রাণী মহামায়া জানু পাতিয়া উপবিষ্ট। দক্ষিণে দুর্গাদাস, সমরসিংহ ও কাশিম।

রাণী। রাণা! আমার এই শিশুকে আপনার দুর্গে স্থান দিউন, বেশী দিনের জন্য নয় রাণা!—কিছুদিনের জন্য!

রাজসিংহ। মহামায়া, তোমার পুত্র আমার পর নয়। এর জন্য মিনতির প্রয়োজন কি?—দুর্গাদাস! ঔরংজীব কি এরও প্রাণবধ কর্ত্তে চান?

দুর্গা। নইলে আর কি উদ্দেশ্য হ'তে পারে মহারাণা?

রাণী। রাণা! এক পুত্র আর এক কন্যা—শুদ্ধ এই সম্পত্তি নিয়ে সেদিন মাড়বার থেকে বেরিইছিলাম। পথে কন্যাটি হারিইছি। আমার সম্পত্তির অবশিষ্ট মাত্র আছে এই সদ্যোজাত পুত্রটি!—আমার এই শেষ, একমাত্র, সর্ব্বস্বধন পুত্রটিকে রক্ষা করুন রাণা! ঈশ্বর আপনার মঙ্গল কর্ব্বেন।

রাজ। তোমার পুত্রের জন্য কোন চিন্তা নাই মহামায়া। আমি তাকে নিজের প্রাণ দিয়ে রক্ষা কর্ব্ব।

রাণী। রাণার জয় হোক।

রাজসিংহ কাশিমের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কে?"

দুর্গা। এ কাশিমউল্লা। আমাদের পুরাতন বন্ধু! এ নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে' আমার প্রভুর পুত্রকে রক্ষা করেছে।

কাশিম। রাণা! মুই এঁদের পুরাণো চাকর। মহারাণা একবার মোরে বড় বিপদে বাঁচান। মুই সেই থেকে এঁদেরই ঘরে খায়ে মানুষ!

রাজ। দুর্গাদাস! মুসলমান জাতের মধ্যে কাশিমও ত জন্মায়।

কাশিম। মহারাণা, মোদের জাতের নিন্দা করো না। মোরা জাত খারাপ নই! মোরা সব হ'তি পারি। নেমকহারাম নই।

রাজ। না কাশিম! তোমার জাতির নিন্দা কচ্ছি না। তবে বাদশাহের সঙ্গে তোমার তুলনা কচ্ছি। বাদশাহ এই ছোট ছেলের প্রাণ নিতে চান—আর তুমি—

কাশিম। আহা দেখ দেখি। আহা এই চেংড়া; এখনো চোখ ফুটেনি।—আহা বাছা মোর শীতে রদ্দুরে বড় দুক্ষু পেয়েছে। বাছা মোর!—হুঁ—এখন পুট পুট কোরে তাকানো হচ্ছে। আহা চোখ ত নয়—লীলপদ্দ।

রাজ। ঔরংজীব! তুমি দিল্লীর সিংহাসনে বসে' এক নিরীহ শিশুকে হত্যা কর্‌বার জন্য ব্যগ্র; আর তোমারই জাতের এই কাশিম তাকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা কর্ত্তে প্রস্তুত!-ঈশ্বরের চক্ষে কে বড় ঔরংজীব?

রাণী। রাণা! আমি এই বিরাট অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবো!—এর প্রতিহিংসা নেবার জন্যই সে দিন অন্যান্য নারীদের সঙ্গে পুড়ে মরিনি! তার জন্যই এখনও বেঁচে আছি।—আপনি কেবল এই শিশুকে রক্ষা করুন!

রাজ। আমি বলেছি, এর জন্য কোন চিন্তা নাই, মহামায়া! তুমি আর তোমার পুত্র এখানে নিশ্চিন্ত হৃদয়ে বাস কর।

রাণী। না রাণা! আমি এখানে বাস কর্ব্বো না! আমার এ ঘর নয়। আমি আমার মৃত স্বামীর রাজ্যে ফিরে যাবো। সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, শান্তিতে বিগ্রহে, জীবনে মরণে, স্বামীর ঘরই নারীর ঘর;—পিতৃগৃহ পর। আমি মাড়বারে ফিরে যাবো।

রাজা। কিন্তু সে স্থান ত এখন তোমার পক্ষে নিরাপদ হবে না মা!

রাণী। নিরাপদ! আমি কি এখানে নিরাপদ খুঁজতে এসেছি? না রাণা, আমি আর নিরাপদ খুঁজি না। আমি আপদ খুঁজি। আপদের ক্রোড়ে আমি লালিত—ভূমিকম্পে আমার জন্ম, ঝঞ্ঝায়

আমার আবাস, প্রলয়মেঘে আমার শয্যা।—বিপদ্! তার সঙ্গে ত সই পাতিয়েছি রাণা। আমার বিপদ!—বিধবা পুত্রহারা, হৃতসর্ব্বস্বা পথের ভিখারিণী আমি!—আমার আবার বিপদ!—রাণা আমার একমাত্র বিপদ অবশিষ্ট আছে—সে এই শিশুর হত্যা। তাকে রক্ষা করুন, রাণা! আর কিছু চাই না, তাকে রক্ষা করুন। আমি মাড়বারে ফিরে যাবো! আগুন জ্বালবো—আগুন জ্বালবো। এমন আগুন জ্বালবো—যাতে ঔরংজীব ত ছার—যাতে সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস, চূর্ণ, ভস্ম হয়ে উড়ে যাবে।

[যবনিকা পতন।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

—•—

স্থান—দিল্লীর প্রাসাদের অন্তঃপুরস্থ উদ্যান। কাল—সন্ধ্যা। ঔরংজীবের পৌত্রী ও আকবরের কন্যা রাজিয়া একাকিনী সে উদ্যানে বেড়াইয়া বেড়াইয়া গাহিতেছিলেন।

কোথা যাও হে দিনমণি, আমায় সঙ্গে নিয়ে যাও ভাই।
যখন নিয়ে গেলে চলে' তোমার সর্ব্ব গরিমাই।
চাহে কেবা রৈতে ভবে আঁধার ছেয়ে আসে যবে?
—চাহে যে সে থাকুক পড়ে' আমি ত না রৈতে চাই।
তুফান মাঝে, সিন্ধুনীরে, আশা ভেলায় বেঁধে বুক,
থাকুক তারা যাদের কাছে বেঁচে থাকাই পরমসুখ;
যতদিন এ জীবন রাখি, আমি যেন সুখে থাকি;
সুখের বেলা ফুরিয়ে গেলে আমি যেন চলে' যাই।

গুলনেয়ার প্রবেশ করিয়া রাজিয়কে ডাকিলেন—"রাজিয়া"।

রাজিয়া। কি ঠান্‌দি?

গুল। এখানে একা একা—কি কচ্ছিস্?

রাজিয়া। গান গাচ্ছি! দেখ দেখি ঠানদি!—আকাশে বর্ণের কি খেলা! ঠানদি এই আকাশটা যদি একটা অশ্রান্ত ঝঙ্কার হোত, বেশ হোত, না?

গুল। বেশ হোত? তাহলে প্রাণ ওষ্ঠাগত হোত। একটা কথা কইবার অবসর পেতাম না।

রাজিয়া। কথা!—কথার জ্বালায় ত অস্থির ঠানদি! তার উপরে বড্ড বোঝা যায়! একটা কথা বল্লেই তার পিছনে অমনি একটা মানে।—অস্থির! দুপা এগিয়ে যাবার যো নাই।—সঙ্গে সঙ্গে মানে যুচ্ছে?

গুল। আর গান?

রাজিয়া। মানে ধর্ব্বার ছোঁবার যো নাই। কেবল একটা উদাস ভাব মনে এনে দেয়। বোঝবার যো নাই। এই যেমন চামেলিয়া বেলা চম্পা। এর মানে বেশ বোঝা যায়—কি না তিনটে ফুল—চামেলিয়া বেলা আর চম্পা। কিন্তু [হাম্বিরে সুর করিয়া] 'চামেলিয়া বেলা চম্পা'—ধর দিখিনি মানে।

গুল। তা বটে—ওর মানে ধর্ব্বার যো নাই। ভারি সুন্দর!

রাজিয়া। না ঠানদি তুমি গান কিছু ভালবাসো না, তা আমি জানি। কিন্তু আমি গানে ডুবে আছি, মজে' আছি, বিভোর হয়ে আছি।"—সুরে গুন গুন করিতে লাগিলেন—"চামেলিয়া বেলা চম্পা"।

গুল। রাজিয়া, তুই গান শিখেছিলি কার কাছে?

রাজিয়া। বাবার ওস্তাদের কাছে। বাবা গান বড় ভাল বাসেন। বাবা নিজে কটা গান তৈয়ের করেছেন। ওস্তাদজি সুর দিয়ে দিয়েছেন। এই আমি একটা তাঁরই গান গাচ্ছিলাম।—রাগিনী পূরবী; ভারি মিষ্ট রাগিনী। [পূরবী সুরে] "তা রি না তোম তোম তোম না দে রে তোম্"—উঃ কি মিষ্ট!

গুল। মোরোব্বার চেয়ে?

দুর্গাদাস।

রাজিয়া। ঠান্‌দি! তুমি একেবারে একটা জন্তু! একটা গাধার মধ্যে যতটুকু স্বর জ্ঞান আছে—তাও তোমার নেই।—আচ্ছা ঠান্‌দি এই গাধাগুলো কি বিশ্রী ডাকে। নীচেকার গা থেকে একেবারে উপরকার কোমল রেখাব।

গুল। তা হবে।

রাজিয়া। আচ্ছা ঠান্‌দি কোকিলের স্বর এত মিষ্ট, আর কাকের স্বর এত কর্কশ কেন?—আমার বোধ হয় কোকিলের স্বর থেকে গানের সৃষ্টি হয়েছিল। সা, রে, গা, মা, পা—ঠিক কোকিলের স্বর।—শোন—কূ, কূ, কূ, কূ, কূ—ঠিক কোকিল।

গুল। তোদের বাংলাদেশে খুব গানের চর্চ্চা হয় বুঝি?

রাজিয়া। তা হয়। তবে তারা কীর্ত্তন গায় বেশী। আমি একটা একটু শিখ্‌ছিলাম—শুনবে? শোন—

বঁধুয়া আর কি কহিব আমি!
জীবনে মরণে, জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈয়ো তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি,
মন প্রাণ দিয়ে সব সমর্পিয়ে নিশ্চয় হইনু দাসী।
একূলে ওকূলে দুকূলে গোকুলে কে আর আমার আছে,
রাধা বলে আর শুধাইতে নাম দাঁড়াতে আমার কাছে!—

তারপরটা জানিনা।—বেশ!—না?—আচ্ছা ঠানদি; ঠাকুর্দ্দা গানের উপর এত চটা কেন?—তিনি আমাকে খুব ভালো বাসেন। কিন্তু যদি দৈবাৎ একটা তান ধরিছি—ত—আমার দিকে চেয়ে বলেন "এঁ্যা";—আর ঘাড় নাড়েন।

গুল। তোর ঠাকুর্দ্দা তোকে খুব ভালো বাসেন?

রাজিয়া। উঃ! কি ভালোই বাসেন! [সুর করিয়া] "বঁধুয়া—" তোমাকে বাসেন!

গুল। আমায়?—তোর ঠাকুর্দ্দাকে একবার জিজ্ঞাসা করে' দেখিস।

রাজিয়া। [সুর করিয়া] "কি আর কহিব আমি—" তুমি যা কর্ত্তে বল তাই করেন?

গুল। করেন? দেখছিস না যে আমার জন্যে একটা যুদ্ধই বাধলো।

রাজিয়া। যুদ্ধ!—যুদ্ধ কারে বলে ঠানদি!

গুল। লড়াই।

রাজিয়া। ওঃ!—এ একখান তরোয়াল নেয়, ও একখান তরোয়াল নেয়। তার পরে দু'জনে বাজনার সঙ্গে তালে তালে নাচে, আর ঘোরে—আমি দেখেছি বাঙলাদেশে। যুদ্ধ কার সঙ্গে হবে ঠান্‌দি!

গুল। মেবারের সঙ্গে।

রাজিয়া। মেবার পুরুষ মানুষ না মেয়ে মানুষ?

গুল। দূর্ হাবা মেয়ে।—মেবার একটা দেশ।

রাজিয়া। বাবা! একটা দেশের সঙ্গে যুদ্ধ হবে।—কেন ঠানদি যুদ্ধ হবে কেন?

গুল। এক রাণীকে ধরে নিয়ে আস্‌বার জন্য।

রাজিয়া। তুমি বুঝি তাঁকে তাই বলেছো?

গুল। হাঁ।

রাজিয়া। ধরে' নিয়ে এসে কি কর্ব্বে? তাকে ভাল বাস্‌বে?

গুল। তার শ্রাদ্ধ কর্ব্ব।

াদাস।

রাজিয়া। বেঁচে থাকতে থাকতেই? আমি ত শুনেছি মরে' গেলে দ্ধ হয়।—ঐযে ঠাকুর্দা আর বাবা আস্‌ছেন।—দেখ্‌ব মজা!

ঔরংজীব ও আকবর প্রবেশ করিলেন।

রাজিয়া কীর্ত্তন ধরিল—"বঁধুয়া"——

ঔরং। এঁ্যা—রাজিয়া!—আবার!

রাজিয়া। ঐ শোন—হাঃ হাঃ হাঃ"—হাসিতে হাসিতে পলায়ন করিল।

ঔরং। আকবর!—তোমাকে বঙ্গদেশে পাঠিইছিলাম—শাসন করা শেখবার জন্য। তা তুমি দেখ্‌ছি নৃত্য গীতেই কাল হরণ করেছো। আর এই মেয়েটাকে পর্য্যন্ত গান শিখিয়েছো!—এত অপদার্থ তুমি, তা জান্তাম না।

গুল। সত্য কথা। মেয়েটার গান ভিন্ন আর কথা নেই। দিবা রাত্রই গুণ গুণ কচ্ছে।—জ্বালাতন!

ঔরং। ওর পরকাল খেয়েছো। সে যাক্‌, সে বিষয়ে যথাবিহিত করা যাবে। এখন—আকবর তুমি মেবার যুদ্ধে যাও। আমি তোমার অধীনে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য পাঠাচ্ছি, মেবার আক্রমণ কর!

আকবর। যে আজ্ঞা।

ঔরং। আমি শুনেছি, তুমি অত্যন্ত অলস, বিলাসী, আর সম্ভোগ-প্রিয় হয়েছো। জীবনের কঠোরতা কিছু শিক্ষা করা তোমার দরকার। মেবার যুদ্ধে যাবার জন্যেই আমি তোমাকে ডেকে পাঠাই নি, তোমার সংস্কারের জন্য তোমায় প্রধানতঃ ডেকে পাঠিইছি।—যাও প্রস্তুত হওগে। সেনাপতি দিলীর খাঁকে তোমার সাহায্যে

পাঠাচ্ছি। আর আমি আর আজীম দোবারীতে গিয়ে তোমাদের জয়ের প্রতীক্ষা কর্ব্ব।—যাও।

আকবর নীরবে প্রস্থান করিলেন।

ঔরং। গুলনেয়ার! তোমার অনুরোধে আজ একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেছি।

গুল। প্রকাণ্ড যুদ্ধ!—একটা সামান্য জনপদ মেবারের সঙ্গে যুদ্ধ একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধ!—আমি ত জানি ভারত সম্রাট ঔরংজীবের কাছে এ একটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার!

ঔরং। তা নয় সম্রাজ্ঞী! যে দিন আড়াই শ রাজপুত সৈন্য ৫০০০ মোগল সৈন্যকে মথিত করে' চলে গিয়েছে, সেই দিন জেনেছি যে রাজপুত জাতি একটা অসমসাহসিক জাতি। আমি তাই এ যুদ্ধে বঙ্গদেশ হতে যুবরাজ আকবর আর কাবুল হতে কুমার আজীমকে ডেকে পাঠাইছিলাম।—মেবারজয় নিতান্ত সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ নয়।

গুল। আমি মেবার জয় চাহি না। আমি যশোবন্তের রাণীকে চাই।—আর কিছু নয়। তার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ চাই।

ঔরং। এবার সাক্ষাৎ হবে।—ভিতরে চল গুলনেয়ার! বৃষ্টি পড়্ছে।"—এই বলিয়া উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দুর্গাদাস।

দ্বিতীয় দৃশ্য

—*—

স্থান—আবুর গিরিদুর্গ। কাল—দ্বিপ্রহর রাত্রি। দুর্গাদাস, রাঠোর সামন্ত—মুকুন্দ ও শিব দণ্ডায়মান।

দুর্গা। শিবসিং, মুকুন্দসিং! রাণীর পুত্রকে তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণে রেখে যাচ্ছি। এ আবাসস্থানের অস্তিত্ব মাত্র যেন প্রকাশ না হয়।

উভয়ে। তা হবে না সেনাপতি।

দুর্গা। সম্রাট সসৈন্যে মেবার আক্রমণ করেছেন। কুমারকে আর উদয়পুরে রাখা শ্রেয় নয় বলেই রাণার উপদেশক্রমে এখানে নিয়ে এসেছি।

মুকুন্দ। সম্রাট মেবার আক্রমণ করেছেন কেন?

দুর্গা। সেখানে যোধপুরের রাণী ও রাজকুমারকে আশ্রয় দেওয়াই তার প্রধান কারণ। তবে আর এক কথা শুনেছি, যে ঔরংজীবের অত্যাচারের, বিশেষতঃ হিন্দুর উপর এই জিজিয়া করের, প্রতিবাদ ক'রে রাণা যে পত্র লিখেছিলেন, সেই পত্রই এর কারণ। কিন্তু সেটা একটা ওজোর মাত্র। সে পত্র সতেজ; নির্ভীক বটে, কিন্তু সে অতি নম্র. সরল। তাতে সম্রাটের ক্রুদ্ধ হবার কোন কারণ ছিল না। আমি সে পত্র দেখেছি।

শিব। আপনি এই যুদ্ধে যাচ্ছেন?

দুর্গা। আমার প্রভুকে আশ্রয় দেবার জন্যই এ যুদ্ধ। আমি এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে' থাকলে চলে না শিব! তোমরা এ দুর্গে থাকবে। এখান থেকে এক পা নড়বে না। এ দুর্গ খুব নিভৃত, খুব

গুপ্ত, খুব নিরাপদ। তবু এই দুর্গ পাহারা দিবার জন্য ১০০ সৈন্য রহিল। যদি কোন বিপদের সম্ভাবনা মাত্র দেখো, আমাকে তৎক্ষণাৎ জানাবে।

মুকুন্দ। সম্রাট কি মেবার আক্রমণের জন্য রওনা হয়েছেন?

দুর্গা। হাঁ। তাঁর সৈন্য পঙ্গপালের মত মেবার রাজ্য ছেয়েছে। চিতোর, মণ্ডলগড়, মন্দশূর ও জীড়ন দুর্গ সম্রাটের হস্তগত হয়েছে। রাণা তাঁর সৈন্য সব পার্ব্বত্য প্রদেশে টেনে এনেছেন।

শিব। আমাদের মহারাণী কোথায়?

দুর্গা। মাড়বারে। তিনি ১০০০০ মাড়বার সৈন্য সৈন্যাধ্যক্ষ গোপীনাথের অধীনে মেবারে পাঠিয়েছেন। আরো সৈন্য সংগ্রহ করে' নিয়ে আসছেন।– আচ্ছা যাও, তোমরা আহারাদি করগে যাও।

মুকুন্দ ও শিব প্রস্থান করিলেন।

দুর্গা। আজ মুষ্টিমেয় রাজপুত সৈন্য নিয়ে বিরাট মোগলসৈন্য সমুদ্রে নামছি। ঈশ্বর জানেন এর পরিণাম কি! এক আশা যে মিলিত মাড়বার আর মেবার আজ প্রাণ তুচ্ছ করে' এ সমরে নামছে। এই মাত্র আশা। দিগন্তব্যাপীঘনীভূতমেঘসঙ্ঘে—এই মাত্র জ্যোতির ক্ষীণ রেখা।

এই সময়ে সেখানে কাশিম প্রবেশ করিল।

দুর্গা। কি কাশিম! রাজকুমার কোথায়?

কাশিম। এতক্ষণ মোর সাথ খেলা কচ্ছিল। এই ঘুমায়ে প'ল। তাকে আয়ির কাছে রাইখে আলাম। মুই নাবোনা, খাবোনা?

দুর্গা। হাঁ! যাও, স্নানাদি করগে যাও—বেলা হয়েছে।

কাশিম। আর—তুমি—আপনি নাবানা খাবানা?

দুর্গা। না, আমার শরীরটা আজ ভালো নেই।

কাশিম। ঐ ত আপনার দোষ। নৈলে ত আপনি নোক খারাপ নও।—ঐ ত দোষ।

দুর্গা। হাঁ ঐ আমার দোষ।

কাশিম। মোর ইস্তিরিরও ঐ রকম ছেল। আজ কাশি, কাল জ্বর, পরদিন শূলবেদনা। মোর ওরকম নয়। জ্বরে পলাম ত পলাম! নৈলে ত খাসা আছি। খাচ্ছি দাচ্ছি—কোন ন্যাঠাই নেই।

দুর্গা। তোমার স্ত্রীর কিসে মৃত্যু হয় কাশিম?

কাশিম। আরে! কে জানে! একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি মরে' রয়েছে।—হাকিম বল্ল যে বুকের ব্যামো।

দুর্গা। আর তোমার ছেলে?

কাশিম। মোর পুতির কতা কৈবেন না হুজুর। টুক্‌টুকে ছাওল! হেঁটে যাতো, যেন আঁদারির মদ্দে দিয়ে একটা পিরদিম চলি' যাচ্ছে। কতা কৈত যেন বাঁশি বাজতো। হাসতো যেন নদীর কিনারায় ছাপিয়ে ঢেউ উঠ্‌তো।—ঠিক এই মোদের রাজপুত্তুরের মত। তবে রংএর এত জ্বেলা ছেল না। আহা মুই একদিন কাম করে' বাড়ী ফিরে এসে দ্যাখি—বাছা মোর শুয়ে পড়ে' রয়েছে। বাছার রং একেবারে কালীবরণ। পুছ কল্লাম কি হয়েছে? জবাব নেই।—চাচীকে ডাকলাম, চাচী কাঁদ্‌তি লাগল। হাকিম ডাকলাম, হাকিম মাতা নেড়ে চলে' গেল।

দুর্গা। কি হইছিল?

কাশিম। আরে সেইটেই ত মুই কইতে নারলাম। তার পরে দ্যাশে এক রকম জ্বর এলো; তার নাম কালাজ্বর। ধড়াধ্বড় মানুষ মর্‌ত্তি নাগলো। ভাগ্যির দোষে মুই মলাম না।"—এই বলিয়া কাশিম চক্ষু মুছিল।

দুর্গা। সংসারের এই নিয়ম কাশিম!—তুমি কি কর্ব্বে?—যাও—এখন স্নান করগে!

কাশিম। এই যাই।"—বলিয়া কাশিম চলিয়া গেল।

দুর্গা। এই কাশিমের সঙ্গে দুদণ্ড কথা কইলে মন পবিত্র হয়, সরলপথে চলা সহজ হয়, ঈশ্বরে ভক্তি বাড়ে।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—জয়সিংহের স্ত্রী কমলার শয়ন কক্ষের প্রাঙ্গণ। কাল—রাত্রি। কমলা দেওয়ালে হেলিয়া উপবিষ্ট। তাঁহার মুখে জ্যোৎস্নালোক আসিয়া পড়িয়াছিল; অদূরে কমলার মুখে নিবদ্ধদৃষ্টি, করতলন্যস্তগণ্ড, বাম-পার্শ্বোপরি অর্দ্ধশয়ান জয়সিংহ।

জয়। কি সুন্দর রাত্রি কমলা!

কমলা। অতি সুন্দর, অতি সুন্দর, অতি সুন্দর—নাও, তিনসত্যি কল্লাম।

জয়। প্রিয়ে!

কমলা। [ভেংচাইয়া] নাথ। প্রাণেশ্বর!

জয়। না, আমার কিছু বক্তব্য নাই! তুমি অমনিভাবে বসে' থাকো আমি তোমার সৌন্দর্য্য পান করি।

কমলা। দেখো; যেন একচুমুকে শেষ করে দিও না; আমার জন্যও একটু রেখো।

জয়। কমলা! সৌন্দর্য্য কি সুরা? নহিলে দেখ্‌তে দেখ্‌তে এ

মাদকতা আসে কোথা থেকে? অঙ্গ শিথিল হয়ে আসে কেন? চক্ষু মুদে আসে কেন?

কমলা। তোমার ঐ রকম হয় বুঝি!—আমার ত ঠিক বিপরীত। তোমাকে দেখলেই আমার নেশা ছুটে যায়।

জয়। তবে তুমি আমায় ভালো বাসো না।

কমলা। [কটাক্ষ করিয়া] বাসিনা—আচ্ছা বেশ, বাসিনা।

জয়। বাসো বোধ হয়, কিন্তু আমি যেমন বাসি? দেহের প্রত্যেক লোমকূপ দিয়ে, হৃদয়ের সমস্ত শোণিত দিয়ে, প্রাণের সমস্ত আবেগ দিয়ে— ইহকাল দিয়ে, পরকাল দিয়ে—সেই রকম ভালো বাসো?

কমলা। হাঁ বাসি! তবে অত গুলো সংস্কৃত কথা দিয়ে ভালো বাসিনা।

জয়। না কমলা! ততখানি প্রাণ তোমার নেই।

কমলা। তা না থাকুক। কিন্তু তোমার নাকে দড়ি দিয়া ঘোরাচ্ছি ত।

জয়। তা, ঘোরাচ্ছ। তোমাকে বিয়ে করে অবধি প্রিয়ে আমি সংসারটাকে একটা যেন নূতন ভাবে দেখছি।

কমলা। কেমন!—দেখছো কিনা?

জয়। দেখছি।—যেন একটা অশ্রান্ত ঝঙ্কার,—যেন একটা অনন্ত বিশ্রান্তি, যেন একটা অসীম মোহ—অর্দ্ধ সুপ্তি, অর্দ্ধ জাগরণ।

কমলা। যেমন আপিং খেলে হয়। না? আমার ঠানদির মুখে শুনেছি—

জয়। কিরকম আমি বোঝাতে পারিনা—যেন একটা আকাঙ্ক্ষা, অথচ কিসের বোঝা যায় না। হাসি অধরে বিকশিত হয়, অথচ দেখা

যায় না! যেন গানের মূর্চ্ছনা, উপরে উঠে মিলিয়ে যায়। কি রকম একটা অবাধ সুখস্বপ্ন, অগাধ সৌন্দর্য্য, অনন্ত তৃপ্তি।

কমলা। কেমন! প্রথম পক্ষে এরকম হইছিল?—ঐ যে বল্‌তে না বল্‌তে প্রথম পক্ষ এসে হাজির!

এই সময়ে সরস্বতী সেইস্থানে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"এখানে প্রভু! আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি!

জয়। কেন সরস্বতী?

কমলা। তবে তুমি এখন প্রথম পক্ষের সঙ্গে বাক্যালাপ কর—আমি আসি।"—এই বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

জয়। না যেও না—শোন!"—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সর। আমি তোমার সুখে বাধা দিতে আসিনি নাথ!—বিশেষ প্রয়োজন আছে।

জয়। কি প্রয়োজন?

সর। স্বামীর কি স্ত্রীর প্রতি এই উচিত প্রশ্ন নাথ! যাক সে কথা। এখন তোমার আদর কাড়াবার জন্য অমি আসিনি—যদিও তার উপর কমলারই মত আমারও দাবী আছে। যাক্—যা গিয়েছে তা গিয়েছে।

জয়। কি প্রয়োজন?

সর। বড় ব্যস্ত হোয়েছো? তবে শোন! মোগল মেবার আক্রমণ করেছে, শুনেছো?

জয়। না।

সব। তোমার পিতা তবে তোমাকে সে সম্বাদ দেওয়া দরকার বিবেচনা করেন নি।

দুর্গাদাস।

জয়। বুদ্ধির কাজ করেছেন।

সর। তিনি এই যুদ্ধে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রকে যোধপুর থেকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

জয়। তার পর?

সর। শুনে লজ্জা হোল না? তুমি ক্ষত্রিয়, রাজপুত, মেবারের ভাবী রাণা! রাণা তোমাকে মেবার আক্রমণের সম্বাদও দিলেন না। আর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সুদুর যোধপুর থেকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এতে কি প্রমাণ হয় প্রভু?

জয়। কি প্রমাণ হয়?

সর। এতে এই প্রমাণ হয় যে রাণা তোমাকে কাপুরুষ মনে করেন। যোধপুর থেকে দুর্গাদাস, রূপনগর থেকে বিক্রম সোলাঙ্কি, রাঠোর বীর গোপীনাথ সকলে মেবারের সাহায্যে এসেছেন। তাঁরা এখন রাণার মন্ত্রণা কক্ষে। আর তুমি মেবারের ভাবী রাণা—তুমি বিলাসকুঞ্জে বসে' প্রেমের স্বপ্ন দেখছো? শুনে লজ্জা হচ্ছে না? শোনিত উষ্ণ হচ্ছে না? নিজের প্রতি ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হচ্ছে না?—কি চুপ করে' রৈলে যে?

জয়। সব বুঝতে পার্চ্ছি। কিন্তু সরস্বতী—কে আমার সমস্ত উদ্যম ভেঙে দিয়েছে; আমাকে নারীরও অধম করেছে।

সর। তা যদি বুঝে থাকো, তবে এখনো আশা আছে। নাথ! কমলাকে ভালো বাসো। সেও তোমার অনুচিত নয়।—কিন্তু যখন বিজাতি সৈন্য এসে স্বদেশ ছেয়েছে, যখন শত্রু দ্বারদেশে, যখন কঠোর কর্ত্তব্য সম্মুখে, তখন নারীর অধরসুধা পান করা ক্ষত্রিয়ের কাজ নয়!

জয়সিংহ। সত্য কথা। সরস্বতী তুমি চিরদিন সত্য, উচিত, সঙ্গত কথা বল—কিন্তু শুন্তে চাই না। কর্ত্তব্য পথ বুঝি, কিন্তু সে পথে চল্‌তে পারিনা।

সরস্বতী। যদি কর্ত্তব্যপথ বুঝে থাকো নাথ, তবে ওঠো! একবার প্রাণপণ উদ্যমে এই বিলাস পুরাতন ছিন্নবস্ত্রখণ্ডসম প্রাণ থেকে ঝেড়ে ফেলো দেখি নাথ! দেখবে কর্ত্তব্য সহজ হবে। একবার কর্ত্তব্যকে আমার বলে ডাকো দেখি, তার পর সে তোমায় হাত বাড়িয়ে টেনে নেবে, তোমাকে বাহু দিয়ে ঘিরে রক্ষা কর্ব্বে। কর্ত্তব্য যত কঠোর ভাবছ তত কঠিন নয়! একবার সবলে, উদ্যমভরে, উঠে দাঁড়াও দেখি নাথ!

জয়। তুমি ঠিক বলেছো স্বরস্বতী! উত্তম! দেখি একবার চেষ্টা করে'।—কি কর্ত্তে বল সরস্বতী?

সর। এই ত আমার স্বামীর উপযুক্ত কথা। শোন তবে নাথ। এসো! বীরবেশ পর। তার পরে যাও তোমার পিতার মন্ত্রণা-কক্ষে। সেখানে গিয়ে তোমার পিতাকে বল "আমাকে এ যুদ্ধে কেউ ডাকো নাই, আমি স্বয়ং এসেছি।" তোমার পিতা সগর্ব্বে স্নেহে তোমাকে বীরপুত্র বলে' বক্ষে ধর্ব্বেন; সমস্ত মেবার সাহঙ্কারে বল্‌বে এই ত আমাদের ভাবী রাণা; সমস্ত রাজস্থান মাথা উঁচু করে' চেয়ে সে দৃশ্য দেখ্‌বে। সে কি গৌরবময় মুহূর্ত্ত!—নাথ! ধিক্কৃত হয়ে চিরজীবন ধারণ করার চেয়ে পূজ্য হয়ে একদিনও বাঁচা বড় সুখের।

জয়। সরস্বতী—আমি এই মুহূর্ত্তেই যাচ্ছি।

সর। হাঁ এই মুহূর্ত্তেই। চল। আমি স্বহস্তে তোমায় বীর বেশ পরিয়ে দিই! চল।

জয়সিংহ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

দুর্গাদাস।

সর। যাও নাথ এই যুদ্ধে! আমার গাঢ় স্নেহ তোমাকে অভেদ্য বর্ম্মের মত ঘিরে থাক্‌বে। শত্রুর তরবারি তোমাকে স্পর্শ কর্ত্তে পার্ব্বে না।"--সরস্বতী এই বলিয়া জয়সিংহের পশ্চাদ্গামিনী হইলেন।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—উদয়পুর। রাণা রাজসিংহের মন্ত্রণাকক্ষ। কাল—মধ্যরাত্রি। রাণা রাজসিংহ, মহারাণী মহামায়া, দুর্গাদাস ও অন্যান্য রাজপুত সামন্তগণ সমাসীন।

বিক্রম সোলাঙ্কি। আমরা সম্মুখ যুদ্ধে মোগল সৈন্য আক্রমণ কর্ব্ব।

রাজ। সেটা উচিত নয়। মুক্তক্ষেত্রে অসংখ্য মোগল সৈন্যের সম্মুখে দাঁড়ানো যুক্তি সঙ্গত নয়।

গোপী। আমি বলি অল্পসংখ্যক সৈন্যের অনেকগুলি দল বাঁধা যাক্। তারা মোগল সৈন্যের গতি-পথ দুরূহ করুক।

রাজ। তুমি কি উপদেশ দাও গরিব দাস! তুমি এ পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রত্যেক পথ, উপত্যকা, অরণ্যের সঙ্গে পরিচিত আছো।—তোমার কি মত?

গরিব। আমি বলি—মোগলরা এ পার্ব্বত্য পথে আসুক। আমরা কোন বাধা দেবো না। কেবল কৌশলে তাদের সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ পথে টেনে আন্‌বো। সেখানে তাদের সৈন্য সন্নিবেশ করা কঠিন হবে। তারা পর্ব্বতপথে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লে, তাদের আক্রমণ কর্ব্ব।

দুর্গা। এ অতি উত্তম প্রস্তাব রাণা!

গোপী। সে কথা মন্দ নয়।

বিক্রম। খুব ভালো! তারা সেখানে দল বাঁধবার সুযোগ পাবে না।

রাজ। তবে সকলেরই এই মত? তুমি কি বল মহামায়া!

রাণী। সকলের মতে আমার মত। কিন্তু সম্রাট স্বয়ং যুদ্ধে আসেন নি?

রাজ। না তিনি আর আজীম দোবারীতে। সম্রাটের পুত্র আকবর উদয়পুরে আস্‌ছেন।—এই ত ঠিক সম্বাদ দুর্গাদাস?

দুর্গাদাস। হাঁ মহারাণা। সম্রাটসৈন্য তিন ভাগে অবস্থিত—এক আকবরের অধীনে উদয়পুর পথে, এক দিলীর খাঁর অধীনে দাস্থুরী পথে, আর এক সম্রাটের অধীনে দোবারীতে।

রাণী। আমি বলি আমরা সসৈন্যে সম্রাটকে আক্রমণ করি।

রাজ। না। তা হলে আকবরের অগণিত সৈন্য পশ্চাতে রেখে আস্‌তে হবে। সেটা উচিত নয়। কি বল দুর্গাদাস?

দুর্গা। না তা উচিত নয়।

রাজ। তবে গরিবদাসের প্রস্তাবে সকলেই সম্মত?

সকলে। হাঁ সকলেই সম্মত।

রাজ। উত্তম! এখন এই মিলিত সৈন্যের অধিনায়ক কাকে করি?

গরিব। কেন দুর্গাদাসকে।

রাজ। তাই সকলের মত?

রাণী ও দুর্গাদাস ব্যতীত সকলেই কহিলেন "নিশ্চয়ই"।

রাজ। তবে, দুর্গাদাস! তোমাকে এই মিলিত রাজপুত সৈন্যের সেনাপতিরূপে বরণ কর্‌লাম।

দুর্গাদাস।

দুর্গা। আমি সে সম্মান গ্রহণ কর্লাম রাণা—এই যে কুমার ভীম সিংহ।

ভীমসিংহ আসিয়া রাণার চরণবন্দনা করিলেন ও অন্যান্য সকলকে অভিবাদন করিলেন।

রাজ। এসো বৎস—তোমাকে বুঝি 'এসো' বলবারও আমার অধিকার নাই।

ভীম। কেন পিতা!

রাজ। আমি তোমাকে নির্ব্বাসিত করেছি।

ভীম। না পিতা আমি স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিত হয়েছি।

রাজ। আমার প্রতি তোমার ক্রোধ নাই ভীম সিং?

ভীম। আপনার প্রতি ক্রোধ! আপনার ইচ্ছা পূর্ণ কর্ত্তে আমি প্রাণ দিতে পারি। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, পিতৃসত্য রক্ষা কর্ব্বার জন্য বনবাসী হয়েছিলেন। আমি ক্ষুদ্র নর। কিন্তু আমি সেই ক্ষত্রিয় বলে' আপনাকে পরিচয় দিই।

রাণী। তোমাকে আজ তোমার পিতা ডেকেছেন তোমার জন্মভূমি রক্ষার জন্য।

ভীম। সে আমার গৌরবের কথা মহারাণী।

বিক্রম। তোমার জন্মভূমিকে ভোলোনি ভীম সিং?

ভীম। জন্মভূমিকে ভুলবো!—বিক্রম সিং! এ কয় বৎসর আহারে, বিহারে, জাগ্রতে, নিদ্রায়, এই কঠিন পর্ব্বতসঙ্কুল ধূম্রধূসর মেবারভূমি সর্ব্বদাই আমার চক্ষে ভাস্তো। আজ সেখানে ফিরে আস্তে সেই চির পরিচিত অরণ্যপথ, উপত্যকা, শৈলমালা দেখ্তে পেলাম, আর আমার চক্ষু জলে ভরে' এলো; আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এলো।

রাণী। [স্বগত] রাণা রাজসিংহের অবিকল প্রতিচ্ছবি!

সশস্ত্র জয়সিংহ প্রবেশ করিলেন।

রাজ। কে? জয় সিংহ!

জয়। হাঁ পিতা আমি! পিতা আমায় এ যুদ্ধে ডাকেন নি।—আমি নিজে এসেছি।

রাণা রাজসিংহ অতি বিস্মিতভাবে ক্ষণেক জয়সিংহের পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে কহিলেন—"সত্য কথা জয়সিংহ? স্থিরচিত্তে এ কথা বলছো?"

জয়। হাঁ পিতা। মেবার বিপন্ন; আমি মেবারের ভাবী রাণা;—এ সময় আমার নিশ্চিন্ত ভাবে থাকা শোভা পায় না।

ভীম। দীর্ঘজীবী হও ভাই। এই ত তোমার উপযুক্ত কথা।

রাজ। ভীমসিংহকে প্রণাম কর জয় সিং।

জয়সিংহ ভীমসিংহকে প্রণাম করিলেন। ভীমসিংহ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

রাজ। দুর্গাদাস! আমার এই পুত্রদ্বয়কে তোমার অধীনে দিলাম।

দুর্গা। এ আমার মহৎ সম্মান রাণা।

রাজ। তবে আজ সভাভঙ্গ হল। তোমরা সকলে যাও।—যাও রাণী অন্তঃপুরে যাও।

রাজসিংহ ও তাঁহার পুত্রদ্বয় ভিন্ন আর সকলে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা সকলে চলিয়া গেলে রাজসিংহ মৃদুস্বরে ডাকিলেন—"ভীম!"

ভীম। পিতা!

রাজসিংহ নীরব রহিলেন।

ভীম। বুঝেছি পিতা! আমি যে প্রতিজ্ঞা ভুলি নাই। আমি

এই মুহূর্ত্তেই মেবার পরিত্যাগ কর্চ্ছি। তবে আসি পিতা! আসি ভাই!

ভীম যথাক্রমে রাজসিংহকে ও জয়সিংহকে প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ করিয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

রাজসিংহ ক্ষণেক নীরব রহিলেন—পরে জয়সিংহকে কহিলেন—"জয়সিং—পারো যদি তোমার এই ভাইয়ের উপযুক্ত হও।—যাও বৎস, শয়ন করগে যাও।"

জয়সিংহ চলিয়া গেলে রাজসিংহ কহিলেন—"ভীম! ভীম! আর আমায় তুমি ভালোবাসোনা। জন্মভূমির কথা বল্‌তে বল্‌তে তোমার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এলো। আর আমার প্রাপ্য এক শুষ্ক প্রণাম।—নিজ দোষে কি পুত্রই হারিইছি!"—বলিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

স্থান—শম্ভুজীর অন্তঃপুরস্থ কক্ষ। কাল—প্রভাত। শম্ভুজীর স্ত্রী রমা ও পরিচারিকা মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

রমা। অসম্ভব! আমার স্বামীই তাঁর পিতাকে হত্যা করেছেন। দাসী! তুই কি বল্‌ছিস্?

পরি। কি বলছি? যা বল্‌বার তাই বলছি। কেন? তোমার সোয়ামী কি একেবারে ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির যে বাপ্‌কে মেরে ফেলতে পারেন না?

রমা। কি বলছিস্। জানিস্? পিতৃহত্যা। জানিস্?

পরি। তাই কি? সহর শুদ্দু লোক টের পেলো, আর বাড়ী বসে' তুমি টের পেলে না!

রমা। এঁ্যা!

পরি। কি গা? একেবারে আকাশ থেকে পড়লে যে। শোন, তোমার শ্বশুর—বাবা! পিরথিম শুদ্দু লোক যা'রে মান্যি কর্ত্ত।—তোমার গুণধর সোয়ামী আবার রাতে কেল্লার বাইরে গিইছিল। রাজা সে রাত তাকে কেল্লায় ঢুকতে দেয় নি। সেই রাগে তোমার সোয়ামী তারে বিষ খাইয়ে মেরেছে।

রমা। আমি বিশ্বাস করি না।

পরি। করোনা ত করোনা, মোর ত সেই জন্যে ঘুম হচ্ছে না। মুই ব'লে খালাস।—হ্যাঁ।"—বলিয়া চলিয়া গেল।

রমা। ভগবান্! রক্ষা কর। এ কথা যেন সত্য না হয়। এ কথা সত্য জানবার আগে যেন আমার শিরে বজ্রাঘাত হয়।

শম্ভুজী প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—"রমা!"

রমা। নাথ! বল একথা সত্য নয়। শুদ্ধ বল। আমি বিশ্বাস কর্ব্ব। বল একথা মিথ্যা।

শম্ভু। কি কথা রমা?

রমা। যে তোমার পিতাকে—

শম্ভু। আমি হত্যা করিচি কিনা?—যদি করেই থাকি!

রমা। নাথ——

নেপথ্যে। মহারাজ! মহারাজ!

শম্ভু। ঐ কাব্‌লেস খাঁ ডাকছে। এখন যাও রমা—আমি মরাঠার রাজা, আমার অনেক কাজ আছে।—আমি এসেছিলাম শুদ্ধ-

তোমাকে বলতে যে আমি সেতারায় যাচ্ছি। এই মুহূর্ত্তে যেতে হবে। তোমার হাতে এ দুর্গের ভার রৈল। তুমি ত এখন মরাঠার রাণী। রাণীর যোগ্য ব্যবহার কর্ব্বে। আমি সপ্তাহকাল পরে ফির্ব্ব! এখন চল্লাম!

রমা। যেখানে যাও—যাও। শুদ্ধ ব'লে যাও।

শম্ভু। চুপ্—কোন প্রশ্ন কোরোনা।

রমা। একটা মাত্র কথা—একটামাত্র! আর কখন কিছু প্রশ্ন কর্ব্ব না। একটামাত্র কথা—বল এ কথা মিথ্যা—

শম্ভু। "এ কথা সত্য।"—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

রমা "ভগবান্!" বলিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—*—

স্থান—রাজপুত-শিবির। কাল—প্রহরাধিক দিবা। রাণা রাজসিংহ, মহারাণী ও রাজপুত সামন্তগণ।

রাজসিংহ। গরিবদাস! যুদ্ধের কোন সংবাদ পাচ্ছি না কেন?

গরিব। একটা খবর ত পেয়েছি কাল। বিক্রম সোলাঙ্কি দিলীর খাঁকে পরাস্ত করেছে। এক সপ্তাহের জন্য আর কোন খবর আসবার সময় হয় নি।

বিজয়। যুবরাজ জয়সিং শুনেছি সাহজাদা আকবরকে সসৈন্যে উদয়পুরের গিরিপথে অবরুদ্ধ করেছেন।

গরিব। সাহজাদা তা হলে ঠিক আমাদের পাতা কলে পড়েছেন।

বিজয়। শুনছি ত সেই রকম।

রাজ। দুর্গাদাস একটা অসমসাহসিক কাজ কর্ত্তে গিয়েছেন।

গরিব। কি রকম রাণা?

রাজ। তিনি ৩০০০০ সৈন্য নিয়ে স্বয়ং সম্রাট ঔরংজীবকে দোবারীতে আক্রমণ কর্ত্তে গিয়েছেন। সম্রাটের সৈন্য লক্ষাধিক হবে।

সুবল। রাণা! দুর্গাদাস এতদিন কোন কার্য্যে নিষ্ফল হয় নি।

রাজ। কিন্তু সম্রাটসৈন্য রাজপুত সৈন্যের প্রায় চতুর্গুণ।

গরিব। রাণা! সেদিন ২৫০ রাজপুত সৈন্য নিয়ে দুর্গাদাস ৫০০০ মোগল সৈন্য ভেদ করে' চলে এসেছিলেন।

রাজ। মোগলশক্তিকে তুচ্ছ কোরোনা গরিবদাস! একদিন মিলিত রাজপুত সৈন্য মোগলসৈন্যের কাছে কাগার হ্রদতীরে পরাজিত হয়েছিল।

গরিব। সেদিন গিয়েছে রাণা! মোগল আর সে মোগল নাই। আজ সে তার পুঞ্জীভূত অত্যাচারের ভারে নুয়ে পড়েছে।

রাণী। ভীমসিংহের সম্বাদ কি রাণা?

রাজ। ভীমসিংহ ইন্দোর দুর্গ জয় করেছে। পরে—নগরের পর নগর জয় করে' সুরাট অভিমুখে ধাবিত হয়েছে।

রাণী। ধন্য ভীমসিং! রাণার উপযুক্ত পুত্র বটে!

রাজ। কিন্তু আমি কা'ল ভীমসিংহকে ফিরে আসতে আদেশ দিয়েছি।

গরিব। কেন রাণা?

রাজ। গুর্জ্জর থেকে পলায়িত অনেক গ্রামবাসী এসে আমার কাছে আবেদন করেছে। ভীমসিংহ গুর্জ্জর লুণ্ঠন কচ্ছে শুন্তে পাচ্ছি।

রাণী। মিথ্যা কথা রাণা—আমি ভীমসিংহকে জানি।

রাজ। সে যা হোক। গুর্জ্জরের সঙ্গে আমার বিবাদ নাই। আমি দিগ্বিজয় কর্ত্তে বসি নি। আত্মরক্ষা কর্ত্তে বসিছি।

রাণী। সেকি মহারাণা! আমরা যবনসাম্রাজ্যের উচ্ছেদ কর্ত্তে বসেছি।

রাজ। না মহামায়া। বিনা বহুরক্তপাতে তা সিদ্ধ হবে না। যখন একটা শাসন সংস্থাপিত হয়েছে, তাকে ধ্বংস কর্ত্তে চেষ্টা করা অন্যায়; বরং তাকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত কর্ব্বার চেষ্টা আমাদের করা উচিত।

রাণী। তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত? অত্যাচারকে প্রশ্রয়? বিজাতি শাসনকে রক্ষা? এই কি ক্ষাত্র ধর্ম্ম?

রাজ। ক্ষাত্র ধর্ম্ম কেবল বধ করার ধর্ম্ম নয় মহামায়া! বধ করার বিদ্যা যে একটা উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা তা আমার ধারণা নয়। আত্মরক্ষার্থে বা আর্ত্তরক্ষার্থে ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে বধ করার নাম হত্যা।

সশস্ত্র জয়সিংহ প্রবেশ করিলেন।

গরিব। এই যে জয়সিং! কি সম্বাদ জয়সিং?

জয়। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে পিতা। আকবর সসৈন্যে আরাবলির গিরিসঙ্কটে বন্দী। বেরোবার পথ নেই।

বিজয়। কেন? যে পথে প্রবেশ করেছিল?

জয়সিংহ। সে পথ আমরা একদিনের মধ্যে বড় বড় গাছ কেটে, তাই দিয়ে বন্ধ করেছি।

গরিব। কি? সমস্ত মোগলসৈন্য তা হলে সেই উপত্যকায় বন্ধ?

জয়। হাঁ। তাদের খাদ্য নাই। আজ তিন দিন সমস্ত মোগল-সৈন্য অনাহারে আছে।

সুবল। তবে আর যুদ্ধে প্রয়োজন কি? তোমরা যে কাজ আরম্ভ করেছো অনাহার সে কাজ শেষ করুক।—তা'রা এখন অনশনে মরুক।

রাজ। কি! সম্রাটপুত্র সসৈন্যে না খেয়ে মর্ব্বে?

সুবল। তদ্ভিন্ন আর উপায় কি?

রাজ। না খেয়ে! না এ হতে পারে না। জয়সিং! তুমি যাও। পথ খুলে দাও।—খাদ্য নিয়ে যাও।

সুবল। বলেন কি মহারাণা!

রাজা। না সুবলদাস! এতগুলো প্রাণী না খেয়ে মর্ব্বে? উপবাসে হত্যা করা ক্ষাত্রধর্ম্ম নয়। আকবর যদি পরাজয় স্বীকার করেন ত তাঁকে ছেড়ে দাও। শুদ্ধ ছেড়ে দাও নয়—তাঁর আর তাঁর সৈন্যের আহারের ব্যবস্থা কর। যাও—রাজহস্তী বোঝাই করে' খাদ্য নিয়ে যাও জয়সিংহ!

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—চিতোরের সন্নিহিত কানন; মোগল শিবির। কাল—অপরাহ্ন। সম্রাট ঔরংজীব উত্তেজিতভাবে দণ্ডায়মান। সম্মুখে দিলীর খাঁ ও সম্রাটপুত্র আজীম। পার্শ্বে শ্যামসিংহ।

ঔরং। কি দিলীর খাঁ তুমিও যুদ্ধে হেরে এসেছো?

দিলীর। হাঁ জনাব। শুদ্ধ হেরে আসিনি। সর্ব্বস্ব হারিয়ে এসেছি।

ঔরং। আর কুমার আকবর?

দিলীর। তাঁর বিষয়ে যা শুনেছি তা বিশেষ শুভ নয়। তিনি আরাবলি গিরিসঙ্কটে রাণা রাজসিংহের পুত্র জয়সিংহের হস্তে বন্দী!

দুর্গাদাস।

ঔরং। বন্দী!—আকবর—ভারতের ভাবী সম্রাট্ রাজপুতের হাতে বন্দী।—এবার মোগলের অবমাননার মাত্রা পূর্ণ হোল!

আজীম। [স্বগত] কি? ভারতের ভাবী সম্রাট আকবর!

দিলীর। এখন জাহাপনার নিজের সম্বাদ কি?—জাঁহাপনা দোবারী ছেড়ে যে চিতোরের দুর্গমূলে আশ্রয় নিয়েছেন!

ঔরং। দিলীর খাঁ! আমি রাঠোর সেনাপতি দুর্গাদাসের হাতে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছি। আমার খাদ্যভাণ্ডার, উট, হস্তী, প্রাণাধিকা বেগমকেও এই যুদ্ধে হারিইছি।

দিলীর। তা'হলে বোঝা অনেক হাল্কা হয়ে গিয়েছে বলুন জনাব! এখন দিল্লী ফিরে যাওয়া অনেকটা সোজা হবে!

ঔরং। দিল্লী ফিরে যাব এই অপমান নিয়ে? কি বলেন মহারাজ।

শ্যামসিংহ। অসম্ভব!

দিলীর। যেমন অপমান নিয়ে যাচ্ছেন, তেমনি অনেকে জিনিষ রেখেও ত যাচ্ছেন! উট, হস্তী, গো, মহিষ, বেগম। ফিরে যাওয়া এখন খুব সহজ।

ঔরং। এ দুঃখের সময় তোমার পরিহাস ভালো লাগে না দিলীর খাঁ।

শ্যাম। হাঁ সেনাপতি পরিহাসের সময় অসময় আছে।

দিলীর। সম্রাট! পরিহাসটা আমার দুঃখেই বড় ভাল লাগে। দুঃখেই সেটা আমার মুখে বেরোয় ভালো!—করুণ হাস্য বলে' একটা জিনিষ আছে জানেন জনাব?

ঔরং। মোগলের এরূপ অপমান কখন হয় নি—যেমন—

দিলীর। যেমন আজ আপনার হাতে হোল। তা মানি সম্রাট!

ঔরং। আমার হাতে না তোমার হাতে? দুর্ভাগ্যক্রমে আজ দিলীর খাঁ মোগলের সেনাপতি। আজ যদি যশোবন্ত সিংহ জীবিত থাকতো—

শ্যাম। যদি রাজা যশোবন্ত সিংহ জীবিত থাকতো জাঁহাপনা।

দিলীর। সম্রাট ইচ্ছা কর্লে তিনি আজো জীবিত থাকতে পার্ত্তেন।

ঔরং। কি? তুমি কি বিবেচনা কর যে—?

দিলীর। বিবেচনা কিছু করি না সম্রাট্—জানি। জানি যে সম্রাট তাকে আফগানিস্থানে হত্যা করেছেন। সম্রাট যদি ইচ্ছা কর্ত্তেন ত এই সাহসী বীর সম্রাটের শত্রু না হয়ে মিত্র হোত; আর এই রাজপুত জাতি (মহারাজ শ্যামসিংহের মত আত্মাভিমান-বর্জ্জিত স্বদেশদ্রোহী কাপুরুষ রাজপুত নয়—দুর্গাদাসের ন্যায় প্রকৃত, উদার, সরল বীর রাজপুত যা'রা তা'রা) মোগল রাজ্যের ঝঞ্ঝাস্বরূপ না হয়ে রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ হোত।

ঔরং। কিরূপে দিলীর খাঁ?

দিলীর। কিরূপে?—ভারতের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওল্টান। দেখতে পাবেন কিরূপে? মানসিংহ, ভগবান দাস, টোডরমল, বীরবল—এঁরা না থাকলে আজ মোগলসাম্রাজ্যের অস্তিত্বও থাকত না; আর ঔরংজীবও তার সিংহাসনে বসতে পেতেন না। যে ভিত্তি আকবর দৃঢ় করে' গিয়েছিলেন, আপনি আজ আপনার আত্মঘাতী নীতিতে সে ভিত্তি জীর্ণ করে' তুলছেন।

ঔরং। আমি!

দিলীর। হাঁ আপনি। জিজিয়াকর স্থাপিত না কর্লে এদিকে

রাজপুত এক হোত না, ওদিকে মারাঠা হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌তো না। রাণা রাজসিংহ আপনারই হিতার্থে এই কথাই লিখেছিলেন। আপনি তাঁকে তুচ্ছ ক'রে নিজের এই সর্ব্বনাশ টেনে আন্‌ছেন।—রাজাধিরাজ! জানবেন যে, ভয় দেখিয়ে এই প্রকাণ্ড জাতকে কেউ শাসন কর্ত্তে পার্ব্বে না। তা'রা ইচ্ছা করে' যদি অধীন থাকে ত থাকবে। আর যদি সমস্ত জাতি বিদ্রোহী হয়, ত, তাদের শুদ্ধ মিলিত উষ্ণনিঃশ্বাসে মোগলসামাজ্য উড়ে যাবে।

ঔরং। আমি এ বিষয় চিন্তা কর্ব্ব দিলীর খাঁ! আমার মাথা ধরেছে। আমি এখন ভাব্‌তে পাচ্ছি না।

এই বলিয়া সম্রাট চলিয়া গেলেন।

দিলীর। ভগবান তোমার মতি ফেরান ঔরংজীব!

আজীম। [স্বগত] আকবর ভারতের ভাবী সম্রাট!—এ হবে না! এ হতে পারে না।

দিলীর। [স্বগত] কুমার আজীমের চেহারাটা বড় সুবিধার বোধ হচ্ছে না! [প্রকাশ্যে] কি ভাবছেন সাহজাদা।

আজীম। সে কথা তোমার সঙ্গে বিচার্য্য নয় সেনাপতি।"—বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

দিলীর। হুঁ!—একটা বিশেষ কিছু হয়েছে। এ শুধু দোবারীর পরাজয় নয়—কুমারের মনে একটা বেশ খট্‌কা লেগেছে।

শ্যামসিংহ। তুমি হেরে এলে দিলীর খাঁ।

দিলীর সহসা শ্যামসিংহের প্রতি ফিরিয়া কহিলেন—"হ্যাঁ—এলাম বৈকি চাঁদ। হ্যাঁ চাঁদ হেরে' এলাম।—আপনার মনে বড় আক্ষেপ হয়েছে মহারাজ। না?—যে রাজপুতজাত শক্তিবলে চেগে উঠ্‌বে?

খোসামোদের জোরে নয়—গায়ের জোরে উঠ্‌বে। এটা আপনার সইছে না।—না?

শ্যাম। না আমি বলছিলাম যে—

দিলীর। দরকার কি!—ভগবান্ তোমার অদ্ভুত সৃষ্টি! যে জাতে দুর্গাদাস জন্মায় সেই জাতেই শ্যামসিং জন্মায়।—এক জাত?—আচ্ছা সিংহ মহাশয়! আপনার নাম শ্যামসিংহ না হয়ে শ্যামসুজদ্রোহা হলে ঠিক হোত না?

নেপথ্যে কোলাহল শ্রুত হইল।

শ্যাম। ও কি শব্দ! জয়োল্লাসধ্বনি!—দুর্গাদাস এখানে এসে আমাদের আক্রমণ করেনি ত?

দিলীর। পালাও মহারাজ! পৈতৃক প্রাণটা রাখো।

শ্যাম। না, ওরা "আল্লা আল্লা হো" বলে' চেঁচাচ্ছে।—ওরা আমাদের সৈন্য।

দিলীর। আপনাদের সৈন্যই বটে। যদি আমাদের সৈন্য হোত ত—"হর হর ব্যোম" বলে' চেঁচাত।—না? আচ্ছা মহারাজ! আপনাকে খোশামোদে বিদ্যাটা কে শিখিইছিল?

শ্যাম। কেন?

দিলীর। সে একটা ভারি ওস্তাদ মানুষ হবে। কি কর্ত্তবই শিখিইছিল!—বাঃ।

সাহাজাদা আকবর প্রবেশ করিলেন।

শ্যাম। এই যে সাহাজাদা আকবর!

দিলীর। সত্যইত! সাহাজাদাই ত বটে। বন্দিগি কুমার—শুনছিলাম যে যুবরাজ শত্রুহস্তে বন্দী। সে সম্বাদ তবে মিথ্যা।

শ্যাম। আমি জানি ও মিথ্যা।

দিলীর। হাঁ নিশ্চয় মিথ্যা; মহারাজ যখন বলেছেন মিথ্যা, তখন নিশ্চয়ই মিথ্যা। কেমন মহারাজ! হচ্ছে কিনা?

শ্যাম। সাহাজাদা নিশ্চয় শক্রজয় করে' ফিরে এসেছেন?

দিলীর। হাঁ আমিত তাই ভাবছিলাম।—যুবরাজ রাণাকে কি বন্দী করে এনেছেন?—নৈলে এত জয়োল্লাস ধ্বনি কেন?

আকবর। না দিলীর। আমিই রাণার হাতে বন্দী হয়েছিলাম।

শ্যাম। কৌশলে মুক্ত হয়ে এসেছেন?

আকবর। না মহারাজ!—রাণার বদান্যতায়।—দিলীর খাঁ। রাজপুত জাতটা যুদ্ধ কর্ত্তে জানে।

দিলীর। বলেন কি যুবরাজ?

আকবর। শুদ্ধ যুদ্ধ কর্ত্তে জানে তা নয়।—ক্ষমা কর্ত্তে জানে।

দিলীর। অদ্ভূত আবিষ্কার!

শ্যাম। এখন, মুক্ত হলেন কিরূপে?

আকবর। দিলীর!—শোন—

দিলীর। মহারাজকে বলুন—উনি বড় ব্যস্ত হয়েছেন।

আকবর। শুনুন মহারাজ! আমি যখন আরাবলির গিরি-সঙ্কটে পিঞ্জরাবদ্ধ, সসৈন্যে অনাহারে মৃতপ্রায়; তখন রাণা তাঁর পুত্র জয়সিংহকে পাঠিয়ে দিলেন—আমাকে বধ কর্ত্তে নয়, বন্দী কর্ত্তে নয়; আমাকে খাদ্য দিতে, আমাকে মুক্ত কর্ত্তে।—আর কি চাও?

দিলীর। রাণা আরও একটা কাজ কর্ত্তে পার্ত্তেন; তাঁর এক কন্যার সঙ্গে সাহাজাদার বিয়ে দিতে পার্ত্তেন।—যান এখন ভিতরে যান।

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছেন, সেই যথেষ্ট।—চলুন মহারাজ!—না মহারাজের এখানে আজ নিমন্ত্রণ আছে?

সকলে বিভিন্নদিকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অষ্টম দৃশ্য।

—*—

স্থান—রাজপুতশিবির। কাল—অপরাহ্ন। রাণা রাজসিংহ ও যশোবন্তের রাণী উপবিষ্ট। সম্মুখে মোগল পতাকা হস্তে দুর্গাদাস ও রাজপুত সামন্তগণ দণ্ডায়মান।

রাজ। ধন্য দুর্গাদাস! তুমি মোগলকে মেবার হতে প্রতাড়িত করেছো।

রাণী। ধন্য দুর্গাদাস! তুমি বেগমকে বন্দী করেছো!—আজ প্রতিশোধ নেবো।

রাজ। কি? দুর্গাদাস! তুমি সম্রাটের বেগমকে বন্দী করেছো? কোন্ বেগম?

দুর্গা। কাশ্মীরী বেগম!

রাজ। তাঁকে বন্দী করেছো? তৎক্ষণাৎ তাঁকে মুক্ত করে' দাওনি?

দুর্গা। রাণা! আমি সেনাপতি মাত্র। যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে বন্দী কর্ব্বার অধিকার আমার। তাকে মুক্ত কর্ব্বার অধিকার রাজার।

রাজ। যাও দুর্গাদাস! বেগমসাহেবকে এইক্ষণেই মুক্ত করে' সসম্মানে সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দাও।

রাণী। কেন দিব রাণা?

রাজ। নারীর সঙ্গে আমাদের বিবাদ নাই।

রাণী। নাই বটে! তবে আমি এসে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছি কেন মহারাণা? আমাকে বন্দী কর্ব্বার জন্য কি এই প্রকাণ্ড যুদ্ধ নয়? আমি যদি এ যুদ্ধে সম্রাজ্ঞীর বন্দী হতাম, সম্রাজ্ঞী কি কর্ত্তেন?

রাজ। মোগলের নীতি আমরা অনুকরণ কর্ত্তে বসিনি।

রাণী। না মহারাণা! আমি এই বেগমকে ছেড়ে দেবো না। আমি প্রতিশোধ নেবো।

রাজ। প্রতিশোধ? কিসের প্রতিশোধ মহামায়া?

রাণী। কিসের? কিসের নয় তাই জিজ্ঞাসা করুন! এই কাশ্মীরী বেগমই আমার পতিপুত্রকে হত্যা করিয়েছে! এই কাশ্মীরী বেগমই আমাকে বন্য পশুর মত স্থান হতে স্থানান্তরে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—এর শোধ নেবো রাণা। আমি তাকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে ছাড়্‌বো না। প্রতিশোধ নেবো।

রাজ। কি প্রতিশোধ নেবে?

রাণী। তা এখনো ঠিক করে' উঠ্‌তে পারি নি রাণা। এ বিষয়ে চিন্তা কর্ব্ব। ভেবে বার কর্ব্ব। তিলে তিলে তাকে পোড়ালে যথেষ্ট হবে না। সর্ব্বাঙ্গে তার সূচিভেদ কল্লে যথেষ্ট হবে না। ভেবে বার কর্ব্ব। নূতন যন্ত্রণার যন্ত্র আবিষ্কার কর্ব্ব। নারীর উচিত শাস্তি নারীই বোঝে।

রাজ। মহামায়া! পাপের শাস্তি দেবার তুমি আমি কে। যিনি দেবার তিনি দেবেন।

রাণী। [উঠিয়া] তিনি? কোথায় তিনি? তিনি কোথায়? তিনি হাত গুটিয়ে বসে আছেন। আকাশের বজ্র চিরদিন পাপীর শিরেই পড়ে না, মহারাজ! পুণ্যাত্মার শিরেও পড়ে। ভূকম্পে এক পাপীর গৃহই

ভগ্ন হয় না, নিরীহ বেচারীর কুঁড়ে খানি আগে ভাঙে। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ক্ষুদ্র শস্পই ডোবে, বিরাট মহীরুহ তেমনই মাথা উঁচু করে' থাকে! ঈশ্বরের নিয়ম ধর্ম্ম-অধর্ম্ম-বিচার করে না—যেখানে দুর্ব্বল, জীর্ণ, স্থবির পায়, আগে গিয়ে তারই টুটি চেপে ধরে।

রাজ। রাণী! উদ্ধত হয়ে ঈশ্বরের উপর বিচার কর্ত্তে বোসোনা।—জেনো তাঁর নিয়মে অন্তিমে অধর্ম্মের পতন হবেই।

রাণী। সে কবে!—আমি ত তা আজ পর্য্যন্ত দেখলাম না রাণা। আমি ত আজ পর্য্যন্ত দেখেছি—সারল্য আজীবন শাঠ্যের চরণে পড়ে' ভিক্ষা মেগেছে, শাঠ্য একবার ফিরেও চায় নি। সত্য চিরকালটা মিথ্যার দাস্য করেছে, মাথা ওঠাতে পারি নি! আমি চিরদিন দেখেছি—ন্যায়ের ক্ষেত্রে উড্ডীন অন্যায়ের বিজয় নিশান। আমি চিরদিন শুনে এসেছি—ধর্ম্মের ভগ্ন মন্দিরে আঘ্রাত অধর্ম্মের জয়ভেরী। পুণ্যের শ্যামল রাজ্যের উপর দিয়ে পাপের ভৈরব রক্তবন্যার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে; শ্যামলতার চিহ্নমাত্র নাই। উৎকোচে, অত্যাচারে, মিথ্যাবাদিতায় পৃথিবী ভরে' গেল।—তবু বলেন অন্তিমে ধর্ম্মের জয় হবে।—সে কবে—কবে—কবে?—

রাজা। ক্ষান্ত হও মহারাণী! তুমি উত্ত্যক্ত হয়েছো। ধৈর্য্য ধর।

রাণী। ধৈর্য্য রাণা! আপনি যদি নারী হতেন, আর আপনার দূরে প্রোষিত ভর্ত্তা বিশ্বাসঘাতকের বিষে প্রাণত্যাগ কর্ত্তো; আপনার সরল উদার পুত্রের যদি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা হোত; ক্ষুদ্র নিঃসহায় নিরীহ শিশুকে নিয়ে—আমার মত আপনার যদি প্রতাড়িত হয়ে দেশ হতে দেশান্তরে পরের দুয়ারে ভিখারী হয়ে বেড়াতে হোত, ত বুঝতেন।—ধৈর্য্য!—না রাণা—আমি সেই পাপিয়সীকে ছাড়বো না।

রাজা। দুর্গাদাস! আমি জীবিত থাকতে অবলার প্রতি অত্যাচার দেখবো না। যাও তুমি তাঁকে সসম্মানে সম্রাটের করে সমর্পণ কর।

রাণী। দুর্গাদাস! তুমি রাণার ভৃত্য নও। আমার কর্ম্মচারী।

দুর্গা। ক্ষমা কর্ব্বেন মহারাণী! এযুদ্ধে আমরা সকলেই রাণার ভৃত্য। বেগম আজ মেবারের রাণার বন্দী; মাড়বারের মহিষীর নয়। মহারাণী আত্মবিস্মৃত হবেন না। আপনারই রক্ষার্থে রাণা এই যুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন। রাণার প্রতি রূঢ় হবেন না। তাঁর আজ্ঞার অবাধ্য হবেন না।

রাণী কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন। পরে কহিলেন "তুমি সত্য কথা বলেছো দুর্গাদাস"—পরে রাণার সম্মুখে নতজানু হইয়া কহি-লেন—"রাণা মার্জ্জনা করুন! যন্ত্রণায় উত্ত্যক্ত হয়ে দুর্ব্বিনীত হয়েছি; ক্ষমা করুন! কিন্তু যদি বুঝতেন রাণা এই তীব্র বেদনা, এই নিদারুণ জ্বালা, এই গাঢ় অন্তর্দ্দাহ!—ক্ষিপ্তপ্রায় হয়েছি; ক্ষমা করুন!"

রাজ। ক্ষমা করেছি মহামায়া! তবে তুমি যে ক্ষমা আমার কাছে চাহিলে, সেই ক্ষমা এই সম্রাজ্ঞীর প্রতি দেখাও। তাঁকে তোমার কাছে বিচারার্থে রেখে যাচ্ছি। তাঁকে ক্ষমা করে' তোমার মহত্ত্ব দেখাও! মহামায়া! নারী স্নেহ দয়া ভক্তি ক্ষমা গুণেই পূজ্যা। তাতেই তার শক্তি।—আর যদি শাস্তি দিতেই চাও মা—মনে কর কি মা যে তোমার অত্যাচারীকে যদি তুমি হাস্য মুখে ক্ষমা কর—সে তার কম শাস্তি!

রাণী। উত্তম! সম্রাজ্ঞীকে নিয়ে এসো দুর্গাদাস।

দুর্গাদাস প্রস্থান করিলেন।

রাজ। তবে তোমার দয়ার উপরে নির্ভর করে' সম্রাজ্ঞীকে রেখে গেলাম মহামায়া।"—বলিয়া রাণা চলিয়া গেলেন।

রাণী। তাই হোক! আমি তার উপর বিচার কর্ব্ব—এই বিচারা-

সনে বসে —সেই যথেষ্ট। ভারতের সম্রাজ্ঞী, ঔরংজীবের বেগম, আমার পতিপুত্রহন্ত্রী শত্রু আজ আমার সম্মুখে বন্দী হ'য়ে দাঁড়াবে; আমি সিংহাসনে বসে' নীচুপানে তার মুখের দিকে চেয়ে তাকে প্রাণভিক্ষা দিব। তাই বা মন্দ কি!—ঐ আসছে। এখনো মুখে সেই দর্প, চাহনিতে সেই দীপ্তি, পদদাপে সেই গর্ব্ব!—জগদীশ্বর! পাপকে এমন উজ্জ্বল করে' তৈর করেছিলে!

সম্রাজ্ঞীগুলনেয়ারসহ দুর্গাদাস পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

রাণী। সেলাম বেগম সাহেব!

গুল। যশোবন্তসিংহের রাণী?

রাণী। হাঁ চিন্তে পাচ্ছেন না। অথচ আমাকে বন্দী কর্ব্বার জন্যই এই বিরাট আয়োজন। আপনি আমার পতিপুত্র খেয়েছেন। তাতেও ও রাক্ষসী উদর ভরিনি। এখন আমায় আর আমার ছোটছেলেকেও খেতে চান! এর মধ্যে সব ভুলে গেলেন? এত ভুল কর্লে চলবে কেন বেগম সাহেব?

গুল। তুমিই দুর্গাদাস!

দুর্গা। হাঁ জাঁহাপনা!

গুল। আমাকে এখানে এনেছো কেন?

রাণী। আপনার বিচার হবে।

গুল। আমার বিচার? কার কাছে?

রাণী। আমার কাছে।—কথাটা কি একটু রুক্ষ ঠেকছে না? কি কর্ব্বেন বলুন।—চাকা ঘুরে গিয়েছে বেগম সাহেব! কি! দুর্গাদাসের পানে অত চাইচ্ছেন যে? ভাবছেন এতদূর আস্পর্দ্ধা এই কাফেরের যে আপনাকে বন্দী করে! তাই ভাবছেন—না? এখন কি শাস্তি চান?

গুল। আমি তোমার বন্দী ; যা ইচ্ছা হয় কর।

রাণী। যা ইচ্ছা তাই কর্ব্ব ? সে বড় কঠোর হবে বেগম সাহেব! আমার যা ইচ্ছা সে শাস্তি দিলে সৈতে পার্ব্বে না। সে বড় নিদারুণ শাস্তি। নরকের জ্বালা তার কাছে বসন্তবায়ুর মত শীতল, শত বৃশ্চিকের দংশনের যন্ত্রণাও তার কাছে শৈলনির্ঝরবারির মত স্নিগ্ধ! আমার যা ইচ্ছা ?—আমার কি ইচ্ছা জানো বেগম সাহেব ?—যাক্— তুমি আমাকে বন্দী কর্লে কি কর্ত্তে ভারত সম্রাজ্ঞী ?

গুল। কি কর্ত্তাম ? তোমায় আমার পাদোদক খাওয়াতাম। পরে বধ কর্ত্তাম।

রাণী। এখনও তেজ যায় নি! বিষদাঁত ভেঙে গিয়েছে, তবু আস্ফালন যায় নি! বেগমসাহেব!—বড় আশায় নিরাশ হয়েছো। আজ আমি তোমার বন্দী না হয়ে, তুমি আমার বন্দী ? দেখ গুলনেয়ার! ভারতসম্রাজ্ঞী! তুমি আজ আমার মুষ্টিগত। ইচ্ছা কর্লে তোমায় আমার পাদোদকও খাওয়াতে পারি, বধও কর্ত্তে পারি! কিন্তু তা কিছুই কর্ব্ব না। আমি তোমাকে মুক্ত করে' দিলেম। সেনাপতি! এঁকে রেখে এসো এঁর স্বামীর কাছে।—[গুলনেয়ারকে] যাও—দাঁড়িয়ে রৈলে যে ?—আশ্চর্য্য হচ্ছো ?—এই রাজপুতের প্রতিশোধ।

[যবনিকা পতন।]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—*—

স্থান—দিল্লীর প্রাসাদের বহিঃকক্ষের বারান্দা। কাল—প্রভাত। তাহবর খাঁ ও আকবর দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিলেন।

তাহবর। তাইত! তোমাদের তা'লে রাজপুতেরা ঠিক ইঁদুরের কলে ফেলিছিল।

আকবর। অবিকল। আমরা বরাবর সোজা গিয়ে দেখি যে সে দিকে বেরোবার পথ নাই। ফিরে গিয়ে দেখি সে দিকও বন্ধ।

তাহবর। আর পাহাড়ের উপর থেকে রাজপুতেরা মজা দেখছিল—যে ঠিক কলের ভিতর ইঁদুরের মত তোমরা একবার এদিক একবার ওদিক করে' বেড়াচ্ছো?

আকবর। আর সে গিরিপথ এমন সংকীর্ণ যে ১০০ জন মানুষ পাশাপাশি হয়ে দাঁড়াতে পারে না। আমাদের সৈন্যরা কে কোথায় আছে দেখবার যো নাই।

তাহবর। দেখলে বুঝি সব পাহাড়ের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে?

আকবর। হাঁ দস্তর মত।—এমনি জড়িয়ে গিয়েছে যে—

তাহবর। বোঝা দুষ্কর যে কোন্‌গুলো পাহাড় আর কোন্‌গুলো সৈন্য?

আকবর। না। তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

তাহবর। যাচ্ছিল না কি?—যুদ্ধ তা'লে হোলো না?

আকবর। যুদ্ধ কর্ব্ব কার সঙ্গে? পাহাড়ের সঙ্গে?—শত্রুরই সন্ধান পেলাম না।

তাহবর। ঐ আমি বরাবর বলে' আসছি, রাজপুত জাতটা যুদ্ধই জানে না।—একটা প্রথা মেনে চলে না। কেউ কখন শুনেছো যে না খেতে দিয়ে যুদ্ধে জেঁতা!

আজীমের প্রবেশ।

তাহবর। বন্দিগি সাহজাদা!

আজীম। [সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া] আকবর শুনেছো?

আকবর। কি আজীম?

আজীম। মেবার যুদ্ধে তোমার এই পরাজয়ে পিতা বড়ই ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

আকবর। তা কি কর্ব্ব!—আর আজীম, এ যুদ্ধে আমিই একা পরাজিত হই নি। স্বয়ং দিলীর খাঁ—

আজীম। দিলীর খাঁর উপরও পিতা সন্তুষ্ট হন নি।

আকবর। আর সম্রাট নিজে? আর তুমি? তোমরাই জিঁতে এসেছো নাকি?

আজীম। আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। যুদ্ধে পরাজয় হয়েছে।

আকবর। আর আমি?

আজিম। বিলাসে কালহরণ করেছিলে।—অন্ততঃ পিতা তাই বলেন।

আকবর। বলেন কি কর্ব্ব!

তাহবর। কুমার যুদ্ধ কর্ব্বেন কার সঙ্গে সাহজাদা?—

আজীম। চোপ রও।

তাহবর। ওরে বাবা—

আকবর। তা এখন কি কর্ত্তে হবে।—আমি ভীরু, বিলাসী নৃত্যগীতপ্রিয়।—তা হবে কি?

আজীম। হবে আর কি! আকবর! জানো পিতা তোমাকে অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করে' তোমাকে ফের বঙ্গদেশে পাঠাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে নিরস্ত করেছি—অনেক অনুনয়ের পর। জেনো, পিতা তোমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন।—সাবধান! পিতার কাছে এখন বেশী ঘেঁযো না! আমি বন্ধুভাবে বল্‌ছি।

[প্রস্থান।]

তাহবর। কি বলেন কুমার!—গতিক বড় সুবিধার নয়! আপনি যুদ্ধটা না জিঁতে বড়ই বেকুফি করেছেন।

আকবর। আমি কি ইচ্ছা করে' হেরেছি না কি!

তাহবর। তা বটে! তবে ইচ্ছা না করে'ও হারা উচিত ছিল না। সাম্রাজ্যটা বা যদি কখন পাবার আশা ছিল—তা গেল।

আকবর। তবে সাম্রাজ্য পাবেন কে?

তাহবর। আজীম। দেখলেন না, কি রকম আমার পানে ফোঁস করে' উঠলেন। পেছোনে বিষ না থাকলে অমন 'কুলো পানা' চক্র হয়? ওঁর তাড়াতে আমি কি রকম মুষড়ে গিইছিলাম দেখলেন না?

আকবর। আজীম ত নিজে ভারি বীর! উনিই কি জিঁতে এসেছিলেন নাকি!—হেরে—বেগম সাহেবকে পর্য্যন্ত হারিয়ে এসেছেন। রাজপুত উদার জাত, তাই বেগম সাহেবকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

তাহবর। আজীম হেরে এসেছেন সত্য; কিন্তু সে হারটা সম্রাটের নিজের কি না। সম্রাট কিছু মুখ ফুটে বলতে পারেন না। আজীম

ছিলেন সম্রাটের অধীন কর্ম্মচারী। আর আপনি ছিলেন স্বাধীন সেনাপতি।

আকবর। আজীম সম্রাটের প্রিয়পাত্র—কেন না সে খোসামুদে, গোঁড়া মুসলমান—মদ ছোঁয় না, গান শোনে না, দশবার নেওয়াজ পড়ে।—ভণ্ড!—কেবল সম্রাটকে খুসী রাখবার ফন্দি।

তাহবর। আপনিও তাই করুন না কেন?

আকবর। তাহবর!—আমি রাজ্য ত্যাগ কর্ত্তে প্রস্তুত আছি; সুরা, নারী আর গান ত্যাগ কর্ত্তে প্রস্তুত নই। আমি আজীমের মত নীচ নই। দরাজ হাতে জীবন ব্যয় করি।—যত নীচ, ভীরু, কৈতববাদী।

তাহবর। চুপ! —সম্রাট আসছেন—মাথা সামাল!

আকবর বিনাবাক্যে অলক্ষিতভাবে চলিয়া গেলেন। ঔরংজীব ও দিলীর খাঁ প্রবেশ করিলেন।

ঔরং। কি? দুর্গাদাস ঝালোর জয় করেছে? আর পুরমণ্ডলে সুবলদাস খাঁও রোহিলাকে পরাস্ত করেছে?

দিলীর। হাঁ জাঁহাপনা!—আরো আছে। দয়াল সাহা মোগল সৈন্যকে মালব থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন সে কাজিদের ধরে' শ্মশ্রু-মুণ্ডন কর্চ্ছে, কোরাণ কূপে নিক্ষেপ কর্চ্ছে, মসজিদ সব ভূমিসাৎ কর্চ্ছে।

ঔরং। কি! শেষে ধর্ম্মের উপর অত্যাচার!

দিলীর। তা'রা এ জিনিষটা জান্তো না। সম্রাটই পথ দেখিয়েছেন। সম্রাট হিন্দুর বেদ অস্থিকূপে নিক্ষেপ করেন নি? ব্রাহ্মণকে ধরে' কল্মা পড়ান নি? তীর্থ অপবিত্র করেন নি? দেবমন্দির বিচূড় করেন নি?—জনাব! কথা শুনুন! হিন্দুবিদ্বেষ পরিত্যাগ করুন, জিজিয়া কর রদ করুন। হিন্দু মুসলমান এক হোক।

ঔরংজীব। কখন না! আমি যত দিন জীবিত আছি, ততদিন মুসলমান মুসলমান, কাফের কাফের। দিলীর খাঁ! দাক্ষিণাত্য হতে মোজামকে আস্‌তে লিখ্‌ছি। এবার সমস্ত মোগল সৈন্য নিয়ে মাড়বার আক্রমণ কর্ব্ব। দেখি কি হয়!—তাহবর খাঁ! সত্তর হাজার সৈন্য নিয়ে মাড়বারের বিপক্ষে যাত্রা কর। আরো সৈন্য আকবরের অধীনে পাঠাচ্ছি। আমি নিজে সসৈন্যে পিছে যাচ্ছি। দেখ—যদি মাড়বার জয় কর্ত্তে পারো, এক সাম্রাজ্যখণ্ড তোমায় দিব। যদি না পারো—তোমার পুরস্কার লৌহশৃঙ্খল।

[প্রস্থান।]

তাহবর। কি বলেন খাঁ সাহেব?

দিলীর। আমি একবার দেখলাম; তুমিও একবার দেখ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—দিল্লীর প্রাসাদের অন্তঃপুরস্থ প্রমোদ উদ্যান। কাল—সায়াহ্ন। সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার সেই উদ্যানে বিচরণ করিতেছিলেন।

গুল। কি দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ দেহ! কি উচ্চ প্রশস্ত ললাট, কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! কি দৃঢ়নিবদ্ধ বঙ্কিম ওষ্ঠযুগল!—সুন্দর পুরুষ এই দুর্গাদাস! কিন্তু কি আশ্চর্য্য—সে একবার আমার পানে গদ্‌গদভাবে চাহিল না? জগতে এই অতুলনীয় রূপ সে বিস্মিত হয়ে দেখল না? এ চাহনির জ্যোতির ছটায় সে অন্ধ হয়ে গেল না? আমার করস্পর্শের তাড়িতপ্রবাহে সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো না? জগদীশ্বর! তোমার জগতে এরকম মানুষ আছে?—

গাইতে গাইতে রাজিয়ার প্রবেশ।

গীত।

কেমনে কাটাবো সারা রাতি রে সে বিনা সই।
পলখ না হেরে যারে বাঁচিনা বাঁচিনা সই?
রাখি' এ হৃদয় পুরে, যারে মনে হয় দূরে,
তারে দূরে রাখি রব কেমনে—জানিনা সই।

রাজিয়া। কি ঠানদি!—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। তুমি এখনও ঐ নির্জ্জন উদ্যানে একা?

গুল। একাই আমার ভালো লাগে!

রাজিয়া। আগে ত লাগতোনা'—ঠানদি! আজকাল তোমাকে এত চিন্তাকুল দেখি কেন?—আগে ত এরকম ছিলে না?

গুল। রাজিয়া, তুই কখন ভালো বেসেছিস্?

রাজিয়া। ওমা তা আর বাসিনি! গ্রীষ্মে আম আর বর্ষায় খিচুড়ি আমি খুব ভালো বাসি। তার উপরে ঐ পুষি মেনিটাকে যে কি ভালোই বাসি ঠানদি—কেমন "মেউ মেউ মেউ" করে—যদিও সেটা জানিত কোন রাগরাগিনীর সঙ্গে মেলে না।

গুল। দুর্! হাবা মেয়ে! বলি কোন মানুষকে ভালো বেসেছিস্?

রাজিয়া। মানুষ! বেসেছি বৈ কি—তোমায় ভালো বাসি, মাকে ভালো বাসি,—আর একজনকে ভারি ভালো বাস্তাম; সে মরে' গিয়েছে।

গুল। কে সে?

রাজিয়া। ঐ আমাদের বুড়ো বাবুর্চি। কি রান্নাই রাঁধত ঠানদি!

যেন একেবারে সুরট মল্লার"—বলিয়া গান ধরিয়া দিল—"পিযারে কহিও বর্ষা ঋতু আই"—এটা কিন্তু দেশ! মল্লারেরই কাছাকাছি।

গুল। তুই একটা গান গা, রাজিয়া আমি শুনি

রাজিয়া। [সোল্লাসে] শুন্‌বে?—রোস এস্রাজটা আনি।

[দৌড়িয়া প্রস্থান।

গুল। যা হোক্, আমি আর একবার তাকে চাই! তার দম্ভ চূর্ণ কর্ব্ব। কি স্পর্দ্ধা! আমার সম্মুখে একজন পুরুষ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চলে' যাবে? লালসায় জর জর হবে না? নতজানু হয়ে আমার কৃপাকটাক্ষ ভিক্ষা কর্ব্বে না?

রাজিয়ার প্রবেশ।

রাজিয়া এস্রাজ লইয়া বসিয়া কহিল—"কি শুন্‌বে?"

গুল। কাল ছাদের উপর রাত্রে যেটা গাচ্ছিলি!

রাজিয়া। সেটা?—সেটা ত এস্রাজে বাজাতে পার্ব্বো না।

গুল। বিনি এস্রাজেই গা।

রাজিয়া এস্রাজ রাখিয়া উঠিয়া গান ধরিল।

গান।

হৃদয় আমার গোপন করে' আর ত সো সই রৈতে নারি,
ভরা গাঙে ঝড় উঠেছে—থর থর কাঁপছে বারি।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নৃত্য তুলে ছাপিয়ে উঠে কূলে কূলে,
বাঁধ দিয়ে এ মত্ত তুফান আর কি ধরে' রাখ্‌তে পারি।
মানের মানা শুন্‌বো না আর, মান অভিমান আর কি সাজে,
মানের তরী ভাসিয়ে দিয়ে ঝাঁপ দেবো এই তুফান মাঝে;
যাবো তার তরঙ্গে চড়ি', দেখ্‌বো গিয়ে কোথায় পড়ি,
জীবন যখন করেছি পণ, মরণের ধার আর কি ধারি।

দুর্গাদাস।

রাজিয়া। এটা হচ্ছে ছায়ানট—ছায়া আর নট—পঞ্চম থেকে একেবারে রেখাব [সুর করিয়া দেখাইয়া] ভারি সুন্দর ! না?

গুল। সত্যই ভরা গাঙ্গে ঝড় উঠেছে। বাঁধ দিয়ে এ মত্ত তুফান আর কি ধরে' রাখ্‌তে পারি"। দরকার কি ? ধরে' রাখতেই বা যাবো কেন। ভালবাসার প্রবল উচ্ছ্বাস এসে আমায় গ্রাস করুক ; আমায় ছেয়ে ফেলুক। উচ্ছৃঙ্খলেই আমার আনন্দ ; বিরাটেই আমার উল্লাস। তবে এই দুর্গাদাসকে আমি চাই। যশোবন্তের রাণী আমার আমার উপলক্ষ মাত্র। আমার লক্ষ্য দুর্গাদাস। ঔরংজীব !—মাড়বার আক্রমণ কর। এই দুর্গাদাসকে আমি চাই।

[প্রস্থান।

রাজিয়া। কি রকম ! ঠানদি কি বিড়ির বিড়ির বকৃতে বকৃতে চলে' গেল। এমন ছায়নট্ বুঝলে না।"—এই বলিয়া রাজিয়া মুখে কৃপাপ্রকাশক ধ্বনি করিয়া, মাথা নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান - মাড়বার পর্ব্বতশ্রেণী। কাল—প্রভাত। দুর্গাদাস ও ভীমসিংহ মুখোমুখী দাঁড়াইয়া। অদূরে গ্রামবাসীগণ কোলাহল করিতেছিল।

দুর্গাদাস। ভীমসিংহ ! সম্রাট সমস্ত মোগলসৈন্য নিয়ে মাড়বার আক্রমণ করেছেন !—এবার আমাদের জীবন মরণের সমস্যা। এবার রাজপুত জাতির হয় উচ্ছেদ, না হয় উত্থান,—বীর ! এই মহাসমরের জন্য প্রস্তুত হও।

ভীম। সেই জন্যই পিতা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আমি এসেছি এই যুদ্ধে প্রাণ দিতে।

দুর্গা। শিশোদীয় বীর! তোমার শৌর্য্য তোমার স্বার্থত্যাগের কথা অবগত আছি। কিন্তু মেবার যুবরাজ! তুমি মহৎ আছো, তোমার মহত্তর হতে হবে। তুমি বীর; কিন্তু এ যুদ্ধে তোমার বীর্য্যের শিখরে উঠতে হবে।

ভীম। নিশ্চিন্ত থাকুন সেনাপতি! এ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন কর্ত্তে এসেছি—কর্ত্তব্যজ্ঞানে। সে কর্ত্তব্য নিজের প্রতি, পিতার প্রতি, রাজপুত জাতির প্রতি। সে কর্ত্তব্যের পথ হ'তে ভীমসিংহ স্খলিত হবে না। আমায় বিশ্বাস করুন।

দুর্গা। ভীমসিংহ! আমরা তোমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

ভীম। মহারাণী কোথায়?

দুর্গা। তিনি সমস্ত মাড়বারে;—নগরে, গ্রামে, অরণ্যে, পর্ব্বতে। তিনি স্বয়ং সৈন্য সংগ্রহ কর্চ্ছেন। জাতিকে উত্তেজিত কর্চ্ছেন! মাড়বার যশোবন্তসিংহের মৃত্যুতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে! তাই মহারাণী স্বয়ং মাড়বার জাতিকে একত্রিত কর্ত্তে বেরিয়েছেন!

ভীম। আমি তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কর্ত্তে চাই!—

দুর্গা। আজই সাক্ষাৎ হবে কুমার! তিনি আজ প্রভাতেই এই গ্রামেই আস্‌বেন। আমি তাঁর উদ্দেশ্যেই এসেছি।

সমরসিংহের প্রবেশ।

দুর্গা। সম্বাদ পেয়েছো দাদা?—

সমর। হাঁ, মোগলসেনাপতি তাহবর খাঁ ১০০০০ সৈন্য নিয়ে

মাড়বার অভিমুখে আসছেন! কুমার আকবরের সঙ্গে আরো সৈন্য আসছে পিছনে।

দুর্গা। আর সম্রাট?

সমর। তিনি সসৈন্যে আজমীরে। তাঁর সঙ্গে লক্ষাধিক সৈন্য।

দুর্গাদাস ভীমসিংহের দিকে চাহিলেন।

ভীম। রাঠোর সৈন্য কত সেনাপতি?

দুর্গা। ১০০০০। আমাদের লক্ষাধিক সৈন্য ছিল; যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুতে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে—অনেক সৈন্য যুদ্ধ ছেড়ে ব্যবসা কি কৃষি ধরেছে। মহারাণী তাদেরই ডাকতে বেরিয়েছেন। দেখছো গ্রাম-বাসীদের? যেন জীবন নাই।

ভীম। ওরা কি বলাবলি কর্চ্ছে শুনি!

১ম গ্রামবাসী। আরে জিজিয়া কর করেছে না হয় করেছে। হয়েছে কি?

২য় গ্রামবাসী। কিন্তু এ যে মাত্রা বাড়্‌তেই চলেছে ভাই।

৩য় গ্রামবাসী। আফিং খেয়ে ভোঁ হয়ে আছি বাবা। পৃথিমটা উল্টো ঘুর্চ্ছে কি সোজা ঘুর্চ্ছে খবর রাখি নে বাপ। তোদের যদি বড্ড দুঃখু হয়েছে, আফিং ধর্।

৪র্থ গ্রামবাসী। দুঃখ কিসের? আর যদি দুঃখ হলোই—একবার ভেউ ক'রে উঠ্‌লাম। চুকে গেল।

১ম গ্রামবাসী। ওরা যা করে সৈব। সৈতেই হবে। কি বল হে?

২য় গ্রামবাসী। কিন্তু আর যে সয় না।

৩য় গ্রামবাসী। বলছি আফিং ধর্।—সব সৈবে।

৪র্থ গ্রামবাসী। আফিং ধর্ত্তে হবে না, আপনিই সৈবে—এত সৈল। এইটে সৈবে না ?

গীত।

পাঁচশ বছর এমনি ক'রে' আসছি সয়ে সমুদায়;
এইটে কি আর সৈবে না ক—দুঘা বেশী জুতার ঘায় ?
সেটা নিয়ে মিছে ভাবা, দিবি দুঘা দেনা বাবা ;
দুঘা বেশী দুঘা কমে এমনি কি আসে যায় !
তবে কিনা জুতোর গুতো হয়ে গেছে অনেকবার—
একটা কিছু নতুন রকম কর্লে হতো উপকার ;
ধর্না যেমন 'বেটা' বোলে, দিলি না হয কানটা মোলে ;
জুতোর গোঁটা খেয়ে ঘাঁটা পড়ে' গেছে সকল গায়।
পড়ে' আছি পায়ের তলায় নাকটা গুঁজে অনেককাল,
সৈবে সবই—নইত মানুষ, মোরা সবাই ভেড়ার পাল ;
যে যা করিস দেখিস চাচা, মোদের পৈতৃক প্রাণটা বাঁচা ;
শাঁসটা খেয়ে আঁসটা ফেলে দিসরে দুটো দুবেলায়।
খেয়ে তোদের লাথি ঝাঁটা কতক ভরে' আছে পেট ;
খোসাভূষী পেলেই কিছু বল্‌বো করে মাথা হেঁট—
'পেলাম হুজুর বহুৎ পেলাম", দুটিহাতে কর্ব্ব সেলাম—
নাইবা যদি দিস্‌রে চাচা কর্ত্তে কিবা পারি তায়।
তোরাই রাজা তোরাই মুনিব—মোরা চাকর মোরা পর ;
মনে করিস চাচা এটা তোদের বাড়ী তোদের ঘর ;
মোরা বেটা মোরা পাজি, যা বলিস্‌ তাই আছি রাজি,
রাজার মেয়ে ওগো প্যারি, যা বলিস তাই শোভা পায়।

১ম গ্রামবাসী। ঐ মহারাণী আসছেন। চল্‌ চল্‌।

২য় গ্রামবাসী। হাঁ। চল্ চল্।

সকলে চলিয়া গেল।

দুর্গা। কি রকম উদাসীন দেখলে ত। কিন্তু এরাই উত্তেজিত হবে। মহারাণীর মুখে, বক্তৃতায়, উত্তেজনার একটা কি তাড়িত শক্তি আছে।—তিনি আজ যেন একটা কি স্বর্গীয় প্রেরণায় উদ্দীপিত। তাঁর কথায় আজ হিম পাথরকে উষ্ণ করে, মেষকেও ক্ষেপিয়ে দেয়।

ভীম। ঐ মহারাণী আস্‌ছেন।

দুর্গা। হাঁ ঐ আসছেন। ভীম! সরে দাঁড়াও।

ভীম। সত্যইত! এ যে অপূর্ব্ব, সেনাপতি। এ ত কখন দেখি নাই। কি দানবদলনী মূর্ত্তি! পৃষ্ঠে লুণ্ঠিত ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি, দু চারি গাছ উদ্ভাসিত কপোলে এসে পড়েছে; চক্ষে কি দিব্য জ্যোতি, ললাটে কি গর্ব্ব? ওষ্ঠে কি বরাভয়প্রদ হাস্য! আর ভয় নাই, সেনাপতি। স্বয়ং মা জন্মভূমি মানবীমূর্ত্তি ধারণ করে' এসেছেন। আর ভয় নাই।

রাণী ও তৎপশ্চাতে গ্রামবাসীরা প্রবেশ করিল।

গ্রামবাসীগণ। জয় রাণীমাইর জয়।

প্রথম গ্রামবাসী। মহারাণীকে জায়গা ছেড়ে দাও।

দ্বিতীয় গ্রামবাসী। আমরা মহারাণীকে দেখতে পাচ্ছি না।

রাণী একটি সন্নিহিত উচ্চ প্রস্তরের উপর দাঁড়াইয়া কহিলেন, "গ্রামবাসীগণ—সৈনিকগণ—পুত্রগণ।"

তৃতীয় গ্রামবাসী। আমরা শুন্তে পাচ্ছি না। আমরা শুন্তে পাচ্ছি না।

রাণী। শুন্তে পাবে। স্তব্ধ হও।

চতুর্থ গ্রামবাসী। স্তব্ধ হও। স্থির হও।

রাণী। শোন আমি আজ এখানে এসেছি কেন—শোন—

পঞ্চম গ্রামবাসী। আহা তোমরা স্থির হও না—শুন্তে দাও।

রাণী। আগে আমার পরিচয় দেই। শোন—আমি কে।

ষষ্ঠ গ্রামবাসী। এই চুপ কর। শুন্তে পাচ্ছি না।

রাণী। মাড়বারবাসীগণ! আমি যশোবন্তের রাণী। সম্রাট ঔরংজীবের কৌশলে হিন্দুকুশের পরপ্রান্তে আফগানিস্থানের তুষার মধ্যে আমার স্বামী তোমাদের রাজা যশোবন্তের মৃত্যু হয়। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র তোমাদের যুবরাজ পৃথ্বীসিংহ ঔরংজীবের কৌশলে বিষ-প্রয়োগে প্রাণত্যাগ করে। আমার কনিষ্ঠপুত্র তোমাদের বর্ত্তমান কুমার অজিতসিংহ ঔরংজীবের গ্রাস হতে দূরে নিভৃতে রক্ষিত। আর আমি—তোমাদের রাণী আজ পথের ভিখারিণী!

গ্রামবাসীগণ কোলাহল করিতে লাগিল!

সপ্তম গ্রামবাসী। তা আমরা কি কর্ব্ব।

অষ্টম গ্রামবাসী। আমাদের ক্ষমতা কি?

নবম গ্রামবাসী। সম্রাটের এসব অত্যাচারের কিন্তু একটা প্রতি-কার করা উচিত।

দশম গ্রামবাসী। আমাদের ত রাণী বটে। আমরা কর্ব্ব না ত কে কর্ব্বে?

রাণী। শোন গ্রামবাসীগণ—আমি কিন্তু আজ নিজের দুঃখ জানাতেই তোমাদের কাছে আসিনি। আমি এসেছি আজ আমাদের সুন্দর মাড়বারের জন্য তোমাদের সাহায্য ভিক্ষা কর্ত্তে। সম্রাট লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে মারবার আক্রমণ কর্ত্তে আসছেন। তোমরা মাড়বারের সন্তান; তোমরা রাজপুত; তোমরা বীর। তোমরা কি

নিশ্চিন্ত, উদাসীন ভাবে দাঁড়িয়ে তোমাদের জন্মভূমিকে পরপদদলিত, নিষ্পেষিত বিধ্বস্ত হতে' দেখবে।

একাদশ গ্রামবাসী। লক্ষাধিক সৈন্য। হায় হতভাগ্য মাড়বার!

দ্বাদশ গ্রামবাসী। সেনাপতি ঝালোর আক্রমণ না কর্লে এটা হতো না।

ত্রয়োদশ গ্রামবাসী। হাঁ। কেন সুপ্তব্যাঘ্রকে জাগিয়ে তোলা।

চতুর্দ্দশ গ্রামবাসী। লক্ষ মোগল সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হীনবীর্য্য মাড়বারের পক্ষে সম্ভব নহে।

পঞ্চদশ গ্রামবাসী। কিছুতেই নয়।

রাণী। সম্ভব নয়? সম্ভব নয়? তবে তোমাদের দূর করে' দলিত করে' মোগল এই তোমাদের স্বর্ণভূমি অধিকার কর্ব্বে, তাই তোমরা নির্ব্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে দেখ্বে। হা ধিক্। এত তরল কোমল যে জল, তাকে স্থানচ্যুত কর্ত্তে গেলে সেও বাধা দেয়। আর তোমরা নীরবে নিশ্চেষ্ট ভাবে নিজের দেশকে অন্যের হাতে সঁপে দেবে? হিন্দু তোমরা! রাজপুত তোমরা! ক্ষত্রিয় তোমরা!——সম্ভব নয়? যশোবন্ত সিংহ জীবিত থাক্‌লে তাঁর সম্মুখে একথা বল্‌তে সাহস কর্ত্তে না। তাঁর জন্য সকলে প্রাণ দিতে তোমরা প্রস্তুত ছিলে। যশোবন্ত সিংহের এক চাহনিতে তোমাদের রক্ত উষ্ণ হোত, তাঁর একটি কথাতে দশসহস্র তরবারি পিধান হতে বেরিয়ে আস্‌তো; তাঁকে অশ্বারূঢ় দেখলেই তোমাদের মিলিত জয়ধ্বনি আকাশ ধ্বনিত কর্ত্ত। আমি নারী! আমি তাঁর বিধবা পত্নী। আমি আজ পথের ভিখারিণী। আমার কথা শুনবে কেন? আমি ত আর তোমাদের রাণী নই।

গ্রামবাসী। আপনি আমাদের মহারাণী। আপনার কথা শুন্‌বো।

রাণী। শুন্‌বে যদি, তবে তোমাদের গ্রাম, কুটির ছেড়ে চলে' এসো। তরবারি লও। ওঠ; এই ঔদাসীন্য পরিত্যাগ কর। একবার দৃঢ়পণ করে' ওঠো! ওঠো, যেমন তুরীশব্দে লুপ্ত সিংহ জেগে ওঠে! ওঠো;—যেমন ডমরুধ্বনি শুনে সর্প ফণা বিস্তার করে' ওঠে; ওঠো;—যেমন বজ্রধ্বনি শুনে পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি জেগে ওঠে; যেমন ঝঞ্ঝার নিষ্পেষণে সমুদ্রের তরঙ্গ কল্লোল ওঠে। ওঠো! রাজস্থান জানুক, ঔরংজীব জানুক যে তোমাদের শৌর্য্য সুপ্ত ছিল মাত্র, লুপ্ত হয় নাই।

গ্রামবাসীগণ। মহারাণী আমরা যাবো। কিন্তু এ যুদ্ধে জয়াশা নাই। মৃত্যুই সার হবে।

রাণী। মৃত্যু! গ্রামবাসীগণ,—মৃত্যু কি একদিন আসবে না? সে যখন বিছানায় এসে তোমার টুটি চেপে ধর্ব্বে, সে বড় সুখমৃত্যু নয়! কিন্তু স্বেচ্ছায়, দেশের জন্য, পরের জন্য, কর্ত্তব্যের জন্য মৃত্যুই সুখমৃত্যু।

গ্রামবাসীগণ! আমরা যাবো মহারাণী! যেখানে আপনি নিয়ে যান আমরা যাবো।

.. রাণী। এই ত তোমাদের যোগ্য কথা! শোন—আমি কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডাকছিনা! যদি কারো মাতৃভূমির প্রতি টান থাকে, যদি কারো স্বধর্ম্মের প্রতি সম্মানের জ্ঞান থাকে, যদি কেউ স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ কর্ত্তে প্রস্তুত থাকো—সে এসো! সে একাই একশ! ক্ষীণসংকল্প, দ্বিধাসন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে আমি চাই না! একাগ্র দৃঢ় স্থিরপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমি চাই। দুই পথ আছে বেছে নাও!—একদিকে বিলাস, আমোদ, আরাম, আর উপভোগ। আর একদিকে শ্রম, অনাহার, দারিদ্র্য ও দুঃখ! একদিকে সংসার, গৃহও

শান্তি ; আর একদিকে সমরক্ষেত্র, ক্ষত ও মৃত্যু। একদিকে নিজের সুখ ; আর একদিকে দেশের প্রতি কর্ত্তব্য—বেছে নাও।

সকলে। আমরা কর্ত্তব্য বেছে নিলাম।

রাণী। উত্তম ! তবে আজ সব রাঠোর মিলিত হও ! তুচ্ছ বিসম্বাদ এই মহাব্রতের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর। একবার সকলে এক হয়ে জন্মভূমিকে প্রাণ ভরে ডাক "মাইজির জয়"

সকলে। মাইজির জয় !—

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—যুদ্ধক্ষেত্রে রাজিয়ার শিবির। কাল—মধ্যরাত্রি। বৃষ্টি, ঝটিকা, বিদ্যুৎ ও বজ্র। রাজিয়া গাহিতেছিলেন—

ঘন ঘোর মেঘ আই' ঘেরি গগন,
বহে শীকরস্নিগ্ধ উচ্ছ্বসিত পবন,
নামে গম্ভীর মন্দ্রে, গুরু গুরু গরজন।
ছুটি উন্মাদিনী ঝঞ্ঝা, এসে
বিশ্বতলে পড়ে—লুণ্ঠিত কেশে
—মুখে হা হা স্বন।
পিঙ্গল দামিনী মুহুর্মুহু চমকে
ধাঁধি নয়ন—কড় কড় কড়কে
বজ্র সঘন।

রাজিয়া। উঃ বাপ্‌রে কি কোলাহল! সৈন্যদের চীৎকার। কামানের গর্জ্জন! রণবাদ্যের ধ্বনি! হঠাৎ এ কি! কাণ ঝালা পালা করে' দিলে! মানুষগুলো সঙ্গীতশাস্ত্র কখন চর্চ্চা করেছে বলে' বোধ হয় না—উঃ! [কর্ণে হস্তপ্রদান]

আকবরের প্রবেশ।

রাজিয়া। কে? বাবা?

আকবর। হাঁ রাজিয়া।

রাজিয়া। এঃ আপাদমস্তক ভিজে গিয়েছে যে বাবা! বাহিরে এ সব কি! এত কোলাহল!

আকবর। যুদ্ধ হচ্ছে। রাজপুত মোগল শিবির আক্রমণ করেছে।

রাজিয়া। তা না হয় করেছে? কিন্তু এত বেসুরো চেঁচায় কেন?

আকবর। বেসুরো কি বল্‌ছিস রাজিয়া; ব্যাপার গুরুতর। —উঃ কি রাশি রাশি মৃত্যু!

রাজিয়া। তা বেশ বুঝছি। কিন্তু চেঁচায় কেন?

আকবর। কি বল্‌ছিস রাজিয়া—এ সাক্ষাৎ মৃত্যু! মৃত্যুকে এত কাছাকাছি কখন দেখিনি!—উঃ—বাইরে কত লোক মর্চ্ছে জানিস?

রাজিয়া। মর্চ্ছে! তাই পালিয়ে এসেছো বাবা! ভয় কর্চ্ছে? ভয় কি বাবা?—

আকবর। হয়ত আমার আর তোরও আজ মর্ত্তে হবে।—

রাজিয়া। যদি মর্ত্তেই হয় তা গাইতে গাইতে মর্ব্ব! তীরাপহত লহরীর মত গাইতে গাইতে নেমে যাবো!

আকবর। কি! বারবার রাজপুতের জয়ধ্বনি!—ঐ আরো নিকটে।

নেপথ্যে। জয় মহারাণীর জয়।

তাহবরের প্রবেশ।

তাহবর। যুবরাজ! পালান পালান।

আকবর। কেন তাহবর খাঁ?

তাহবর। আমাদের পরাজয় হয়েছে।

আকবর। আমাদের সৈন্যেরা কি কচ্ছে।—সব মরে' গিয়েছে!

তাহবর। না সব মরিনি! তারা এ রকম অবস্থায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যা করে' থাকে—তাই কচ্ছে;—শত্রুকে "পশ্চাদ্ভাগ দেখহ" করে' ছুটেছে।

রাজিয়া। পালাচ্ছে! সে কি! পালাচ্ছে কেন? সেনাপতি! রাজপুতের হাতে পরাজয় মেনে পালাতে লজ্জা হচ্ছে না!—

তাহবর। তাদের আবার লজ্জা কি? তারা ত স্ত্রীলোক নয়। পালান সাহজাদা, এখনও সময় আছে! বেগম সাহেবকে সাহাজাদীকে নিয়ে পালান।—এখনো সময় আছে।

রাজিয়া। আমি পালাবো না। পালাবো কেন? না হয় মর্ব্ব। বাবা—তুমি মোগল হয়ে কোন্ মুখে পালাবে?

তাহবর। যে মুখে যুদ্ধ হচ্ছে তারই ঠিক উল্টো মুখে। পালাতে হয় আবার কোন্ মুখে।

রাজিয়া। আমি পালাবো না।

তাহবর। তা আপনি যদি না পালান, আমরাই পালাই। আপনি স্ত্রীলোক একটু লজ্জা হচ্ছে হয়ত, আমাদের সে বিষয়ে কোন লজ্জা নাই।—কি বলেন সাহাজাদা!

আকবর। উঃ! কি ভীষণ রাত্রি! কি হাহাকার! কি হত্যা!

বাহিরে। "পালাও, পালাও"! "জয় রাণার জয়" "হর হর" ইত্যাদি।

রাজিয়া। উঃ কি কোলাহল!

তাহবর। কি ভাব্‌ছেন যুবরাজ! চলে' আসুন! আপনি দেখছি স্ত্রীলোকেরও অধম!

আকবর। উঃ কি হত্যা! এত হত্যা আমি কখন দেখি নি!

তাহবর। তা খাড়া হয়ে থাক্‌লে কি হবে। ঐ—ঐ—শিবিরের দুয়োরে—এই দিকের দরোজা দিয়ে—ঐ শত্রু"—বলিয়া তাহবর পলায়ন করিলেন।

আকবর। চলে' আয় রাজিয়া।—আমরাও পালাই!

রাজিয়া। বাবা!

আকবর। কথা কস্‌নে,এই দিক দিয়ে—এই দিক দিয়ে আয়!—বল্‌ছি। আকবর রাজিয়াকে টানিয়া লইয়া নিষ্ক্রান্ত।

দুইজন রাজপুত সেনানীর প্রবেশ।

১ম সেনানী। কেউ নাই—পালিয়েছে। কোন্ দিকে পালালো!

২য় সেনানী। এই দিক দিয়ে—

তাহারা চলিয়া গেল। সমরসিংহ ও আরো রাজপুত সৈন্য প্রবেশ করিল।

সমর। বল ভগবান একলিঙ্গের জয়।

সকলে। জয় ভগবান জয় একলিঙ্গের জয়।

সমর। ভীমসিংহ কোথায়?

১ম সৈনিক। তাঁকে দেখছি না।

দুর্গাদাস।

সমর। যাও, অন্বেষণ কর।

[সমর ভিন্ন সকলের প্রস্থান

সমর। উঃ কি রাত্রি! কি যুদ্ধ! কি স্তূপীভূত হত্যা!

পঞ্চম দৃশ্য।

—•✱•—

স্থান—মেবারের একটি গিরিদুর্গ। হ্রদতীরে দুইটি প্রস্তর নির্ম্মিত বেদী। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি। কমলা বেদীতে বসিয়া একাকিনী গাহিতেছিলেন—

এস প্রাণসখা এস প্রাণে,
মম দীর্ঘ-বিরহ অবসানে।
কর, তৃষিত প্রাণ অভিষিক্ত, তব, প্রেমসুধারস দানে।
বন, আকুল বনফুল গন্ধে, বন, মুখরিত মর্ম্মর ছন্দে,
বহে, শিহরি পবন মৃদুমন্দ, গাহে, আকুল কোকিল কুহু কুহু তানে।
একি জ্যোৎস্না গর্ব্বিত শর্ব্বরী; একি পাণ্ডুর তারাপুঞ্জ;
একি সুন্দর নীরব মেদিনী; একি নীরব নিভৃত নিকুঞ্জ;
বসে' আছি পাতি' মম অঞ্চল; অতি শঙ্কিত কম্পিত চঞ্চল;
এসহে প্রিয় হে চিরবাঞ্ছিত।—মম প্রাণ অধীর প্রবোধ না মানে।

জয়সিংহ গানের মধ্যে সে স্থানে উপস্থিত হইয়া সে গীত শুনিতেছিলেন।

কমলা। কে! ও! তুমি—

জয়। হাঁ আমি।

কমলা। কতক্ষণ এসেছো?

জয়। অনেকক্ষণ।

কমলা। এতক্ষণ কি কচ্ছিলে?

জয়। শুন্‌ছিলাম।

কমলা। কি?

জয়। বীণার ধ্বনির সঙ্গে মৃদঙ্গ!—কি শুনছিলাম? কি শুনছিলাম তা ঠিক জানি না! কিন্তু যা শুনছিলাম তা পূর্ব্বে কখন শুনি নাই।

কমলা। বুঝেছি। তুমি আমার গান শুনছিলে।

জয়সিংহ। হবে। আমি ত এতক্ষণ এ রাজ্যে ছিলাম না। স্বপ্নরাজ্যে ছিলাম। কিছু শুনছিলাম কি?—না দেখছিলাম?—দেখছিলাম বুঝি, যে কতকগুলি সুন্দর কিশোর স্বর শুভ্রপক্ষ বিস্তার করে' আকাশে বিচরণ কর্চ্ছে। শেষে সে স্বরগুলি আরো গাঢ় হয়ে, আরো গদ্গদ হয়ে, আরো উজ্জ্বল হয়ে, একটি একটি নক্ষত্রে বিলীন হয়ে গেল!

কমলা। না! তুমি এত বেশী সংস্কৃত বল্লে, যে তার অর্থ বোঝা আমার অসাধ্য। সোজা প্রচলিত ভাষায় বল—বুঝতে পারি।

জয়। কমলা! তুমি যা গাইলে প্রাণ থেকে গাইলে কি? না একটা যা মনে এলো তাই গাইলে?

কমলা। কি বোধ হয়?

জয়। জানি না। তবে মাঝে মাঝে মনে হয়, তুমি কোন যাদুকরী, আমাকে যাদু করেছো!

কমলা। যাদু করার দরকার নেই। তুমি নিজেই যাদু আছো।

জয়। আমি যে নির্জ্জীব, নিস্তেজ, অকর্ম্মণ্য হয়ে গিইছি।—একি ভালবাসা? না মোহ?

কমলা। যাই বল, ফল ত দাঁড়াচ্ছে এক। তুমি ত এই কড়ে আঙুলে চারিদিকে ঘুর্চ্ছো।

জয়। এ যদি ভালবাসা হয় ত এ ত বড় ভয়ানক!

কমলা। ভয়ানক নাকি?

জয়। ভয়ানক নয়? যে ভালোবাসা সব উৎসাহ, তেজ লুপ্ত করে, যে ভালোবাসা মানুষকে অজ্ঞানপ্রায় করে' দেয়, তার চক্ষু হতে বিশ্বনিখিলকে নির্ব্বাসিত করে; যাতে মানুষ মনুষ্যত্ব হারায়—সে বড় ভয়ানক অবস্থা!

কমলা। তাও ত বটে! এ ত বড় ভয়ানক! রোগ শক্ত। চিকিৎসা করা দরকার। বড়রাণীকে ডাকবো নাকি? সেই একা তোমার এ রোগ সারাতে পারে। কেমন দুটো ন্যাকা কথা বলে' সেদিন তোমায় যুদ্ধে পাঠিইছিল। ডাকবো?

জয়। না কমলা! এ রোগ তার চিকিৎসারও অসাধ্য হয়েছে। আর কেউ সারাতে পারে না। শোন কমলা—মাড়বারের সঙ্গে সম্রাট ঔরংজীবের যুদ্ধ বেধেছে। পিতা আমায় সেদিন ডেকে পাঠালেন। আমি উপস্থিত হ'লে বল্লেন—"যাও পুত্র! দুর্গাদাসের সাহায্যে যাও"। আমি মাথা হেঁট করে' রৈলাম। তিনি বল্লেন "কি জয়সিং—নীরব রৈলে যে?" আমি মাথা হেঁট করে রৈলাম। পরে বল্লেন—"বুঝেছি, আচ্ছা অন্তঃপুরে যাও; আমি ভীমসিংহকে পাঠাচ্ছি।" মাথা হেঁট করে' চলে' এলাম। পরে সরস্বতী এসে ভৎসনা কর্লে। কথা কৈলাম না। মনে ধিক্কার হোল—আমায় একি কর্লে কমলা! কি মোহে আচ্ছন্ন করেছো! কি নেশায় বিভোর করে' রেখেছো!

কমলা। আমি কিন্তু তোমায় কিছু খাওয়াই নি, টাওয়াই নি!—দোহাই ধর্ম্ম!—শেষে যে আঁমায় দুষবে, তা হবে না।

জয়। না কমলা, আমি তোমার দোষ দিচ্ছি না!—একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'রূপ কি সুরা'! এখন দেখছি যে রূপ—

কমলা। আফিং! আমিও সে দিন বলেছিলাম! তুমি বিশ্বাস কর্লে না।

জয়। কমলা আমি তোমায় ভালোবাসি।

কমলা। সে ত অনেকবার বলেছো।

জয়। তৃপ্তি হয় নাই। আবার বলছি ভালবাসি। বলতে বড় ভালো লাগে।

কমলা। তা যত খুসী বল।—তা মুখে যতই বল, আমি জানি কাযের বেলায় তুমি বড়রাণীগত প্রাণ।

জয়। আমি!

কমলা। নয় ত কি আমি!—আমি তোমার মুখের ভালোবাসা পেইছি মাত্র। কিন্তু কাজ গুছিয়ে নিয়েছে বড় রাণী।

জয়। কিসে?

কমলা। বলে' দরকার কি! [সাভিমানে প্রস্থান।

জয়। শোন কমলা।—না। এ নারীর ক্ষণিক অভিমান মাত্র! এই বৃষ্টি আর এই রৌদ্রে কি অপূর্ব্ব জাতিই তৈর করেছিলে পরমেশ!

সরস্বতীর প্রবেশ।

সরস্বতী। নাথ!

জয়। স্বরস্বতী।

সরস্বতী। মাড়বারে মোগল ও রাজপুতের মধ্যে যুদ্ধের পরিণাম শুনেছো?

জয়। না।

সরস্বতী। শুন্তে চাও? অবকাশ আছে?

জয়। বল শুনি।

সর। সমরে মাড়বার জয়ী হয়েছে। কিন্তু –

জয়। কিন্তু?—

সরস্বতী। কিন্তু তোমার ভাই আর নাই।

জয়। কে ভীমসিংহ?

সরস্বতী। হাঁ। তিনি এই যুদ্ধে মাড়বার রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছেন!"—বলিতে বলিতে সরস্বতীর কণ্ঠরুদ্ধ হইল।

জয়। মহৎ উদার বীরোত্তম ভাই! তুমি অক্ষয় স্বর্গ লাভ করেছো।

সরস্বতী। আর তুমি?

জয়। বুঝি নরক!

সরস্বতী। হায় নাথ! [প্রস্থান।

জয়। সরস্বতী আমায় ঘৃণা কোরোনা। আমি অক্ষম!—আমি অক্ষম!—এই যে পিতা আসছেন। সঙ্গে মাড়বার মহিষী ও সমরসিং। আমি কূপের ভেক, কূপের মধ্যে যাই। আমি পিতার অবজ্ঞাকরুণ দৃষ্টি সৈতে পার্ব্বো না। [প্রস্থান।

রাজসিংহ, মহারাণী ও সমরসিংহের প্রবেশ।

রাজ। এইখানে বোসো রাণী! ঘরে অসহ্য রকম উত্তাপ! এই জ্যোৎস্নালোকে বস'।—এই স্থানে ভীমসিংহের বড় প্রিয়স্থান ছিল। সে এখানে এসে ঐ নীল সরোবরের দিকে চেয়ে সমস্ত প্রভাত কাটিয়ে দিত।

সকলে বেদীর উপরে উপবেশন করিলেন।

রাণী। রাণা! ভীমসিংহের শৌর্য্যকাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার জিনিষ।

রাজ। আমি তাকে হারিইছি—চিরদিনের মত হারিইছি।

রাণী। রাণা! যুদ্ধে মরার চেয়ে ক্ষত্রিয়ের আর অধিক গৌরবের মৃত্যু কি আছে। ভীমসিংহ যদি আমার পুত্র হোত, তা' হলে তার অন্যরূপ মৃত্যু আমি কামনা কর্ত্তাম না।

রাজ। তুমি সত্য কথা বলেছ মহারাণী—বল সমরসিংহ! ভীমসিংহ কিরূপ যুদ্ধ কর্লে!

সময়। সে রকম যুদ্ধ আজ পর্য্যন্ত কেহ করে নাই রাণা। শুনুন! সে রাত্রি ঘোর অন্ধকার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মূষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। এরূপ ঘন অন্ধকার যে সেরূপ অন্ধকার বুঝি আর কখন হয় নাই। কেবল মুহূর্মুহু আকাশব্যাপী বিদ্যুচ্ছটার পিঙ্গল দীপ্তি সে অন্ধকারকে দীর্ণ কর্চ্ছিল। আর মুহূর্মুহু বজ্রধ্বনি সে ভীষণ রাত্রিকে আরো ভীষণ করে' তুলেছিল। উঃ—কি সে রাত্রি!

রাণী। তারপর?

রাজ। [উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে] এ রকম রাত্রি!—এ রকম রাত্রি!

সমর। এ হেন রাত্রিকালে আপনার পুত্র আমাদের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্বেও দশ সহস্র মেবার সৈন্য নিয়ে মোগলশিবির আক্রমণ কর্লে—মোগলসৈন্য লক্ষাধিক হবে!

রাজ। [উদ্‌ভ্রান্তভাবে] আমি তাঁকে নির্ব্বাসিত করেছিলাম—তাকে নির্ব্বাসিত করেছিলাম।

রাণী। ধন্য শিশোদীয় কুমার! তারপর?

সমর। তার পরে একটা প্রকাণ্ড কল্লোল—সেই বজ্রধ্বনি

ছাপিয়ে উঠে আমাদের কামানের বিরাট গর্জ্জন। আর সেই নৈশ বৃষ্টিধারা ছাপিয়ে শত্রুসৈন্যের আর্ত্তধ্বনি!

রাজ। [উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে] আমি নিজের দোষে তাকে হারিইছি।—পরে ভুল বুঝেছিলাম! কিন্তু বড় অধিক বিলম্বে!

রাণী। তারপর?

সমর। তখন আমি দশ সহস্র রাঠোর সৈন্য নিয়ে ভীমসিংহের সাহায্যার্থে গেলাম। গিয়ে দেখলাম,—সেই বিদ্যুতের আলোকে কি দৃশ্য দেখলাম রাণা—তা জীবনে ভুলতে পার্ব্বো না!

রাজ। [উদ্‌ভ্রান্তভাবে] সে দিন সে বলেছিল—পুত্র সেদিন বলেছিল যে এ যুদ্ধে প্রাণ দিতে যাচ্ছি।

রাণী। বল সমরসিং!—

সমর। মহারাণী! বিদ্যুতের আলোকে দেখলাম যে শত্রুসৈন্য বন্দুক তরবারি ভল্ল নিয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছে। ভীমসিংহের সৈন্য একটী বিশ্বগ্রাসী প্রলয়োচ্ছ্বাসের মত তার উপর গিয়ে পড়লো। অমনি বিপক্ষ পক্ষের বন্দুক আর কামান অগ্নি উদ্গীরণ কর্ল! কি সে যুদ্ধ!—যেন জ্বালামুখীর গৈরিক উদ্গারিত জ্বালার সঙ্গে ঘূর্ণীঝঞ্ঝার যুদ্ধ!

রাণী। ধন্য ভীমসিং!—তারপর?

রাজ। [উদ্‌ভ্রান্তভাবে] অভিমান করে' চলে' গেছে। পিতার প্রতি পুত্র অভিমান করে' চলে' গিয়েছে!

সমর। ভীমসিংহকে বিদ্যুতের আলোকে তখন দেখ্‌তে পেলাম; উন্মত্তের ন্যায়—মূর্ত্তিমান প্রলয়ের ন্যায়। যেখানে শত্রুসংখ্যা অধিকসেখানে ভীমসিংহ! তার দশসহস্র সৈন্য দশলক্ষ বোধ হতে লাগলো—একা ভীমসিংহ একত্রে দশ জায়গায় দশজন সৈন্যাধ্যক্ষের কাজ কর্ত্তে লাগ্‌লো।

রাণী। ভীমসিংহ, ভীমসিংহ, তুমি যদি আমার পুত্র হ'তে!

রাজ। [দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে] অভিমান করে' চলে' গিয়েছে।

রাণী। তার পর?

সমর। এই সময়ে রাঠোর সৈন্য মেবার সৈন্যের সাহায্যে এসে উপস্থিত হোল। তাদের আসা মাত্রই, শত্রুসৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে'—ঊর্দ্ধশ্বাসে পালালো। আমরা তাদের বহুদূর তাড়িয়ে নিয়ে গেলাম!

রাণী। তার পর?

সমর। শিবিরে ফিরে এলাম, ভীমসিংহকে দেখ্‌তে পেলাম না! পরদিন প্রাতঃকালে তার মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে দেখ্‌তে পেলাম।

রাণী। রাণা! আপনার পুত্র আজ স্বদেশ রক্ষা করেছে।

রাজ। ভীমসিং, ভীমসিং! পুত্র—পুত্র!—" রাণা মূর্চ্ছিত হইলেন।

পট পরিবর্ত্তন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—মোগলশিবির। কাল—দ্বিপ্রহর দিবা। সম্রাটপুত্র আকবর ও মোগল সেনাপতি তাহবর খাঁ।

আকবর। কি বল তাহবর খাঁ! এ যুদ্ধে আমরা সম্পূর্ণ পরাজিত হইছি।

তাহবর। সম্পূর্ণ! সে বিষয়ে কোনই ভুল নেই।

দুর্গাদাস।

আকবর। কি বীরত্ব এই রাজপুত জাতির! কামানের গোলাকে বন্ধুর মত আহ্বান করে, তরবারিকে প্রেয়সীর মত আলিঙ্গন করে!

তাহবর। কিন্তু তাদের তরবারিগুলো ঠিক প্রেয়সীর মত এসে যে আমাদের আলিঙ্গন করে, তা ঠিক বলতে পারি না সাহাজাদা! বরং অনেকটা বারাঙ্গনার মত ফস করে' দেখ্‌তে না দেখ্‌তে কণ্ঠদেশে এত শীঘ্র এসে পড়ে যে, বেশ একটা উদ্দেশ্য টের পাওয়া যায়।

আকবর। কি জাত! সাহসী বজ্রের মত; স্বচ্ছ আকাশের মত; উদার সমুদ্রের মত; কি জাত!

তাহবর। জাত ত বেশ! কিন্তু ঐ একটা দোষ সাহজাদা!—ফুর্স‌ৎ দেয় না। বড় বেশী ধাঁ করে' এসে পড়ে। দেখুন সাহজাদা, কাল রাতে শিবিরের মধ্যে নিশ্চিন্তভাবে শুয়ে রৈছি। বাহিরে বিপর্য্যয় ঝড় বৃষ্টি। কোন ভদ্রলোক সে সময় ঘর থেকে বেরোয় না। এই রাজপুত জাতটা তা মান্‌লে না! ঐ অন্ধকার ঝড়বৃষ্টি ফুঁড়ে ধাঁ করে' আমাদের শিবিরে এসে পড়লো—বন্দুক, বর্ষা না নিয়ে এলে হয়ত ভাব্‌তাম বুঝি তামাসা কর্চ্ছে।

আকবর। সোভানাল্লা! কি জাঁকালো রকম আক্রমণই কর্লে।

তাহবর। আর আমাদের সৈন্যগুলো কি জাঁকালো রকমই পালালে! সোভানাল্লা! এমনি উল্টো দিকে দৌড়লো যে, ঐ অন্ধকারে হোছট খেয়ে পড়লো না, এই আশ্চর্য্য!

আকবর। কিন্তু এ পরাজয়ের কথা শুনে পিতা কি বল্‌বেন?

তাহবর। তা ঠিক জানি না। তবে যে সন্দেশ খেতে দেবেন না সেটা নিশ্চিত। আমাকে ত আসবার আগে বেশ প্রাঞ্জল বিশুদ্ধ উর্দ্দুতে বলে' দিয়েছেন যে, আমি যদি এ যুদ্ধে হেরে আসি, ত আমার দুই হাতে

ছুগাছ লোহার বালা পরিয়ে দেবেন; সাড়ী পরাবেন কি না সেটা ঠিক করে' বলেন নি। তবে আমার নাচতে হবে না বোধ হয়।

আকবর। এখন উপায়? রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধ করে' জয়ের আশা ত নাই।

তাহবর। তা নাই। আর ও জাতের সঙ্গে যুদ্ধ করা-টায় আমার আপত্তি আছে।

আকবর। কি?

তাহবর। ওরা যুদ্ধ জানে না। সে দিন দেখ্‌লেন ত মেবারে? না খেতে দিয়ে মার্ব্বার ফন্দি বের কর্লে। এ কোন শাস্ত্রে লেখে? তারপর এখানে যুদ্ধ হবার পূর্ব্বে এসে আক্রমণ কর্লে।—কেউ শুনেছে! আরে যুদ্ধ কর্ব্বি ত যুদ্ধ কর্। তরোয়াল নে। ছবার এগো, ছবার পেছো; ছুটো চক্র দে; ছুটো বোল ছাড়্। না, ধাঁ করে' এসে একধার থেকে কাটতে সুরু কর্লে। যেন বেটা মাথাগুলো বেওয়ারিশি মাল পেয়েছে।

আকবর। না তাহবর খাঁ! আমি এজাতটাকে যতই দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি!—এদের সাহায্য পেলে আমি পৃথিবী জয় কর্ত্তে পারি।

তাহবর। এদের সাহায্য পেলে ত পারেন, না পেলে ত নয়।—আচ্ছা একটা ত কাজ কর্ত্তে পারেন।

আকবর। কি?

তাহবর। এঃ—এ যে ভারি সোজা কাজ। এতক্ষণ ত মাথায় ঢ়ুকিনি।—বেজায় সোজা। আঃ এমন কাজ একটা হাতে রয়েছে!

আকবর। কি! কি!

তাহবর। এ যে যতই ভাবছি, ততই বেশী সোজা বোধ হচ্ছে।—শুনুন, আপনি সম্রাট হ'তে চান ?

আকবর। কি রকম করে' ?

তাহবর। কি রকম করে' ?—অত এগিয়ে গেলে হবে না।—আগে চান কি না ?

আকবর। হাঁ চাই।

তাহবর। সোনার চাদ আমার! সম্রাট অমনি হলে'ই হোল!—পড়ে' রয়েছে!

আকবর। তুমিই ত প্রস্তাব কর্লে!

তাহবর। তা করেছি বটে। তবে শুনুন—এর এক খুব সোজা উপায় রয়েছে।

আকবর। কি! কি!

তাহবর। এই রাজপুত জাতি—হাঃ হাঃ হাঃ—এ যে ভারি সোজা।

আকবর। কি রকম ? কৈ ? খুব সোজা না কি ?

তাহর। ভারি সোজা! বলছিলেন না সাহজাদা যে, রাজপুত ভারি জাত ? ধরুন, তারা যদি ঔরংজীবকে নামিয়ে আপনাকে সিংহাসনে চড়িয়ে দেয়। আপত্তি আছে ? আমাদের সৈন্য আর রাজপুত সৈন্য যদি যোগ হয়—

আকবর। আমিও ঠিক সেই কথাই ভাবছিলাম। সোভানাল্লা!

তাহরর। আরে শুনুন। এ বাইজির গান নয় যে, না শুনেই চেঁচিয়ে উঠবেন, শোভানাল্লা! শেষ পর্য্যন্ত শুনুন।—এখন প্রশ্ন হতে পারে এই যে, রাজপুতেরা আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে কি না?—তাদের ত ঘুম হচ্ছে না।

আকবর। সেটা ত প্রশ্ন হতেই পারে বটে।—এঃ আবার ঘুলিয়ে দিলে!

তাহবর। তার যে অত্যন্ত সোজা উত্তর রয়েছে।

আকবর। রয়েছে না কি?

তাহবর। তার উত্তর হচ্ছে এই যে, কেন যে দেবে না তা ত বোঝা যাচ্ছে না।

আকবর। বাঃ খুব সোজা উত্তর ত!

তাহবর। বলি তারা দারার পক্ষ হয়ে লড়েনি? সম্রাটের পক্ষ হয়ে লড়েনি?

আকবর। আমিও ত তাই বলছিলাম।

তাহবর। কিন্তু——

আকবর। আবার কিন্তু কি—আবার সব ঘুলিয়ে দিলে!

তাহবর। কিন্তু সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দরকার। আমি বলি একবার রাঠোর সেনাপতির সঙ্গে সেটা যুক্তি করে' দেখ্‌লেই ত বেস পরিষ্কার বোঝা যায় ছাই।

আকবর। আমিও তাই বলছিলাম! ব্যস্—তুমি তবে রাঠোর শিবিরে যাও।

তাহর। সে বিষয়ে আমার একটু আপত্তি আছে। দুর্গাদাস যদি সেই সময়ে তরোয়াল খানা নাকের সামনে সেই রকম ঘোরায়—আর মাথায় হাত দিয়ে মাথাটা খুঁজে না পাই।

আকবর। তা ঘোরাবে না।

তাহবর। যদ্দি ঘোরায়?

আকবর। তখন বলো হাঁ।

তাহবর। তখন হাঁ বলবার ফুর্সৎ পেলাম কৈ। আমার মাথাটাই যদি রৈল আমার পায়ের নীচে পড়ে', তবে হাঁ বলবো কি দিয়ে!

আকবর। তবে উপায়?

তাহবর। উপায় এক—রাঠোর সেনাপতিকে এখানে ডাকা। পর্ব্বত যদি মহম্মদের কাছে না যায়, ত মহম্মদ ত পর্ব্বতের কাছে আসতে পারেন।

আকবর। ব্যস্—তাও ত হতে পারে। আমিও ত তাই——

তাহবর। তাও যখন হতে পারে, তবে তাই হোক না। সব গোল মিটে গেল ত। এখন আমি আসি—একটু নাসিকাধ্বনি করিগে যাই।"—বলিয়া তাহবর অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন।

আকবর। মন্দ কি—এতদ্ভিন্ন আমার সম্রাট হবার উপায় দেখি না! অন্ততঃ আজীম জীবিত থাকৃতে!—উঃ কি মেঘগর্জ্জন।

রাজিয়ার প্রবেশ।

রাজিয়া। বাবা বাইরে এসো। শিল পড়ছে —শিল পড়ছে।

আকবর। তা পড়ুক।

রাজিয়া। দেখসে! [হাত ধরিয়া টানিলেন]

আকবর। যাঃ তোর লজ্জা নেই। তুই বড় হইছিস! জানিস্? যাঃ—

বিষণ্ণভাবে রাজিয়া প্রস্থান করিল।

আকবর। দেখি! তীরে বসে' ঢেউ গুণে কি হবে। ঝাঁপিয়ে ত পড়ি! পরে যা হয় হবে। এই রমজান—সরাব লে আও, বাইজি লে আও!—উসি তাঁবুমে।

সপ্তম দৃশ্য।

—*—

স্থান—মরাঠা শম্ভুজির প্রাসাদের অন্তঃপুর কক্ষ। কাল—রাত্রি। রমা একাকিনী কাণ পাতিয়া কি শুনিতেছিলেন।

রমা। উঃ কি চীৎকার! কি পৈশাচিক হাস্যধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে রমণীর আর্ত্তনাদ। একি! নৈশ ব্যভিচারলীলা বাড়্‌তেই চলেছে।

পরিচারিকার প্রবেশ।

পরি। কেন গা? ডাক্‌ছিলে কেন?

রমা। দেখে আয় ত বোন্‌, বাহিরে ও কিসের কোলাহল।

পরি। কিসের আবার! জাননা আর কি?—ন্যাকা সাজো কেন?

রমা। কিন্তু দেখে আয় রমণীটি কে?

পরি। কে আবার!—শুন্‌লাম এক ব্রাহ্মণের ইস্তিরি! রাজার ঐ পোড়ারমুখো শনি কাব্‌লেস খাঁ—তাকে নিয়ে এসেছে। এখন তারা দুজনে মিলে তাকে নিয়ে চেঁচাচ্ছে। আবার কি।

রমা। তবু দেখে আয় রমণীটি কে?—সে কি সত্যই কুলনারী।

পরি। সত্যি মিথ্যা তুমি দেখে এসো। আমি পার্ব্বো না। শেষে নকরি কর্ত্তে এসে জান দেবো। যদি মোরেই দু'ঘা বসিয়েই দেয়! বিশ্বেস কি?

রমা। হায় স্বামী! [ক্রন্দন]

পরি। এই নাকিস্থর ধর্লে। তুমি চুপটি করে' বসে' থাকো। তোমার রাণীপদ কেউ কেড়ে নিচ্ছে না। তুমি যে রাণী আছো, সেই রাণীই থাক্‌বে। ভয় নেই।

রমা। কি বোন্‌! ভাবিস্‌ যে আমি সেই ভয়ে কাঁদছি। এরকম রাণী হওয়ার চেয়ে কাটকুড়োনী হওয়াও ভাল ছিল।

পরি। ওমা বলে কিগো! বলি সোনার পালঙে বসে' অমন বলা সোজা যে কাটকুড়ানী হওয়া ভালো। কখন গতর খাটিয়ে ত খেতে হয় নি!

রমা। আমি তাই খাবো বোন্। আমাকে তুই শেখা। এ রকম নামে মাত্র রাণী থাকৃতে চাইনা। যদি রাণী হয়েও কুলনারীর ধর্ম্ম রক্ষা কর্ত্তে না পার্লাম ত রাণী হয়ে লাভ কি।

পরি। নাও, তোমার আর ব্যাখ্যানী শুন্তে চাইনে। তোমার যা মনে লাগে কোরো। মোর কি! আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি ভাই।"—বলিয়া দ্রুত চলিয়া গেল।

রমা। হায় নাথ! এতদিন বারাঙ্গনা নিয়ে নৃত্যগীত কর্ত্তে—কর্ত্তে। যে স্বেচ্ছায় ব্যভিচারিণী—যে ব্যবসায় কুলটা, তাকে নিয়ে হাস্যপরিহাস করো, যায় আসে না; কিন্তু কুলবধূকে দুর্গের ভিতরে টেনে এনে তার অপমান!—সাবধান! ধর্ম্মে সৈবে না, এতদূর ধর্ম্মে সৈবে না।

অষ্টম দৃশ্য।

স্থান—মোগলশিবির। কাল—রাত্রি। মকুটশোভিত আকবর সিংহাসনারূঢ় মস্তকে রাজচ্ছত্র ও পার্শ্বে চামর ধারণীদ্বয়। সম্মুখে পারিষদবর্গ ও নর্ত্তকীবৃন্দ।

আকবর। আমি সম্রাট আকবর নম্বর দোয়েম্।—কি না?

১ পারিষদ। হাঁ।

আকবর। আমার মাথায় রাজচ্ছত্র আছে—কি না?

২ পারিষদ। আছে বলে' আছে!

আকবর। আমার জয়পতাকা উড়ছে—কি না?

৩ পারি.। শুধু উড়ছে! একবারে পত পত শব্দে উড়ছে।

আকবর। ব্যস্! আর কিছু চাই না, গাও।

বাজনা বাজিল।

আকবর। দাঁড়াও।—সম্রাট বেটা কি কচ্ছে বল্‌তে পারো?

১ পারিষদ। সে বেটা পালিয়েছে।

আকবর। উঁহুঃ—বেটা পালাবার ছেলে নয়। বেটা যুদ্ধ কর্ব্বে। সহজে ছাড়বে?—তা করুক বেটা যুদ্ধ। যখন আমার পক্ষে দুগ্‌গোদাস আছে. আমি কাউকে ডরাই নে।—ওহে জানো বেটা দুগ্‌গোদাসকে বাবা—অর্থাৎ কিনা দুগ্‌গোদাসকে বেটা বাবা ভারি ডরায়।

৩ পারিষদ। ডরায় নাকি? হাঃ হাঃ হাঃ।

আকবর। উঃ!—সেদিন এক বেটা ছবিওয়ালা শিবজি আর দুগ্‌গোদাসের ছবি এঁকে নিয়ে এসে বাবাকে দেখাচ্ছিল। তা বাবা শিবজির ছবি দেখে বল্লে "এ বেটাকে সাপটে নিতে পারি—কিন্তু ঐ বেটা—কিনা দুগ্‌গদাস—জ্বালাবে।

২ পারিষদ। ছবি দুটো কি রকম এঁকেছিল।

আকবর। শিবজি এঁকেছিল গদিতে বসে' আছে; মাথায় মুকুট, কপালে তিলক। কিন্তু দুগ্‌গদাস ঘোড়ার উপর চড়ে' বর্ষার আগায় ভুট্টা পোড়াচ্ছে।

২ পারিষদ। ও বাবা! শুনেই আমাদের ভয় পাচ্ছে, তা সম্রাট—

আকবর। সম্রাট কে?

১ পারিষদ। [দ্বিতীয় পারিষদকে] হাঁ সম্রাট কে হে?

আকবর। সম্রাট ত আমি।

১ পারিষদ। জাঁহাপনাই ত সম্রাট, খোদাবন্দ!

আকবর। ব্যস—তবে গাও।

বাজনা বাজিল।

আকবর। হাঁ শোন।—দুর্গাদাস কোথায় গেল? কেউ জানো?

৩ পারিষদ। কৈ? না।

আকবর। হাঁ উদয়পুরে গিয়েছে বটে;—তবে আমার অনুমতি না নিয়ে গেল কেন? কেন যায়!—আমি সম্রাট—সে জানে না?—কেন যায়?

২ পারিষদ। হাঁ কেন যায়!

আকবর। ও! রাণা রাজসিংহের পীড়ার খবর পেয়ে গিয়েছে বটে! আচ্ছা এবার তাকে মাফ কর্লাম।

২ পারিষদ। হুজুর মা বাপ।

আকবর। আমি সম্রাট।

১ পারিষদ। হাঁ হুজুরই ত সম্রাট—আবার কে?

আকবর। ব্যস্! তবে গাও।

গীত।

আহা কি মাধুরী বিরাজে।
নন্দনকানন ভুবন মাঝে॥
উঠে রূপ রঙ্গে, তরঙ্গ ভঙ্গে,
নৃত্যবিঘূর্ণিত শত পেশোয়াজে—
মণ্ডিত মোহন বিচিত্র সাজে।
চরণে কিঙ্কিনী, রিনিনি রিনি ঝিনি,
তালে তালে উঠে—তাজ্ব বে তাজে
বেণু বীণা ঘন মৃদঙ্গ বাজে।

দুর্গাদাস।

নৃত্যগীতের মধ্যে রাজিয়া আসিয়া দূরে একটি ত্রিপদীর উপর দক্ষিণ হস্তের কফোনি রাখিয়া ও দক্ষিণ করতলে চিবুক রাখিয়া গান শুনিতেছিল।

আকবর। সোভানাল্লা—স্বর্গ যদি এই রকম হয় ত স্বর্গ বড় সুখের জায়গা।

রাজিয়া। ভূপালীতে ত কড়িমধ্যম নেই।

আকবর। এই! তুই এখানে কেন?

রাজিয়া। তা হবে মিশ্রভূপালী—বাবা! মা ডাক্‌ছেন।

আকবর। তোর মার ঠাকুর্দ্দার পিণ্ড!—এই কি ডাকবার সময়?—এঃ সব ঘুলিয়ে দিলে!

পারিষদ। সব ঘুলিয়ে দিলে, জনাব সব ঘুলিয়ে দিলে!

আকবর। যাঃ এখন ভেতরে যা।—তোর লজ্জা নেই।—এখানে এসে উপস্থিত।

রাজিয়া। মা ডাকছেন; তাঁর অসুখ বড় বেড়েছে।

আকবর। তাই কি!—অসুখ ত হাকিম ডাক্। আমি কি কর্ব্ব!-আমি এখন যাবো না।

রাজিয়া। তিনি মৃত্যু শয্যায়। তিনি বল্লেন "রাজিয়া তুই তাঁকে গিয়ে বল্ যে মর্ব্বার আগে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা কর্ত্তে চাই।"

আকবর। দেখা! দেখা করে' কি হবে!—সব ঘুলিয়ে দিলে!—মর্ব্বার কি আর সময় পেল না! যাঃ—এই তোমরা কেউ একে ভেতরে রেখে এসো।—এই কোন্ হায়।

দৌবারিকের প্রবেশ।

আকবর। একে ভেতরে রেখে আয়।—টেনে নিয়ে যা।—দাঁড়িয়ে রৈলি যে।—

দৌবারিক আসিয়া রাজিয়ার হাত ধরিরা কহিল—"আসুন সাহাজাদী !"

রাজিয়া। খবর্দ্দার।—বাবা ! আমি তোমার মেয়ে !—একজন চাকর এসে আমার হাত ধরে !—

আকবর। আমার হুকুম।

রাজিয়া। "তোমার হুকুম !—বাবা !"—বলিয়া অপমানে কাঁদিয়া সেখান হইতে রাজিয়া চলিয়া গেল।

আকবর। সব ঘুলিয়ে দিলে ! সব ঘুলিয়ে দিলে।—এই—গাও—নাচো—

আবার বাজনা বাজিল।—

এইসময়ে তাহবর খাঁ শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

আকবর। কে ! তাহবর খাঁ ? সেনাপতি ?

তাহবর। সাহজাদা—

আকবর। এই !—সাহজাদা কি ?—বল 'সম্রাট'—'জাঁহাপনা'—এ দিকে দেখছো না ?"—রাজচ্ছত্র দেখাইলেন।

তাহবর। দেখছি বৈ কি !—আমি এ দিক দেখছি। সাহজাদা একবার এসে ওদিকটা দেখুন।

আকবর। কেন ! ওদিকে কি হয়েছে ?

তাহবর। ওদিকে রাজপুত সৈন্য আপনাকে পরিত্যাগ করেছে।

আকবর। পরিত্যাগ করেছে ! তাহবর ! তুমি কি নেশা করেছো' ?—ভাং, চণ্ডু, না তাড়ি ? পরিত্যাগ করেছে বল কি হে ! তা কখন হতে পারে ?

তাহবর। শুধু হ'তে পারে না। সেই রকম ঠিক হয়েছে।—ঘোড়ার কিস্তী, দাবা গেল।

আকবর। দাবা গেল কি ?

তাহবর। হাঁ সাহজাদা! রাজপুতদের কে বুঝিয়েছে যে, সাহজাদা সম্রাটের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

আকবর। সম্রাটই বা কে আর সাহজাদাই বা কে ?—এঃ সব গুলিয়ে দিলে!

তাহবর। সব ঘুলিয়ে দিলে সাহজাদা! বাহিরে এসে দেখুন—বাহিরে একটিও রাজপুত শিবির নেই, সব ঘুলিয়ে গিয়েছে।

আকবর। বল কি—আর আমাদের সৈন্য ?" ——বাদ্যকরগণকে কহিলেন—"এই চোপ রও।

তাহবর। সম্রাটের সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

আকবর। চক্রান্ত! চক্রান্ত! তাহবর তোমার চক্রান্ত!—

তাহবর। যুবরাজ মদিরা বেশী খেয়েছেন। আমার চক্রান্ত! নিজের গর্দ্দান দিয়ে চক্রান্ত! আপাততঃ কিস্তি সামলান। ঘোড়ার কিস্তি, দাবা গেল।

আকবর। আমি বুঝেছি, তোমার চক্রান্ত! পাকড়ো—এই কোন্ হ্যায়।

তাহবর। হাঃ হাঃ হাঃ এখন কে কাকে পাকড়ায় সাহজাদা? আর আমার গর্দ্দান নিলে আপনার গর্দ্দান বাঁচবে না!—একটা কথা শুনুন সাহাজাদা! আমি একটা উপায় ঠাউরেছি। বিকানীরের মহারাজের কাছে এক পত্র পেয়েছি যে যদি এখনো সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করি, তিনি আমাদের ক্ষমা কর্ব্বেন। তাই চেষ্টা করে' দেখা যাক না। চলুন সম্রাটের কাছে।

আকবর। পিতার কাছে!

তাহবর। মন্দ কি? আমার এই মাথাটার উপর যে আমার বিশেষ ভক্তি আছে তা নয়। তবে দেখা যাক্ যদি টেনেটুনে রাখ্‌তে পারি। চেষ্টা করা মন্দ কি?

[প্রস্থান।

আকবর। কি রকম! রাজপুত জাত বিশ্বাসঘাতক।—তারা পরিত্যাগ কর্ব্বে!—সব ঘুলিয়ে দিলে। এই কে আছো—কুছপরোয়া নেই—নাচো—গাও—

আবার বাজনা বাজিল—

পট পরিবর্ত্তন।

নবম দৃশ্য।

স্থান—আজমীরে ঔরংজীবের বহিঃকক্ষ। কাল—প্রহরাধিক রাত্রি। ঔরংজীব অর্দ্ধশয়ান, সম্মুখে দিলীর খাঁ।

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! রাজপুত শিবির হতে আর কোন সম্বাদ পেয়েছো?

দিলীর। সম্বাদের মধ্যে তাদের বজ্রনিনাদসম কামানের ধ্বনি শুনেছি—তার বেশী কিছু নয়। ধ্বনি ক্রমেই নিকটতর আর স্পষ্টতর হচ্ছে।

ঔরংজীব। উদ্দেশ্য?

দিলীর। উদ্দেশ্য বিশেষ সাধু বলে' বোধ হচ্ছে না।

ঔরংজীব। আকবর! আকবর!—আমাকে ঠেলে ফেলে তুমি

সম্রাট হবে ঠিক করেছো? একদিন তুমিই সম্রাট্ হ'তে!—তোমার জন্য এত যত্ন, এত শ্রম, এত ব্যয় সব নিষ্ফল হ'ল! —দিলীর খাঁ! আমি ...কখন ভাবিনি।

দিলীর। কেন যে ভাবেননি, তা বল্‌তে পারিনা। আকবর বাদশাহী চালই চেলেছেন? তবে তিনি মৌজাম, আজীম, আর কামবক্স সম্বন্ধে বাদশাহী নীতি অবলম্বন ক'র্‌বেন কিনা তা এখনো টের পাওয়া যায় নি।

ঔরংজীব। দিলীর! যে হত্যাকাণ্ড দ্বারা আমার এই সাম্রাজ্য অধিকার ক'র্ত্তে হয়েছে, আমার মত নয় যে তার পুনরভিনয় হয়।

দিলীর। সম্রাটের মত এরই মধ্যে অনেক বদলেছে দেখছি—আহা সম্রাট সাহজাহান যদি এসময় বর্ত্তমান থাকৃতেন! তাঁর দেখেও সুখ হোত।

ঔরংজীব। সাবধান হয়ে কথা কও দিলীর খাঁ!

দিলীর। কি জন্য সম্রাট? দিলীর সত্য কথা বলতে কখন কারো অপেক্ষা রাখেনা! সম্রাট কি ভাবেন যে একথা স্বপ্নেও আকবরের মনে আসতো, যদি সম্রাট তার পথ না দেখাতেন। জাঁহাপনা! বন্ধুর উপদেশ শুনুন! এখনও পুণ্যকার্য্যে সে হত্যাকাণ্ডের প্রায়শ্চিত্ত করুন। জিজিয়া কর রধ করুন। হিন্দুজাতিকে বন্ধু করুন। আর বলতে হবে কি—সর্ব্ব সর্ব্বনাশের মূল এই কাশ্মীরী বেগমকে দূর করুন। নহিলে এই অন্যায় পরম্পরার ফলভোগ কর্ব্বার জন্য প্রস্তুত থাকুন।"—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ঔরংজীব। কথা সত্য! তিক্ত হলে' কি কর্ব্ব। সত্য! তারই পুনরভিনয় হচ্ছে; দারা! সরল উদার ভাই দারা! ক্ষমা? কোরো।

দুর্গাদাস।

আমি অন্যায়, ঘোরতর অন্যায় করেছি বটে—কিন্তু সে এই ইসলাম ধর্ম্মের জন্য।—ঈশ্বর সাক্ষী!

শ্যামসিংহের প্রবেশ।

ঔরংজীব। কি সম্বাদ মহারাজ?

শ্যাম। কার্য্য উদ্ধার হয়েছে—জাঁহাপনা। যতদূর আশা করিনি তা' হয়েছে! রাজপুতরা আকবরকে পরিত্যাগ করেছে!

ঔরংজীব বলিলেন—"কিরূপ?"

শ্যাম। তারা ঘোড়া ছুটিয়ে রাজ্যের দিকে গিয়েছে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কুমার নৃত্যগীতে ব্যস্ত থাকায়, তা লক্ষ কর্ত্তে অবসর পান নি! তিনি এখনো ঘুমোচ্ছেন।

ঔরংজীব। কি রকম?

শ্যাম। বন্দার পরামর্শে জাঁহাপনা আকবরকে যে পত্র লিখেছিলেন—

ঔরংজীব। কোন্ পত্র?

শ্যাম। এই বলে' যে "কুমার আকবর যে মতলব করেছেন যে রাজপুতেরা সম্রাটকে যেই আক্রমণ কর্ব্বে, আকবর পিছন থেকে রাজপুতদের আক্রমণ কর্ব্বেন, এ মতলব অতি সুন্দর"—সে পত্রখান আমি সেনাপতির ভাই সমরসিংহের হাতে দিতে বলেছিলাম। রাজপুতেরা সে কথা বিশ্বাস করেছে; আর রাজপুতের সঙ্গে আকবরের যোগদান করা সম্রাটের ছল এইরূপ বুঝে তা'রা আকবরকে পরিত্যাগ করেছে।

ঔরং। সত্য মহারাজ? সে কথা রাজপুত বিশ্বাস কর্ব্বে আমি ভাবি নাই। দুর্গাদাস তাই বিশ্বাস করেছে?

শ্যাম। দুর্গাদাস সেখানে নাই। সে রাজসিংহের পীড়া সংবাদ শুনে উদয়পুর গিয়েছে।

ঔরংজীব। আর তাহবর খাঁ—তার সম্বাদ কি?

শ্যাম। তাহবর খাঁ বন্দী! তাকে আমি পত্র লিখেছিলাম যে—"তুমি এখনও যদি বিদ্রোহীদের পরিত্যাগ করে' তোমার অধীনস্থ সৈন্য নিয়ে এসে সম্রাটের মার্জ্জনা ভিক্ষা কর, তিনি মার্জ্জনা কর্ব্বেন,।" সেই পত্র তিনি বিশ্বাস করে' মোগলশিবিরে এসেছিলেন। কুমার আজীম অমনি তাকে বন্দী করেছেন।

ঔরংজীব। মহারাজ! আপনার কাছে যে আমি কি কৃতজ্ঞ রৈলাম, তা আর কি বলবো।

শ্যাম। সম্রাটের অনুগ্রহ!

ঔরংজীব। ও কিসের গোলোযোগ বাহিরে?

শ্যাম। দেখি।"—বলিয়া শঙ্কিতভাবে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ঔরংজীব। এ কি! কোলাহল যে বাড়ছেই!—অস্ত্রের শব্দ! এ কি! বন্দুকের শব্দ!—দৌবারিক।

রক্তাক্ত কলেবরে তাহবর প্রবেশ করিলেন।

ঔরংজীব। তাহবর খাঁ!

তাহবর। এই যে সম্রাট!" সম্রাটের প্রতি পিস্তল লক্ষ্য করিলেন; এমন সময় দিলীর খাঁ আসিয়া কহিলেন—"খবর্দ্দার"! তাহবর একবার মাত্র ফিরিয়া দেখিলেন, আবার সম্রাটের প্রতি পিস্তল লক্ষ্য করিলে দিলীর খাঁর পিস্তলে ভূপতিত হইলেন।

ঔরংজীব। বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি! নেমক হারাম কুক্কুর!

দুর্গাদাস।

দিলীর। মরে' গিয়েছে জাঁহাপনা! গালগুলো একটাও শুন্তে পেলেনা।

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ।

দিলীর। জাঁহাপনা! তার আর আশ্চর্য্য কি! আপনার প্রাণরক্ষা কর্ব্বার জন্যই ত মাহিনা খাচ্ছি।

ঔরং। দিলীর খাঁ! তোমাকে চ্যুত করে এই পাঠানকে সেনাপতি করেছিলাম।—তার এই ফল। আমাকে ক্ষমা কর দিলীর!

দিলীর। জাঁহাপনা আমি সামান্য ভৃত্য! আমায় ও কথা!

ঔরং। তুমি ভৃত্য নও, এ রাজ্যে একা তুমিই আমার বন্ধু। কি পুরস্কার চাও দিলীর?

দিলীর। জাঁহাপনার জীবন রক্ষা কর্ত্তে পেরেছি, এই আমার প্রচুর পুরস্কার।—আর কিছু চাহি না।

ঔরং। দিলীর! তুমি মহৎ।

দশম দৃশ্য।

—*—

স্থান—রাজপুত-শিবির। কাল—সন্ধ্যা। দুর্গাদাস, সমরসিংহ ও রাজপুত সর্দ্দারগণ।

দুর্গা। বিজয় সিং! এবার সত্যই আমরা প্রতারিত হয়েছি।

সমর। তুমি এতদিনে মোগলকে চেনো নাই, দুর্গাদাস!

বিজয়। আকবর এত কূট, আমি তা ভাবিনি!

মুকুন্দ। দেখতে বেশ সরল।

গোপীনাথ। তবে নেহাইৎ অপদার্থ। চব্বিশঘণ্টা নৃত্যগীত। কিন্তু ওরকম লোক ত খল হয় না।

সমর। গোপীনাথ! মোগলের সবই সম্ভব।—আমি জলকে বিশ্বাস কর্ত্তে পারি, গহ্বরকে বিশ্বাস কর্ত্তে পারি, সর্পকে বিশ্বাস কর্ত্তে পারি; কিন্তু মোগলকে বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না! এ তার জাতিগত ধর্ম্ম! কর্ব্বে কি?

গোপীনাথ। সেনাপতি! রাণা রাজসিংহের মৃত্যু হোল কিসে?

দুর্গা। ঠিক জানা যায় নি। কুমার ভীমসিংহের মৃত্যুসম্বাদ শুনে তিনি মূর্চ্ছিত হয়েন, সে মূর্চ্ছা আর ভাঙে নি।

দৌবারিক প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিয়া কহিল—"প্রভু! সম্রাটপুত্র আকবর সপরিবারে দ্বারদেশে উপস্থিত।"

বিজয়। আকবর?

দুর্গা। সপরিবারে?

সমর। সাবধান! এর মধ্যে আরো কিছু আছে। ঢুক্‌তে দিও না।

দুর্গা। না, শুনি। বন্ধুর সঙ্গে দুই একবার দেখা না কর্লে যায় আসে না, দাদা! কিন্তু শত্রুকে ফেরাতে নেই।—[দৌবারিককে] তাঁদের সসম্মানে নিয়ে এসো দৌবারিক।

দৌবারিক প্রস্থান করিল।

মুকুন্দ। এর অর্থ?

সমর। আর এক জুয়াচুরী—সাবধান দুর্গাদাস!

গোপীনাথ। এ যুদ্ধে কি বিস্ময়ের অন্ত নাই।

দুর্গা। সকলে এঁদের যথোচিত সম্মান দেখাবে।

সপরিবারে আকবরের প্রবেশ।

সকলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন।

দুর্গাদাস। আজ আমাদের এ সম্মান কি হেতু সাহাজাদা ?

আকবর। রাঠোর সেনাপতি! আমি প্রতারিত হয়েছি।

সমর। আপনি প্রতারিত হয়েছেন ? না আমরা প্রতারিত হয়েছি?

আকবর। হয় ত উভয়েই প্রতারিত। রাজপুতসৈন্য আমার সহায় হয়ে আমাকে সম্রাটপদে অভিষেক করে', পরে আমি যখন নিশ্চিন্ত; যখন আমি পিতার বিদ্বেষভাজন ; তখন রাজপুত আমাকে পরিত্যাগ করেছে।

সমর। মিথ্যা কথা।

রাজিয়া। সৈনিক!—পিতাকে অসম্মান কর্ব্বেন না!" বলিয়া রাজিয়া বাষ্পাকুললোচনে দুর্গাদাসের দিকে চাহিলেন।

দুর্গা। একটু চুপ কর দাদা।—সাহজাদা! রাজপুত বিনাকারণে আপনাকে পরিত্যাগ করে নাই। রাজপুত বিশ্বাসঘাতকের জাত নয়। সম্রাটের এই পত্রপাঠে এঁরা বোঝেন যে রাজপুতের সঙ্গে সন্ধি সাহজাদার ছল।—পড়ুন এই পত্র।"—বলিয়া আকবরের হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিলেন।

আকবর পত্রপাঠান্তর কহিলেন "সেনাপতি এ মিথ্যা।"

সমর। কি মিথ্যা ?—এ সম্রাটের হস্তাক্ষর নয় ?

আকবর। হাঁ তাঁরই হস্তাক্ষর। কিন্তু এ পত্র কপট; আমাদের বিচ্ছিন্ন কর্ব্বার অভিপ্রায়ে লিখিত। এ পত্র আমার নামে বটে; কিন্তু রাজপুত সেনাপতির উদ্দেশে প্রেরিত। নহিলে এ পত্র আমার হাতে না পড়ে' রাজপুত সেনাপতির হাতে পড়্বে কেন? মোগলদূত কি রাজপুত মোগল চেনেনা? যদি এ সত্যকথাই হয়, তবে এ হেন গোপনীয় সম্বাদ দূত কি যার তার হাতে দিত ?

দুর্গাদাস সকলের প্রতি চাহিলেন—বলিলেন "কি বল?"

সমর। আমরা শুন্তে চাইনা। আমরা বারবার মোগলের দ্বারা প্রতারিত হয়েছি। তার সঙ্গে কোন সংস্রব রাখ্‌তে চাইনা।

আকবর। রাঠোর বীর! আমার দুকূল নষ্ট করে' আমাকে অতল জলে ভাসিয়ে দেবেন না। আমি আপনার আশ্রয় ভিক্ষা কর্চ্ছি।

দুর্গা। সভার কি মত?

বিজয়। আমি বলি মোগলের সংস্রবে না থাকাই ভালো।

মুকুন্দ। আমারও সেই মত! মোগলের সঙ্গে সাক্ষাৎ একস্থানেই প্রার্থনীয়—সে সমর ক্ষেত্রে।

জগৎ। আমিও তাই বলি! মোগলের সঙ্গে বন্ধুত্ব কামনা করিনা। আমরা যুদ্ধ কর্ত্তে জানি—যুদ্ধই কর্ব্ব।

দুর্জ্জন। সেনাপতি! আমারও সেই মত সাহাজাদা। ফিরে যান মোগলের শিবিরে। আপনার পিতার ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি নিশ্চয়ই নিজের পুত্রকে ক্ষমা কর্ব্বেন।

আকবর। তবে আপনারা আমার পিতাকে চেনেন না।

সমর। বেশ চিনি। আর অধিক চিনবার প্রয়োজন নাই।—ফিরে যান যুবরাজ।

আকবর দুর্গাদাসকে কহিলেন "রাঠোরসেনাপতি! আমি আপনার আশ্রয় ভিক্ষা কর্চ্ছি।

দুর্গা। সামন্তগণ! ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আশ্রয়দান করা।

সমর। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম হতে পারেনা সর্পকে দুগ্ধ দিয়ে পোষা।

আকবর। আমায় বিশ্বাস করুন, আমি প্রতারিত হইছি।

দুর্জন। সম্ভব। তথাপি এ ব্যাপারের মধ্যে না থাকাই ভালো।

আকবর। এই কি সভার মত? রাজপুতজাতি আশ্রয়দানে অসম্মত?

সকলে নিস্তব্ধ রহিলেন।

দুর্গা। সকলেই অসম্মত?

সকলে। আমরা সকলেই অসম্মত।

আকবর। সেনাপতি! আমি সম্রাটের পুত্র—প্রতারিত, পরিত্যক্ত, নতজানু হয়ে, পুত্রকন্যাসহ আপনার আশ্রয় ভিক্ষা কর্চ্ছি। [পুত্রকন্যা-গণকে] নতজানু হও সাহাজাদা! নতজানু হও সাহজাদি।

রাজিয়া নতজানু হইয়া সবাষ্পনেত্রে কহিলেন "দুর্গাদাস! পিতাকে রক্ষা কর।

দুর্গা। সকলেই অসম্মত?

সকলে। আমরা সকলেই অসম্মত।

দুর্গা। উত্তম! তবে আমি একা সম্মত।—সামন্তগণ! দুর্গাদাস আপনাকে ক্ষত্রিয় বলে' পরিচয় দেয়। আশ্রয়প্রার্থীকে সে আশ্রয়-দানে পরাঙ্মুখ হবে না। সামন্তগণ! ইচ্ছা হয় আমাকে পরিত্যাগ কর। আমি আশ্রিতকে পরিত্যাগ কর্ব্ব না—চলে' আসুন যুবরাজ! যতদিন দুর্গাদাস জীবিত আছে, কারো সাধ্য নাই যে আপনার একটি কেশও স্পর্শ করে।

[যবনিকা পতন।]

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—দিল্লীর দরবার-কক্ষ। কাল—প্রভাত। সম্রাটপুত্র মৌজাম ও সেনাপতি দিলীর খাঁ দণ্ডায়মান।

দিলীর। তা হলে দুর্গাদাস আকবরকে নিয়ে দক্ষিণাত্যে গিয়েছে।

মৌজাম। হাঁ সেনাপতি! আকবরকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য তাঁর সামন্তগণ তাঁকে পরিত্যাগ করেছে। এখন তাঁর শম্ভুজীর আশ্রয় গ্রহণ করা ভিন্ন উপায় নাই।

দিলীর। ধন্য দুর্গাদাস!

মৌজাম। পাঁচশ মাত্র তাঁর একান্ত অনুগত সৈন্য এ দূরপ্রবাসে তাঁর সহযাত্রী হয়েছে। আমি সসৈন্যে তাদের ঘেরাও করেছিলাম। দুর্গাদাস একদিন রাত্রিকালে তাঁর পাঁচশ সৈন্য নিয়ে মোগল কটক ভেদ করে' চলে গেলেন।—পরে শুনলাম দুর্গাদাস দাক্ষিণাত্যে গিয়েছেন।

দিলীর। ধন্য; ধন্য দুর্গাদাস!

মৌজাম। সম্রাটের আজ্ঞাক্রমে ৪০০০০ স্বর্ণমুদ্রা দুর্গাদাসকে পাঠিইছিলাম। দুর্গাদাস সে সমস্ত আকবরকে দিয়েছেন। নিজে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেননি।

দিলীর। আবার বলি ধন্য দুর্গাদাস!

মৌজাম। এখন মাড়বারের সেনাপতি কে?

দিলীর। দুর্গাদাসের ভাই সমরসিংহ।

মৌজাম। আকবরের পরিবার?

দিলীর। তাঁরই আশ্রয়ে। তাঁর বেগমের মৃত্যু হয়েছে। তবে সাহজাদী সমরসিংহের আশ্রয়ে।

আজীমের প্রবেশ।

আজীম। সেনাপতি! সম্রাটের ইচ্ছা রাজপুতের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করা। এই কথা আপনাকে জানাতে সম্রাট আমায় পাঠিয়েছেন।

দিলীর। কি! সত্য? সন্ধি! সত্য সাহাজাদা?—সম্রাট সত্যই কি সন্ধিপ্রার্থী?

আজীম। হাঁ সেনাপতি।

দিলীর। ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন।—এখন সন্ধির প্রস্তাবটা কর্ব্বে কে? আমি না সম্রাট স্বয়ং?

আজীম। রাজপুত কর্ব্বে।

দিলীর। রাজপুত! তা'রা জয়ী হয়ে সন্ধির প্রস্তাব কর্ত্তে আস্‌বে!

আজীম। পিতা বল্লেন, তিনি সন্ধির প্রস্তাব কর্ত্তে পারেন না। তাতে তাঁর মর্য্যাদার হানি হয়।

দিলীর। অতএব তাঁর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বিজয়ী রাজপুত সন্ধি ভিক্ষা কর্ব্বে!—এ বুদ্ধি সম্রাটকে কে দিল!

আজীম। বিকানীরের মহারাজ শ্যামসিংহ। তিনি বল্লেন যে, সম্রাটের মর্য্যাদা রেখে তিনি সন্ধি স্থাপন করিয়ে দেবেন।

দিলীর। ও!—বুঝেছি। তবে সম্রাটের এ পূর্ব্ববৎ কপট সন্ধি!

আজীম। সেনাপতি! মুখ সামলে কথা কইবেন।

দিলীর। হুঁ!—সাপের চেয়ে সাপের ছ্যাপের চক্র বড় দেখছি।—যান, কুমার আজীম! সম্রাটকে বল্‌বেন গিয়ে যে, যদি সম্রাট সত্যই

রাজপুতের সঙ্গে সন্ধি কর্ত্তে চা'ন, তা'লে আমি সম্মানকর সর্ত্তে যা'তে সন্ধি হয় তার ব্যবস্থা কর্ব্ব।—আর যদি তাঁর এ কপট সন্ধি হয় ত, তাঁকে বল্‌বেন—এর মধ্যে আমি নাই।"—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মৌজাম ও আজীম অন্তঃপুরাভিমুখীন হইলেন।

মৌজাম। পিতা হঠাৎ সন্ধি কর্ত্তে চান কেন আজীম!

আজীম। তিনি এখন দাক্ষিণাত্যে যেতে চান। তার জন্য পঞ্চাশ হাজার তাঁবু ফর্ম্মাইজ দিয়েছেন।

মৌজাম। দাক্ষিণাত্যে তিনি যেতে চান কি আকবরের উদ্দেশে?

আজীম। সেই রকম বুঝছি।—মৌজাম! তুমি আকবরকে বন্দী করে' আন্তে পারোনি—এতে পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন। এমন কি তিনি সন্দেহ করেন যে তুমি ইচ্ছা করে' তাকে পালাতে দিয়েছো।

মৌজাম। সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়, আজীম। পিতার ক্রোধের অগ্নিকুণ্ডে আমার অবোধ সরল ছুর্ব্বল ভাইকে আমি প্রাণ ধরে' ফেলে দিতে পারি না। তার চেয়ে আকবর ছুর্গাদাসের আশ্রয়ে নিরাপদে আছে।

আজীম। পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তবে তুমি জেনে শুনে কাজ করেছো মৌজাম?

মৌজাম। হাঁ অজীম! পিতা পিতা বটে, কিন্তু ভাইও ভাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

স্থান—যোধপুরের প্রাসাদকক্ষ। কাল—প্রভাত। পট্টবসনপরিহিতা মহারাণী মহামায়া একাকিনী।

রাণী। আমার কাজ শেষ হয়েছে। আমার মৃত-স্বামীর রাজ্য পুনরুদ্ধার হয়েছে। মাড়বার হতে মোগল দূরীভূত হয়েছে। যাক্, কাজ শেষ হয়েছে। আজ সতী ধর্ম্ম প্রতিপালন কর্ব্ব। আজ স্বামীর অনুগমন কর্ব্ব! আজ জ্বলন্ত চিতায় দেহ বিসর্জ্জন দিব! আজ পুড়ে মর্ব্ব! [জানুপাতিয়া] প্রভু। স্বামী! বল্লভ—একদিন তুমি যুদ্ধে হেরে এলে, আমি অভিমানে দুর্গদ্বার রুদ্ধ করেছিলাম; যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার মৃত্যু-কামনা করেছিলাম। দেখ নাথ! আমরা তোমাদের যেমন দেশের জন্য মর্ত্তে বলি, আমরাও তেমনি তোমাদের জন্য হাস্যমুখে মর্ত্তে পারি।

"বনে ঠনে কাঁহা চলি, বনে ঠনে"—গাহিতে গাহিতে

রাজিয়ার প্রবেশ।

রাজিয়া। রাণী আপনি এ কি কর্চ্ছেন?

রাণী। আমি যাচ্ছি রাজিয়া।

রাজিয়া। সে কি! কোথায়?

রাণী। [উর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া] ঐখানে—যেখানে আমার স্বামী এতদিন ধরে' আমার অপেক্ষা কচ্ছেন!

রাজিয়া। আপনার স্বামী অপেক্ষা কর্চ্ছেন!—ঐখানে? কৈ? আমি ত দেখ্তে পাচ্ছি না।

রাণী। সে কি অপরে দেখ্তে পায় মা?

রাজিয়া। আপনি দেখ্তে পাচ্ছেন?

রাণী। পাচ্ছি বৈকি রাজিয়া!

রাজিয়া। আমি বিশ্বাস করি না। আমি দেখ্‌তে পেলাম না; আর আপনি দেখলেন?—হতেই পারে না।—

রাণী। সরলা বালিকা! ঔরংজীবের বংশে তোমার জন্ম!

রাজিয়া। রাজকুমারকে কার কাছে রেখে যাচ্ছেন?

রাণী। তোমাদের কাছে।

রাজিয়া। আমি ওঁকে দেখ্‌তে পার্ব্বো না। আমার দায় পড়েছে। আপনার ছেলেকে আপনি ছেড়ে যাবেন—আমরা দেখবো।—কখন দেখবো না।

রাণী। আমার যে যেতে হবে রাজিয়া—আমার স্বামী ডাক্‌ছেন।

রাজিয়া। আপনার ছেলের চেয়ে আপনার স্বামী বড় হোল।

রাণী। সেই আমাদের ধর্ম্ম—সাহজাদী! পতিই সতীর সর্ব্বস্ব, পতিই সতীর সব। এতদিন কাজ বাকি ছিল, তাই তাঁকে ছেড়ে ছিলাম। এখন আমার এখানকার কাজ শেষ হয়েছে। আমি তাঁর কাছে যাই।

রাজিয়া। কাজ শেষ হয়েছে কি! কাজ কখন শেষ হয়?—না আপনার ত আমি দেখছি কোন মতেই যাওয়া হচ্ছেনা।

রাণী। সে কি মা!

সমরসিংহ প্রবেশ করিলেন।

রাজিয়া। সে কি আবার! তা কখন হয়?—এ ত হতে পারে না।—এই যে সেনাপতি! কি বলেন সেনাপতি, এ কখন হয়?—ও সেনাপতি!

রাণী। কেন হ'তে পারে না রাজিয়া?

রাজিয়া। কেন যে হ'তে পারে না তা জানি না। তবে এটা যে হ'তে পারে না তা বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি।—সেনাপতি! আপনিই বলুন, এ হতে পারে?

রাণী। বেশ হ'তে পারে মা! বিদাও দাও—যাই।

রাজিয়া। যাবেন যাবেন যাবেন। তা যান, আমার গান শুন্তে পাবেন না। আমি এমন সুন্দর একটা কেদারা শিখেছি—[সুরে] "বনে ঠনে কাঁহা চলি"—উঃ কি মধুর!—

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

রাণী। অজিত কোথায় সমর?

সমর। ভিতরে। কাঁদছে!—তাকে বোঝাতে পার্লাম না মা! আর কি বলে'ই বা বোঝাব।

রাণী। কি বলে?

সমর। বলে "আমি মাকে যেতে দেবো না।"

রাণী। তাকে নিয়ে এস সমর।

সমরসিংহ চলিয়া গেলেন।

রাণী। ভগবান্!—আমার সতীধর্ম্ম রক্ষা কর্ত্তে হৃদয়ে বল দাও! সকলের চেয়ে কঠিন কাজ এই—ছেলে ছেড়ে যাওয়া।—[বক্ষে হাত দিয়া] ভগবান্!—

অজিতকে লইয়া সমরসিংহ পুনঃ প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে কাশিম।

রাণী। এই যে!—বাছা অজিত!—বাবা!—আমি যাচ্ছি।—বিদায় দাও বাবা।—

অজিত। মা তুমি যাচ্ছো—আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাচ্ছো মা?

রাণী। যেখানে সকলেই একদিন যায়।—তবে দুদিন আগে আর দুদিন পিছে।—অজিত! বিদায় দাও বাপ!

অজিত। বিদায় দেবো! বিদায় দেবো [কম্পিতস্বরে] মা!—!—মা!

রাণী। কারো মা চিরকাল থাকে না অজিত!

অজিত। কারো মা নিজে ইচ্ছে করে' সন্তানকে ছেড়ে যায় না মা।

রাণী। কিন্তু এই যে আমার সতীধর্ম্ম অজিত!

অজিত। কিন্তু এই কি তোমার মাতৃধর্ম্ম মা?"—বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

রাণী। ছি অজিত! কেঁদোনা।—আমায় যেতেই হবে।

অজিত। যদি যেতেই হবে ত যাও। যেতে চাও, আমায় ছেড়ে যেতে পারো—যাও। আমি বাধা দিব না।

রাণী। আমায় প্রসন্নমনে বিদায় দাও বাবা।

অজিত। আমি বিদায় দিব না।

রাণী। সমর! বুঝিয়ে বল।

সমর। অজিত! তোমার মায়ের এই সতী ধর্ম্ম! এ ধর্ম্মে বাধা দেওয়া তোমার কর্ত্তব্য নয়।

অজিত। ধর্ম্ম! সমরসিং!—ছেলে মেয়ে ছেড়ে তাদের পরের হাতে সঁপে দিয়ে, চলে' যাওয়া ধর্ম্ম হোল সমরসিং!—একে তুমি ধর্ম্ম বল!—

সমর। ধর্ম্ম আমরা বিচার কর্ত্তে বসিনি অজিত! অনুষ্ঠান কর্ত্তে বসিছি। তার কাছে মাথা হেঁট করাই আমাদের শোভা পায় কুমার। যাঁরা এ ধর্ম্ম করে' গেছেন তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়।

অজিত। তবু—মা আমাকে ছেড়ে যাবেন—[কম্পিতস্বরে] এ তোমার বেশ লাগ্‌ছে?—উচিত বোধ হচ্ছে?—কষ্ট হচ্ছে না?

সমর। কষ্ট হচ্ছে না! [কম্পিতস্বরে] অজিত! তিনি কি তোমারই মা, আমার মা নন? সমস্ত মাড়োবারের মা ন'ন?—তবু তাঁকে ছেড়ে দিতে হয় অজিত!—[পুনরায় কতক প্রকৃতিস্থ হইয়া] এ প্রতিমা বিসর্জ্জন দেওয়া? এ মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী পাঠানো।—কষ্ট হচ্ছে বলে' কি নিষ্ঠা ভঙ্গ হবে?

অজিত। আমি ওসব বুঝিনা। আমি আমার মাকে ছেড়ে দেবো না।

মহারাণী নিরুপায় ভাবিয়া সমরসিংহের পানে চাহিলেন।

সমর পুনর্ব্বার কহিলেন—"অজিত! তুমি ক্ষত্রিয় কুমার—তোমার কি এই ক্রন্দন, এই অন্যায় আবদার শোভা পায়?—তোমার বয়সেই বীরবর বাদল চিতোরের জন্য, কর্ত্তব্যের জন্য, সমরে প্রাণপণ করেছিল! আর তুমি শিশুর মত, নারীর মত ক্রন্দন কর্ত্তে বসলে?—ছিঃ! মাকে প্রণাম কর অজিত!

অজিত নীরবে প্রণাম করিলেন।

সমর। এখন যাও।

কাশিমের সহিত অজিত নীরবে প্রস্থান করিলেন।

রাণী। ভগবান্, ভগবান্! এরই জন্য কি নারীজাতিকে তৈর করেছিলে। তাকে বুকভরা স্নেহ দিইছিলে তাকে জর্জ্জরিত কর্ব্বার জন্য? তাকে প্রাণে ভালবাসা দিইছিলে তাকে দগ্ধ কর্ব্বার জন্য?"—ওঃ [মস্তক অবনত করিয়া] তবে যাই সমর—কথা কচ্ছনা যে?—

সমর। যাও মা! হিন্দু হয়ে কি রকম করে' বলি যে স্বামীর অনুগমন কর্ব্বে না। যাও মা"—বলিয়া প্রণাম করিলেন।

রাণী। দুর্গাদাসকে বোলো। আমার আশীর্ব্বাদ দিও।—

[প্রস্থান]

সমরসিংহ ধীরে ধীরে অধোবদনে বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন।

দৃশ্যান্তর।

জ্বলন্ত চিতা। মহারাণী ও কুলনারীগণ। নারীগণের গীত।

যাও সতি পতি কাছে—
পতি বিনা সতীর কি গতি আছে মা!
পৃথিবীর যত দুঃখ শোক দেহসনে পুড়ে ভস্ম হোক্;
—যাও মা অক্ষয় স্বর্গলোক মাঝে মা।
পতি বিনা সতীর গতি আছে মা।
দেখ ঐ গগনে দেবগণ করে সবে পুষ্প বরিষণ;
ঐ শুন জয় ভেরী ঘন বাজে মা।
পতি বিনা সতীর গতি কি আছে মা।

রাণী সেই অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। নারীগণ গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিলেন।—"যাও সতী পতি কাছে"—ইত্যাদি।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—আজমীরে মোগল-প্রাসাদকক্ষ। কাল—প্রভাত। ঔরংজীব ও দিলীর খাঁ।

দিলীর। জাঁহাপনা! রাজপুতজাতির সঙ্গে সন্ধি করেছি। রাঠোর সমরসিংহকে সন্ধিতে সম্মত করা কঠিন হয়েছিল; তিনি বল্লেন এ কপট সন্ধি।

ঔরংজীব। কি রকমে শেষে তাকে সম্মত ক'র্লে দিলীর খাঁ?

দিলীর। আমি নিজের পুত্রদ্বয়কে আমাদের প্রতিভূস্বরূপ রাখায় তিনি স্বীকৃত হলেন।

ঔরংজীব। কি সর্ত্তে সন্ধি হোল?

দিলীর। যে চিতোর আর তার অধীনস্থ জনপদ রাজপুতকে ফিরিয়া দেওয়া যাবে; হিন্দুর দেবমন্দিরাদি সব ভবিষ্যতে অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে। যোধপুরের রাজাকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া যাবে; আর রাণা সসৈন্যে সম্রাটের পূর্ব্ববৎ সাহায্য কর্ব্বেন।

ঔরংজীব। রাণা সসৈন্যে সম্রাটের সাহায্য কর্ব্বেন? রাণা তাতে তাতে স্বীকৃত হবেছেন।

দিলীর। সম্পূর্ণ স্বীকৃত! তাঁর এ সন্ধিস্থাপনে সকলের চেয়ে আগ্রহ বেশী! সমরসিংহ তাঁকে "ভীরু! রাজপুত কুলাঙ্গার! স্ত্রৈণ" বলে' প্রথমে ত সভা পরিত্যাগ করেই চলে যান্। অমনি মোগল-সামন্তরা রাণাকে টিট্‌কিরি দিতে লাগলেন। রাণা অধোবদনে রহিলেন।

ঔরংজীব। পরে?

দিলীর। পুনর্ব্বার আর এক সভা হয়। তাতে নূতন সর্ত্তে সন্ধিপত্র নূতন করে' লেখা হোল। সমরসিংহ বলে উঠলেন "মোগলাকে বিশ্বাস কি?" পরে আমি নিজের পুত্রদ্বয়কে মোগলের প্রতিভূ রাখায় তাঁকে বহুকষ্টে স্বীকৃত করা গেল।

ওরংজীব। তুমি নিজের পুত্রদ্বয় প্রতিভূ রেখে এসেছো?

দিলীর। হাঁ জাঁহাপনা।

ওরংজীব। দিলীর তুমি অতি মহৎ।—আমি এ সন্ধি পালন কর্ব্ব।

দিলীর। সম্রাটের জয় হোক!—।

শ্যামসিংহের প্রবেশ।

শ্যাম। রাজাধিরাজ বাদসাহ ঔরংজীবের জয় হৌক!

ঔরংজীব। কি সম্বাদ মহারাজ!

শ্যাম। কার্য্য উদ্ধার হয়েছে খোদাবন্দ—আশাতীত রকম উদ্ধার হয়েছে।—সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টক।

ঔরং। কিরূপ?

শ্যাম। সন্ধির পর কতিপয় ব্রাহ্মণ দিয়ে উদ্ধত সমরসিংহের হত্যা করিইছি।

দিলীর। কি?—তাকে হত্যা করিয়েছো মহারাজ! সত্যকথা?—

শ্যাম। হাঁ সত্য কথা!

দিলীর। তুমি তাকে হত্যা করিয়েছো?

শ্যাম। হাঁ সেনাপতি।

দিলীর। সম্রাট ক্ষমা কর্ব্বেন। [শ্যামসিংহের গলদেশে হস্ত দিয়া ধরিয়া] পামর! পাষণ্ড! রাজপুত কুলাঙ্গার!—তোমাকে আজ আমি হত্যা কর্ব্ব।

শ্যামসিংহ কাতরভাবে সম্রাটের প্রতি চাহিয়া কহিলেন—"জাঁহাপনা!"

ঔরংজীব। ক্ষান্ত হও দিলীর—ও নিতান্ত ক্ষুদ্র জীব! মশা মেরে হাত কালো কোরোনা দিলীর।

দিলীর। সত্য কথা। তোমাকে মেরে এ হাত কালো কর্ব্বনা।—হেয়, কাপুরুষ, নরকের ঘৃণ্য কীট! তোমায় দেখলে পাপ!—তোমাকে হস্তে স্পর্শ করা একটা মহাপাতক।—"দূর হও" এই বলিয়া তাহাকে

দুর্গাদাস।

ধাক্কা দিয়া দূর করিয়া সম্রাটকে কহিলেন—"হাত ধুয়ে আসি সম্রাট।"

—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! আমার জন্য তুমি নিজের পুত্রদ্বয় হারালে। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সাধু ছিল। এর জন্য আমি দায়ী নই বন্ধু! এ হত্যা আমার পরামর্শে হয় নাই। এত নীচাশয় আমি নই!

মৌজামের প্রবেশ।

মৌজাম। পিতা ডেকেছিলেন?

ঔরংজীব। হাঁ মৌজাম।—দাক্ষিণাত্য যাবার জন্য সমগ্র মোগল সৈন্যকে প্রস্তুত হতে' আজ্ঞা দাও। তুমিও প্রস্তুত হও!

মৌজাম। যে আজ্ঞা।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

চতুর্থ দৃশ্য।

—*—

স্থান—দাক্ষিণাত্যে পালিগড় দুর্গ। কাল—রাত্রি। মরাঠা অধিপতি শম্ভুজী, দুর্গাদাস ও আকবর আসীন।

শম্ভুজী। দুর্গাদাস, তুমি অসমসাহসিকের কাজ করেছো! ৫০০ মাত্র রাজপুত ঘোড়সোয়ার নিয়ে যোধপুর থেকে পালিগড়ে এসেছো!

আকবর। আমরা এসেছি অনেক দিন। এতদিন মহারাজের দর্শন পাইনি।

শম্ভুজী। সাহজাদা! আমি বিশেষ রাজকাজে ব্যস্ত ছিলাম। তাই বিলম্ব হয়ে গিয়েছে। মাফ কর্ব্বেন সাহজাদা! অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হয়নি?

আকবর। না! মহারাজের সামন্তরা আমাকে যথাযথ সমাদর করেছে। কোন ত্রুটি হয় নি।

শম্ভু। সাহজাদার পরিবার?

দুর্গা। মাড়বারের মহারাণীর কাছে তাদের রেখে আসতে হয়েছে। তাঁদের প্রতি সম্রাটের আক্রোশ নাই। শুদ্ধ সাহজাদাকে মহারাজ আশ্রয় দান করুন।

শম্ভু। আপনার আর কোন চিন্তা নাই সাহজাদা! আপনি এখন মনে কর্ত্তে পারেন যে আপনি লৌহদুর্গে আছেন!—দুর্গাদাস, তোমরা এঁকে সম্রাট করেছিলে না?

দুর্গা। করেছিলাম মহারাজ!

শম্ভু। ব্যস্! আকবরসাহ! আমরা মরাঠা জাতিও আপনাকে সম্রাট ব'লে মানি।

আকবর। আমার ভাই মোজাম সসৈন্যে আমার বিপক্ষে এসেছেন।

দুর্গা। কুমার আজীমও সসৈন্যে আমেদনগরে এসেছেন।

শম্ভু। কোন ভয় নাই সাহজাদা! আমি বরহমপুরে গিয়ে নিজে আপনাকে সম্রাট বলে' অভিষেক কর্ব্ব।

শম্ভুজীর দুই সৈন্যাধ্যক্ষ শান্তজি ও কেশবের প্রবেশ।

শান্তজি। জিঞ্জিরা দুর্গের পতন হয়েছে মহারাজ!

শম্ভু। উত্তম! সন্তুষ্ট হলাম!

কেশব। মহারাজ! কর্ণেল কেরি আর ফার্ডিনাণ্ড মহারাজের সাক্ষাৎ প্রার্থী। এখানে নিয়ে আসবো কি?

শম্ভু। আনো না—ক্ষতি কি!

[শান্তজি ও কেশবের প্রস্থান।

দুর্গাদাস।

শম্ভু। বিশ্রাম নেই সাহজাদা—রাজার রাজকার্য্য সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।. এই জিঞ্জিরা দুর্গ ইংরাজেরা মাসাধিক হোল তৈর করেছিল। তা ভূমিসাৎ হোল দেখলেন।—দুর্গাদাস! রাজপুতেরা যুদ্ধ কর্ত্তে জানে?

দুর্গা। তা'রা দেশের জন্য প্রাণ দিতে জানে।

শম্ভু। তাতে যুদ্ধ জয় হয় না দুর্গাদাস!

দুর্গা। জান্‌বেন মহারাজ! যেদিন দেশের চতুর্থাংশ লোক দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হবে, সেদিন আর এই স্বর্ণপ্রসূ ভূমি যবনের পদ-দলিত থাক্‌বে না।

শম্ভু। কিন্তু রাজপুত জাতি ত বার বার যবনের পদ-দলিত হয়েছে।

দুর্গা। হয়েছে সত্য! কিন্তু মনে করে' দেখুন মহারাজ! সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে রাজস্থান রেণুকার মত! তবু সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে একা রাজপুতই এই তিনশ বছর মাথা উঁচু করে' আছে।

শম্ভু। আর মরাঠা মাথা শুধু উঁচু করে' নেই—মাথা তৈর কর্চ্ছে—কার ক্ষমতা অধিক দুর্গাদাস!

দুর্গা। মহারাজ! আমি মরাঠা হীন বলি নাই; শুদ্ধ রাজপুত অসার নয় তাই বলছিলাম।

শম্ভু। আচ্ছা এসেছো—দেখে যাও মরাঠা যুদ্ধ করে কেমন! দেশে গিয়ে গল্প কর্ব্বার একটা বিষয় পাবে।

দুর্গাদাস স্বগত কহিলেন—"তোমাকে দিয়ে হবেনা শম্ভুজী—এত দম্ভ যার, তার পতন অবশ্যম্ভাবী।"

কেরি ও ফার্ডিনাণ্ডের সহিত কেশবের প্রবেশ।

শম্ভু। কেরি সাহেব! তোমাদের জিঞ্জিরা দুর্গের অবস্থা দেখলে?

কেরি। হাঁ রাজা।

শম্ভু। ঐ অবস্থা তোমাদের বম্বে উপনিবেশের হবে, যদি আমার বিপক্ষ জাহাজ তোমাদের বন্দরে আশ্রয় দাও! আর এলিফ্যাণ্টায় মরাঠা দুর্গ নির্ম্মাণ কর্ব্ব।

কেরি। রাজা—

শম্ভু। কোন কথা শুন্তে চাইনা। যাও—আর পোর্টুগীজ সর্দ্দার সাহেব! তোমরা আমার বারণ শুন্‌লেনা। তোমাদের আঙ্কিদ্বীপ দখল কর্ত্তে জাহাজ পাঠিইছি। দেখি তোমাদের গোয়ার বাণিজ্য কিসে চলে। এখনো সাবধান—যাও।

কেরি ও ফার্ডিনাণ্ড কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান করিল।

শম্ভু। এই ফিরঙ্গিগুলোকে আমি একটু ভয় করি দুর্গাদাস।—কাবলেস খাঁ—

নেপথ্যে। হুজুর।—

শম্ভু। সরাব আওর অওরৎ—

নেপথ্যে। যো হুকুম মহারাজ!

শম্ভু। এই ফিরিঙ্গিগুলো বড্ড সোজা বন্দুক আওয়াজ করে!—আর কখন ছত্রভঙ্গ হয় না। একটা সৈন্য যুদ্ধ করে যেন একটা প্রাণী! এক গতি, এক লক্ষ্য, একদিকে মুখ!—ভারি জমাট!

সরাব হস্তে কাব্‌লেস খাঁর প্রবেশ।

শম্ভু। [সরাব লইয়া আকবর ও দুর্গাদাসকে দিয়া] নেও দুর্গাদাস।

দুর্গা। মাফ কর্ব্বেন মহারাজ!

শম্ভু। সে কি বল!—সরাব খাওনা নেহাইৎ—[অপদার্থের সঙ্কেত করিলেন]—সাহজাদা—

আকবর। মন্দ কি!—

শম্ভু। এই ত! তুমি সম্রাট হবার উপযুক্ত বটে। আমি তোমায় সম্রাট কর্ব্ব।

কাবলেস্। অওরৎ?

শম্ভু। আলবৎ—আভি—হিঁয়া—

দুর্গা। তবে আমি যাই। একটু বিশ্রাম করিগে যাই।

শম্ভু। কি তোমার সতীত্ব নষ্ট হবে!—আচ্ছা যাও!—

দুর্গাদাস উঠিতে উঠিতে ভাবিলেন—"*এতদূর অসার!—তোমায় দিয়ে কার্য্য উদ্ধার হবেনা মহারাজ।*"

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

শম্ভু। এই যে! গাও নাচো। সাহজাদা! মুসলমান জাতটা কিন্তু সম্ভোগ বেশ জানে।

আকবর সুরা পান করিতে করিতে কহিলেন—"সুরাপান কিন্তু তার ধর্ম্মে নিষিদ্ধ।"

শম্ভু। বটে!—তবে সে ধর্ম্ম আমার জন্য নয়।—এমন সুন্দর জিনিষ আছে? কেমন শুভ্র, শান্ত, স্থির! কিন্তু ভেতরে গেলেই সংসার-টাকে রঙিন করে' তোলে—হাঃ হাঃ হাঃ! সুরা আর রমণী—গাও।

দুর্গাদাস যাইতে স্বগত যাইতে কহিলেন—"এই সুরা আর এই রমণীই তোমার সর্ব্বনাশ কর্ব্বে শম্ভুজী!"—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

শম্ভু। দুর্গাদাস কি রকম করে' আমার পানে চাইলে, দেখলে আকবর! উনি সতীত্ব দেখাচ্ছেন! ভণ্ড!—

আকবর। গাও—

শম্ভু। হাঁ গাও—নাচো—কিসের জন্য যুদ্ধ করে' মরি সাহজাদা!

যদি জীবনটা ভোগ না কর্লাম—গাও। একটা সাহজাদার আবাহন গীতি গাও—ইনি ভারতসম্রাটের পুত্র আকবরসাহ—

নৃত্যগীত।

যদি এসেছো এসেছো দয়া করি বঁধু হে—
কুটীরে আমারি ;
আমি কি দিয়ে তুষিব ভূষিব তোমারে
—বুঝিতে না পারি।
আমি যাব কি ও হৃদি'পর ছুটিয়া ?
আমি পড়িব কি পদতলে লুটিয়া ?
হাসিব, সাধিব, ঢালিব চরণে
—নয়নের বারি ?
যদি পেয়েছি তোমায় কুটীরে আমার, আশার অতীত গণি ;
আজি আঁধারে, পথের ধূলার মাঝারে, কুড়ায়ে পেয়েছি মণি ;
যদি এসেছ দিব হৃদয়াসন পাতি' ;
দিব গলে নিতি নব প্রেম হার গাথি' ;
রহিব পড়িয়া দিবস রাতি হে
—চরণে তোমারি।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—রাণা জয়সিংহের অন্তঃপুর। কাল—সায়াহ্ন। জয়সিংহ ও তাহার ধাত্রী মুখোমুখী দাঁড়াইয়াছিলেন।

জয়। কি! কমলা আমায় না বলে' চলে গিয়েছে ?

ধাত্রী। গিয়েছে ত গিয়েছে! হয়েছে কি ? আপদ দূর হয়েছে।

দুর্গাদাস।

জয়। বড় রাণী কোথায় ?

ধাত্রী। সে ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আছে।

জয়। তাঁকে ডাকো ত। নিশ্চয় তার সঙ্গে ঝগড়া করে' চলে' গিয়েছে।

ধাত্রী। না গো না! তার মুখে রাটি নেই। সে মাটীর মানুষ! ছোট রাণীই তাকে মাঝে মাঝে এমনি মুখঝাপটা দেয়।—বাপ্—যেন তারকা রাক্ষসী! ছোট রাণীর মুখ ত নয়, যেন তুবড়ি। আবার যখন মান করেন—তখন তোলো"—দেখাইল—"সুন্দরে বিচ্ছিরি অমন আমি কখন দেখিনি বাপু।"

জয়। চোপ্, মুখ সামলে কথা বলিস!

ধাত্রী। ওরে বাবা! যেন কুম্ভকর্ণ! খেতে এলো! কেন? ভয় কিসের? তুই ছোটমাগী বলে অজ্ঞান, মুই ত আর অজ্ঞান নই। আর সে মোর ইষ্টি দেবতাও নয় যে, মুই তোর মত রাজ্যি ভুলে তার জপে বোসবো!

জয়। দ্যাখ, তুই আমায় মানুষ করেছিস্ বলে' অনেক সহ্য করি। বেশী জ্বালাসনে—যা, বড় রাণীকে ডেকে দে!

ধাত্রী। ডেকে দেবো কেন! নিজে যাওনা তার ঘরে! সে ত আর মোর মত তোমার কেনা দাসীটি নয়, আর তোমার ঘরে খেটে খেতেও আসি নি - সেও রাজরাজড়া ঘরের মেয়ে!

জয়। তুই যাবিনে ?

ধাত্রী। ঈঃ—চোখ রাঙানী দেখো—যেন দুর্ব্বাসা মুনি। মার্ব্বা নাকি! তার আর আশ্চর্য্যিই 'বা কি। দাশকে মোছলমানের হাতে স'পে দিয়ে, বাড়ী এসে ধাইমাগীর উপর ক্রোধ! নজ্জাও নেই।

জয়। সবাই নিন্দে কচ্ছে মানি, কিন্তু ধাইমা তুইও—আমার প্রাণ যে কি কি কচ্ছে তুই জানবি কি?

ধাত্রী। জান্তে বাকিই বা আছে কি।—যাদু করেছে গো—যাদু করেছে। পেত্নী হয়ে ঘাড়ে চেপেছে!—নৈলে ছেলি ভালো!—আচ্ছা, যাচ্ছি। বড় রাণীকে ডেকে দিচ্ছি। কিন্তু তাকে যদি রুক্ষি কৈবি, ত এই বটি তোর ঘাড়ে বসিয়ে দেবো; তা মানুষ করে' থাকি আর যাই করে থাকি—সতীলক্ষ্মীর অপমান সৈবো না।

[প্রস্থান।

জয়। যাদুই করেছে। আমায় তন্ময় করেছে! আর কিছুই ভালো লাগেনা। সে এই নগর ছেড়ে চলে' গিয়েছে—সংসার শূন্য দেখছি। চক্ষে অন্ধকার দেখছি।

ধীরে ধীরে সরস্বতী প্রবেশ করিলেন।

সরস্বতী। আমায় ডাক্‌ছিলে?

জয়। হাঁ—ছোটরাণী কোথায় জানো?

সর। না।

জয়। তোমায় কিছু বলে যায় নি?

সর। না।

জয়। তোমার সঙ্গে [মস্তক নীচু করিয়া] কোন বচসা হয় নি?

সর। না।

জয়সিংহ কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন। পরে কহিলেন—"এই কথা আমায় বিশ্বাস কর্ত্তে বল, সরস্বতী?"

সর। বিশ্বাস কর না কর তোমার হাত! আমাকে জিজ্ঞাসা কর্লে, তাই বল্লাম।

জয়। এর কারণ জানো কিছু ?

সর। না ঠিক জানি না।

জয়। অনুমান করেছো ?

সর। করেছি।

জয়। কি অনুমান করেছো ?

সর। বল্‌তে পার্ব্বো না।

জয়। বল্‌তে পার্ব্বে না ? না বল্‌বে না ?

সর। ভালো !—তবে তাই ! আমি বল্‌বো না।

জয়। সরস্বতী ! এই তোমার পতিভক্তি !—সে যা'ই হোক ! আমার কথা শোন ! আমি তার জন্যে দেশত্যাগী হ'তে হয় হব !—তা জানো বোধ হয় ?

সর। বিশেষ জানি। দেশকে ত মুসলমানের পায়ে বিকিয়ে এসেছো ! তাকে ছাড়বে—তার আর আশ্চর্য্য কি !

জয়। দেশকে আমি বিকিয়ে আসি নি। সন্ধি করেছি।

সর। একে সন্ধি বল রাণা ? মুসলমান জাত পঁচিশশ-বছর ধরে' দেশ, জাতি, ধর্ম্মকে পীড়িত কর্লে। সেই মুসলমান জাতকে মাড়বার বীর সমরে পরাস্ত করেছিল—তার সঙ্গে এই সন্ধি !—তুমি রাণাপদের অবমাননা করেছো।

জয়। কা'র জন্য করেছি—নিজের জন্য না জাতির জন্য ?

সর। ছোটরাণীর জন্য !—তোমার আর কিছু জিজ্ঞাসা কর্ব্বার আছে ?

জয়। না।

সর। উত্তম—তবে আমি যাই ?

জয়। যাও—আমিও যাই!

সর। যেরূপ অভিরুচি!—শোন নাথ, এক কথা বলে' যাই—যেখানে যাবে যাও। কিন্তু শান্তি পাবে না। যে উদ্দাম প্রবৃত্তিভরে আজ আমায় ছেড়ে, পুত্র ছেড়ে, রাজ্য ছেড়ে, চলে' যাচ্ছ, সে প্রেম নয়, সে লালসা। প্রেমের গতি নির্ঝরিণীর মত স্থির, স্বচ্ছ, মন্থর; বারি-প্রপাতের মত উচ্ছ্বসিত, ফেনিল, দ্রুত নয়। আসল প্রেম চকিত বিদ্যুতের মত তীব্র নয়, জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ মধুর!—এই কথা মনে করে' নিয়ে যাও!—মনে রেখো! অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দেখো।

[প্রস্থান।

জয়সিংহ। জানি সরস্বতী, যে এ প্রেম নয়, এ লিপ্সা! এ আমায় ধীরে ধীরে রাহুর মত গ্রাস কর্চ্ছে; ব্যাধির বিষের মত সমস্ত শরীর ছেয়ে আসছে! এ টান আবর্ত্তের টান! সব বুঝতে পার্চ্ছি। কিন্তু উপায় নাই, উপায় নাই।"—বলিয়া উদ্ভ্রান্তভাবে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—*—

স্থান—পুণ্যমালীর দুর্গ। দুর্গাদাসের শয়নকক্ষ। কাল—দ্বিপ্রহর রাত্রি। শয্যার উপরে উপবিষ্ট দুর্গাদাস একখানি পত্র পড়িতেছিলেন।

"এইরূপে আপনার সরল উদার ভ্রাতা সমরসিংহের মৃত্যু হয়। এদিকে আমাদের মহারাণী চিতারোহণে তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীর অনুগমন করিয়াছেন। ওদিকে স্ত্রৈণ কাপুরুষ রাণা জয়সিংহ মোগলের সঙ্গে এক অবমাননাকর সন্ধি করিয়া, রাজ্য ছাড়িয়া, দ্বিতীয়া মহিষীকে লইয়া

জয়সমুদ্রের তীরে গিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার আচরণে, মহারাণীর স্বর্গারোহণে, বীর সমরসিংহের মৃত্যুতে রাজস্থান বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।— রাঠোর সেনাপতি! আপনি দেশে ফিরিয়া আসুন। আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমাদের সমবেত মিনতি রক্ষা করুন।'—হুঁ পত্রে শতাধিক সামন্তের দস্তখৎ।"—এই বলিয়া পত্রখানি মুড়িয়া উপাধান-তলে রাখিয়া দুর্গাদাস অধোবদনে কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় শম্ভূজী কক্ষে প্রবেশ করিয়া মদিরাজড়িত স্বরে কহিলেন - "শুনেছো দুর্গাদাস!"

দুর্গাদাস চমকিত হইয়া উত্তর করিলেন—"কি মহারাজ!"

শম্ভূজী। ঔরংজীবকে সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশ হতে তাড়িইছি।— এসেছিলেন চাঁদ শম্ভূজীর সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে! জানেন না।

দুর্গা। কিন্তু বিজাপুর আর গোলকুণ্ডার পতন হয়েছে না?

শম্ভূজী। তাতে আমার কোন হানি হয় নি। আমি এদিকে বিজাপুরের পশ্চিম প্রান্ত দখল করে' বসে' আছি! চাঁদ এদিকে এগিয়ে আসছেন, পিছনে শম্ভূজির সৈন্য; ওদিকে পিছিয়ে যাচ্ছেন, পিছনে শম্ভূজীর সৈন্য। ব্যতিব্যস্ত করে' তুলিছি।—জানেন না চাঁদ এ শম্ভূজি!—আর কেউ নয়।

দুর্গা। কিন্তু এ রকম উদ্দেশ্যহীন যুদ্ধে ফল কি? অনুমতি দিউন মহারাজ! আমি রাজপুত সৈন্য এখানে নিয়ে আসি। আর মারাঠা রাজপুত মিলে ঔরংজীবের বিপক্ষে দাঁড়াই!

শম্ভু। রাজপুত!—রাজপুত, যুদ্ধ কর্ত্তে জানে? তাদের সাহায্যে প্রয়োজন নাই দুর্গাদাস! একদিন মারাঠাই রাজপুত আর মোগলকে সমভাবে পেষণ কর্ব্বে।

দুর্গা। মহারাজ! রাজপুতকে পরাজয় করে' মারাঠার গৌরব বাড়বে না। তা'রাও হিন্দু, মারাঠাও হিন্দু।

শম্ভু। তা বটে।—দুর্গাদাস তোমার বিছানা নরম হয়েছে ত।

দুর্গা। রাজপুতের পক্ষে এ বিছানা যথেষ্ট নরম। আমাদের অনেক সময় অশ্বপৃষ্ঠই শয্যার কাজ করে।

শম্ভূ। ঐ ত দুর্গাদাস, ঐ জায়গায়ই তোমার সঙ্গে মেলে না। যুদ্ধও চাই সঙ্গে সঙ্গে সম্ভোগও চাই।—দুর্গাদাস! জীবনের অন্য সব কঠোর জিনিষে আপত্তি নাই।—কিন্তু বিছানাটি নরম চাই।—কাবলেস খাঁ—

নেপথ্যে। হুজুর।

শম্ভূ। সব তৈরি?

নেপথ্যে। হাঁ হুজুর!

শম্ভূ। তবে এখন নিদ্রা যাও দুর্গাদাস। আমি যাই।

[প্রস্থান।

দুর্গা। [কক্ষে পাদচারণ করিতে করিতে] যোদ্ধা বটে মারাঠা জাত!—অদ্ভুত অশ্বচালনা, অদ্ভুত সমরকৌশল, অদ্ভুত সহিষ্ণুতা!—এর সঙ্গে যদি রাজপুত জাতির একাগ্রতা, ত্যাগ আর দৃঢ়তা পেতাম, কি না হতে পার্ত্ত! না, তা হবার নয়। ভারতের ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়! হিন্দুজাতি যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে; আর এক হবার নয়। সে তেজ গিয়েছে যাতে কম্পমান আত্মাকে পরের হিতে টেনে নিয়ে যায়। উঠেছিল এই আর্য্যজাতি—যে দিন ব্রাহ্মণের তপোবল ছিল, ক্ষত্রিয়ের ত্যাগ ছিল, বৈশ্যের নিষ্ঠা ছিল, শূদ্রের কর্ত্তব্যজ্ঞান ছিল। সে সব গিয়েছে; আর ফির্ব্বার নয়। এখন আবার নূতন উপাদানে জাতীয়

চরিত্র গঠন কর্ত্তে হবে, নূতন বলে উঠ্‌তে হবে, নূতন তেজে কম্পমান হ'তে হবে।" এই বলিয়া তিনি কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। —সহসা দূরে আর্ত্তস্বর শ্রুত হইল—"ওঃ! কি তীব্র আর্ত্তধ্বনি! কি করুণ!—কি অভ্রভেদী!—আরো কাছে। আরো কাছে!—একি আমার দ্বারের বাহিরে যে! এ যে নারীর কাতরোক্তি!—কি হৃদয়ভেদী—

আলুলায়িতকেশী স্রস্তবসনা রমা দৌড়িয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

রমা। রক্ষা কর! রক্ষা কর!

দুর্গা। ভয় কি! ভয় কি মা!—কে তুমি মা!

তরবারি হস্তে শম্ভূজী ও তৎপশ্চাতে কাবলেস খাঁ প্রবেশ করিল।

শম্ভূ। পিশাচী!—শয়তানী—তুমি তাকে দরোজা খুলে দিয়েছো? তুমি তার পলায়নের পথ পরিষ্কার করে' দিয়েছ?

রমা। সে কুলনারী।

শম্ভু। সে কুলনারী; তোর তাতে কি?

রমা ভয়ে ভূপতিত হইলেন! শম্ভুজী তরবারি হস্তে করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইলেন। দুর্গাদাস সহসা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কহিলেন—

"শম্ভুজি!—মহারাজ!—এ কি! অবলার প্রতি আক্রমণ!—এও কি সম্ভব!

শম্ভু। চোপ্‌ রও—সরে' যাও—

দুর্গা। কখন না। অবলার প্রতি অত্যাচার দুর্গাদাস আজ পর্য্যন্ত কখন দাঁড়িয়ে দেখে নাই। তরবারি কোষবদ্ধ করুন মহারাজ!

শম্ভু। জানো ও কে?

দুর্গা। উনি যেই হোন—উনি আমার মা।

শম্ভু। সরে' দাঁড়াও দুর্গাদাস।

দুর্গা। প্রকৃতিস্থ হও মহারাজ! তুমি সুরাপান করেছো! নহিলে এ অবলার প্রতি অত্যাচার তোমার দ্বারা সম্ভব নয়।

শম্ভু। এখনো বল্‌ছি সরে' দাড়াও।

দুর্গা। কখন না।

শম্ভু। তবে তরবারি নাও। আমি নিরস্ত্র শত্রুকে বধ করি না। তরবারি নাও।

দুর্গা। এ টুকু ত জ্ঞান আছে! তবে নারীর প্রতি অত্যাচার কেন?—শোন মহারাজ!—

শম্ভু। তরবারি নাও। [পদাঘাত করিয়া] নাও!—

দুর্গা। তরবারি নেওয়ার প্রয়োজন নাই"—এই বলিয়া তিনি শম্ভুজীর গলদেশ ধরিয়া ফেলিয়া দিয়া, তরবারি কাড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পরে তিনি নিজের উষ্ণীষ খুলিয়া, তাঁহার হস্তদ্বয় বন্ধন করিলেন। কাব্‌লেস্ সুযোগ বুঝিয়া পলায়ন করিল।

দুর্গা। মহারাজ! আপনার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম! ক্ষমা কর্‌বেন?" এই বলিয়া তিনি নিজের তরবারি লইয়া, পরে রমাকে ক্রোড়ে উঠাইতে গিয়া, আবার ভূমিতলে রাখিয়া কহিলেন—"একি!—বালিকা মরে' গিয়েছে! শুদ্ধ আতঙ্কে মরে' গিয়েছে।—মহারাজ! এই ক্ষুদ্র নিরীহ কপোতীকে মার্‌বার জন্য তরোয়াল নিয়ে ছুটেছিলে!—তুমি মহাত্মা শিবজির পুত্র!—ধিক্!"—এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

শম্ভু। কোন হ্যায়—পাকড়ো—পাকড়ো—

বাহিরে অস্ত্রের শব্দ শ্রুত হইল।

দুর্গাদাস।

শম্ভু। ছোড়ো মাৎ—পাকড়ো—

রক্তাক্ত কলেবরে দুর্গাদাস পুনঃ প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে কাব্‌লেস ও সৈনিকগণ প্রবেশ করিল। কাব্‌লেস্‌ শম্ভুজীর বন্ধন মুক্ত করিল।

দুর্গা। সব স্থির থাকো। আমি পালাচ্ছি না। পঞ্চাশ জনের বিপক্ষে একার আত্মরক্ষা সম্ভবে না। আর নিজের প্রাণরক্ষার জন্য স্বজাতীয়ের প্রাণসংহার কর্ত্তে চাই না। একজন নারীর ধর্ম্মরক্ষা কর্ত্তে পেরেছি এই যথেষ্ট পুরস্কার—যদিও তার প্রাণরক্ষা কর্ত্তে পাল্লাম না। ধরা দিচ্ছি; বাধো। যে শাস্তি হয়, দাও।"—এই বলিয়া দুর্গাদাস তরবারি ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। হস্ত বাঁধিবার জন্য আগাইয়া দিলেন। শম্ভুজীর ইঙ্গিতে কাব্‌লেস তাঁহাকে ভয়ে ভয়ে বাঁধিল।

শম্ভু। দুর্গাদাস! বড় স্পর্দ্ধা তোমার!—তোমাকে পোড়াবো, না জীয়ন্তে গোর দিব? কি শাস্তি দিব? কি রকমে মর্ত্তে চাও?

কাব্‌লেস। মহারাজ! মেহমানকে আপন হাতসে জান লওয়া ঠিক নয়। আমি বলি, একে এর বড় দোস্ত ঔরংজীবের হাতে দিই।—ফল দাঁড়াবে একই। তবে মহারাজের বুরা কামটা কর্ত্তে হবে না।

শম্ভু। হাঁ তা বটে! সেই ভালো। কাব্‌লেস একে ঔরংজীবের হাতে দিয়ে এস। সেখেনে দেওয়াও যা, ব্যাঘ্রের বিবরে ছেড়ে দিয়ে আসাও তাই।"—এই বলিয়া অত্যুচ্চ হাস্য করিলেন।

কাব্‌লেস। [স্বগত] সঙ্গে সঙ্গে কাব্‌লেসের কিছু নফা হয়ে যাক্‌ না। বহুৎ ইনাম পাবো।

দুর্গা। উত্তম!—আমি চল্লাম মর্ত্তে। কিন্তু, মনে রেখো শম্ভুজি! একটা কথা বলে' যাই। তোমারও একদিন এই দশা হবে—এই কাবলেস খাঁরই হাতে। যদি এখনও ভালো চাও—সুরা পরিত্যাগ

কর। নারীজাতির সম্মান কর। আর এই কাব্‌লেস খাঁকে বিশ্বাস কোরো না।

[পট পরিবর্ত্তন]

সপ্তম দৃশ্য।

—*—

স্থান—আমেদনগর-প্রাসাদ; অন্তঃপুরকক্ষ। কাল—রাত্রি। সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার একাকিনী সেই কক্ষে পাদচারণ করিতেছিলেন।

গুল। আমরা এসেছি এই দাক্ষিণাত্যে—কার উদ্দেশে? লোকে জানে যে ঔরংজীব আকবরের উদ্দেশে এসেছেন; বিজাপুর গোলকুণ্ডা জয় কর্ত্তে এসেছেন; মারাঠা জাতিকে দমন কর্ত্তে এসেছেন।—মূর্খ তা'রা। এ সব ছোট চক্র ঘুর্চ্ছে বটে; কিন্তু এই ঘুর্ণিত চক্ররাশি ঘোরাচ্ছি—এখানে বসে'—আমি! আমি সেদিকে তর্জ্জনী না ফেরালে, শত আকবর, বিজাপুর, শম্ভূজী, দিল্লীর সমগ্র প্রাসাদকে দাক্ষিণাত্যের দিকে টেনে আন্‌তে পার্ত্ত না।—কি প্রভূত শক্তি কি দরাজ হাতে অপব্যয় কচ্ছি।—বাঁদি! সরাব!—দুর্গাদাস! দুর্গাদাস! তুমি যদি জান্তে—যদি জান্তে—আমি তোমায় কি ভালবাসি! যদি জান্তে কি মধুরতিক্ত উত্তপ্তশীতল, তীক্ষ্ণকোমল প্রবৃত্তি আমার অন্তরে জাগিয়ে দিয়েছো! যদি জান্তে, তোমার উদ্দেশে সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য মাড়বার থেকে দাক্ষিণাত্যে টেনে এনেছি!—আমায় কি ভালই বাস্‌তে!—বাঁদি সরাব!"—বাঁদি আসিয়া তাঁহার হস্তে সরাব দিল। গুলনেয়ার পান করিয়া অবহেলায় দূরে পাত্র নিক্ষেপ করিলেন।"—"উঃ কি পিপাসা!—

দুর্গাদাস।

দুর্গাদাস! আমি মদিরা পান ধরেছি কেন জান?—দুর্গাদাস! তুমি যদি আমায় আজ দেখ, চিন্তে পারো কি না সন্দেহ!—এত শীর্ণ হয়ে গিয়েছি! এ প্রবৃত্তির কি মহা জ্বালা! কি দুর্দ্দমনীয় বেগ! কি মধুর উৎপীড়ন!

ঔরংজীবের প্রবেশ।

ঔরং। গুলনেয়ার!

গুল। জাঁহাপনা! বন্দেগি!

ঔরং। গুলনেয়ার! বড় সুসম্বাদ।—দুর্গাদাস ধরা পড়েছে।

গুলনেয়ার উৎসাহে দাড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন—"এ্যা—না পরিহাস!"

ঔরং। পরিহাস নয় প্রিয়ে, সত্য কথা!—কাবলেস খাঁ তাকে ধরে' এনেছে। তাকে ১০০০০ আসরফি পুরস্কার দিইছি। আর তাকে বলেছি যে শম্ভুজীকে ধরিয়ে দিতে পার্লে, এর দশগুণ পুরস্কার দিব।

গুল। সত্য কথা!—এতদিনে বুঝলাম নাথ! তুমি আমায় ভালোবাসো! আমাদের দাক্ষিণাত্যে আসা এতদিনে সার্থক হোল!

ঔরং। কিন্তু গুলনেয়ার তুমি সুরাপান করেছো।

গুল। হাঁ করেছি। এখন আর এক পেয়ালা এই দুর্গাদাসের ধরা উপলক্ষে পান কর্ব্ব। বাদি—

ঔরং। সে কি গুলনেয়ার! সুরাপান আমার প্রাসাদ-কক্ষে?

গুলনেয়ার সগর্ব্বে উঠিয়া দাড়াইয়া কহিলেন "তাই, হয়েছে কি সম্রাট?"

ঔরং। জানো আমি সুরাপানের বিরোধী!

গুল। তুমি হ'তে পারো। আমি নহি।

ঔরং। তুমি নও?—তুমি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হও নি

গুল। সে আমার মর্জ্জি। আবার মর্জ্জি হলে এ ধর্ম্ম ছেড়েও দিতে পারি!—ধর্ম্ম?—ধর্ম্ম আচরণের জন্য আমি তৈরি হইনি। আমার দিকে চাহো দেখি সম্রাট! এই সুগোল কোমল বাহুযুগল দেখো! এই সুদীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ কেশদাম দেখ, এই তরল স্বচ্ছ স্বর্ণাভ বর্ণ দেখ। এ রূপ কি মসজিদে গিয়ে মাথা খুঁড়বার জন্য তৈরি হয়েছিল?—তুমি বড় ধার্ম্মিক জাঁহাপনা! তবে আমাকে বিবাহ না করে' এক মোল্লানীকে বিবাহ করনি কেন!

ঔরং। কি বল্‌ছো গুল্‌নেয়ার—তুমি জানো না।

গুল। বেশ জানি।—শোন!—দুর্গাদাস কোথায়?

ঔরং। দিলীর খাঁর রক্ষণায়!—তাকে কি শাস্তি দিব জানি না। আগে——

গুল। তাকে কোন শাস্তি দেবে না। তাকে মুক্ত করে' দেবে।

ঔরং। সে কি?—সে কি হতে পারে?

গুল। হতে যে বেশ পারে, তা তুমি নিজেই বুঝতে পাচ্ছো। শুদ্ধ মুক্ত করে' দেবে না! আমার সঙ্গে কারাগারে যাবে। আমি বল্‌বো, দুর্গাদাসকে মুক্ত ক'রে দাও—আর তুমি স্বহস্তে তাকে মুক্ত করে' দেবে।

ঔরং। অসম্ভব।

গুল। সম্ভব কিনা দেখবে?

ঔরং। তাতে তোমার লাভ?

গুল। মর্জ্জি!

ঔরং। তোমার মর্জ্জির খাতিরে রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান শত্রুকে ছেড়ে দিতে পারি না। এ রকম মর্জ্জি—

দুর্গাদাস।

গুল। কেন?—শুন্‌বে কেন?—কারণ দুর্গাদাস আমার হৃদয়েশ্বর।

ঔরং। এ কি মদিরাসঞ্জাত প্রলাপ!

গুল। শোন—পুনরায় খুব স্পষ্ট করে' বলি—দুর্গাদাস আমার প্রাণেশ্বর।

ঔরং। তুমি কি বল্‌ছো জানো না। গুলনেয়ার তুমি প্রকৃতিস্থ হও।—তুমি অত্যধিক সুরাপান করেছো। প্রকৃতিস্থ হও।"—এই বলিয়া সম্রাট চলিয়া গেলেন।

গুল। উত্তম! আমি প্রকৃতিস্থ হচ্ছি! দুর্গাদাস তোমাকে আমিই স্বহস্তে মুক্ত কর্ব্ব। আমার সে কি গৌরব! আমি তোমাকে স্বহস্তে রক্ষা করে' আমার বুকের কাছে টেনে এনে, আমার প্রেম ভিক্ষাস্বরূপ দেবো! দুর্গাদাস! আমি তোমায় দিল্লীর সিংহাসনে বসাবো; আর আমি তোমার সম্রাজ্ঞী হব। কি সে সম্মান!—আর ঔরংজীব! শীর্ণ স্থবির ঔরংজীব! তুমি ত এই মুঠোর মধ্যে! তোমায় নামাতে কতক্ষণ?—দুর্গাদাস! তোমার সব অপরাধ ক্ষমা কর্‌লাম! এতদিন যে এ তীব্র লালসার জ্বালায় আমায় জ্বালিয়েছো; আমার হৃদয়ের পিঞ্জরে না এসে, বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, উপত্যকায় উপত্যকায় আমাকে তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়েছো;—সব ক্ষমা কর্‌লাম! দুর্গাদাস! আজ তোমার সব দোষ ক্ষমা কর্‌লাম! উঃ আজ কি আনন্দ!

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

—*—

স্থান—শিবির-কারাগার। কাল—গভীর রাত্রি। শৃঙ্খলাবদ্ধ দুর্গাদাস।

দুর্গাদাস। শেষে এ দশাও হোল! যে লাঞ্ছনা এতদিন বিজাতীয় বিধর্ম্মী শত্রুর কাছে হয় নি, তা আজ স্বজাতি স্বধর্ম্ম হিন্দুর হাতে হোল!—তা না হলে মা ভারতভূমি!—তোমার আজ এ দুর্দ্দশা কেন? যদি হিন্দু ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য, ক্ষুদ্রপ্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির জন্য, হিন্দুর নিগ্রহ না কর্ব্বে, তা হলে, হা নির্ব্বোধ জাতি, সকলে একত্রে সমভাবে পরের পদতলে পড়ে' থাক্‌বে কেন! ওরে হতভাগা!—একদিনের জন্য এক হ' দেখি! একদিন নিজের চিন্তা ছেড়ে সবাই ভায়ের চিন্তা কর্ দেখি। একদিন সবাই নতজানু হয়ে করজোড়ে আমাদের এই মাকে প্রাণভরে' মা বলে' ডাক্ দেখি। দেখ্ এই অত্যাচার, এই অন্যায়, এই স্বেচ্ছাচার চূর্ণ হয়ে যায় কিনা। না, যদি আমি তোদের জাগাতে যাই, তোরাই আগে সে খবর শত্রুশিবিরে দিয়ে আস্‌বি!—শম্ভুজি! তুমি ভেবেছো যে মরাঠা একদিন রাজপুত মোসলমানকে এক সঙ্গে পদদলিত কর্ব্বে। তা হলেও দুঃখ ছিল না। কিন্তু তা' হবে না। দেখ্‌বে যে একদিন মরাঠা, রাজপুত, মোসলমান এক সঙ্গে অন্য কোন জাতির পদতলে এসে লোটাবে। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি আছেই আছে।—কে কারাগারের দরোজা খুল্‌লে না?—কে?

সুসজ্জিত গুলনেয়ার কারাগারে প্রবেশ করিলেন।

দুর্গা। এ কি অপরূপ সজ্জা! এ কি রূপের জ্যোতি!—কে আপনি?

দুর্গাদাস।

গুল। আমি বেগম গুলনেয়ার!

দুর্গা। বেগম গুলনেয়ার!—

গুল। চিন্তে পাচ্ছো না দুর্গাদাস? আমাদের পূর্ব্বে একবার দেখা হইছিল। সে দিন আমি তোমার হাতে বন্দী হইছিলাম। আজ তুমি আমার হাতে বন্দী।

দুর্গা। আপনি আমার শাস্তি বিধান কর্ত্তে এসেছেন?

গুল। না আমি তোমাকে মুক্ত কর্ত্তে এসেছি।

দুর্গা। প্রত্যুপকার স্বরূপ?

গুল। না!

দুর্গা। তবে?—সম্রাটের আজ্ঞায়?

গুল। বেগম গুলনেয়ার সম্রাট ঔরংজীবের আজ্ঞার অপেক্ষা রাখে না। আমার আজ্ঞাই তিনি এতদিন পালন করে' এসেছেন।

দুর্গা। তবে!

গুল। আমি তোমায় মুক্ত করে' দিতে এসেছি, কারণ তুমি আমার প্রাণেশ্বর!

দুর্গা। এ কি পরিহাস?

গুল। তোমার খুব আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে?—যে আমি স্বয়ং ভারত সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার; আর তুমি একজন রাজপুত সেনাপতিমাত্র; আমি তোমাকে প্রাণেশ্বর বলে' ডাকছি! হাঁ আশ্চর্য্য হবার কথা বটে! তবে আমি সাধারণ নারীর মত কাজ করি না। সম্রাজ্ঞী হয়ে একজন সামান্য সেনাপতিকে "তুমি আমার প্রাণেশ্বর" এ কথা এই ভাবে আমি ছাড়া জগতে আর কেউ বল্‌তে পার্ত্ত? কিন্তু অদ্ভুতেই আমার প্রবৃত্তি। সাধারণ যা, সামান্য যা, তা সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার করে না! সে যখন

ঘোড়া ছুটোয়, রশ্মি ছেড়ে দেয় ; সামান্য, সংযত, পরিমিত আনন্দ সে চায় না। অসীমের—উচ্ছৃঙ্খলের রাজত্বে তার বাস !

দুর্গা। কিন্তু——সম্রাজ্ঞী—

গুল। শোন বাধা দিও না। আমি যা করি তাই অদ্ভুত। এই প্রকাণ্ড মোগল সাম্রাজ্য একটা প্রকাণ্ড বিস্ময় নয় ?—সে বিস্ময় আমার সৃষ্টি ! এ সাম্রাজ্য সম্রাটের হস্তাক্ষর বটে, কিন্তু রচনা আমার ! আমার তর্জ্জনীউত্তোলনে সাম্রাজ্যে যুদ্ধ, আমার অভয়দানে সাম্রাজ্যে শান্তি ! আমার সহাস্য দৃষ্টিতে এক একটা রাজ্যের উত্থান ; আমার ভ্রূক্ষেপে এক একটা রাজ্যের পতন ! এতদিন এই হযে আস্‌ছে।—যে দিন তোমার হাতে বন্দী হয়েছিলাম,সে দিন সে অবস্থা নিয়তির কঠোর বিধান বলে' মেনেছিলাম; কোন মানুষের কাছে মাথা হেঁট করিনি। সেইদিন তোমাকে ভালবেসেছিলাম ! কিন্তু সে প্রেম জানাই নি ; কেননা, বন্দীভাবে যে তোমার প্রেম ভিক্ষা কর্ব্ব, সেরূপ উপাদানে আমার প্রবৃত্তি গঠিত হইনি। আজ তুমি আমার বন্দী। এই আমার প্রেম জ্ঞাপনের উপযুক্ত সময়।—দুর্গাদাস ! আমি তোমায় ভালোবাসি !

দুর্গা। বেগমসাহেব আপনি কি বল্‌ছেন বোধ হয় আপনি বুঝ্‌তে পার্চ্ছেন না।

গুল। সম্রাটকে ভয় কর্চ্ছ ? এসো ! দেখ্‌বে, সম্রাট আমার দাস ; আমি তাঁর দাসী নহি। দেখ্‌বে, ঔরংজীব প্রেমের পূর্ণপাত্র আমাদের সম্মুখে ধর্ব্বে ; আমরা পান কর্ব্ব। তোমায় দিল্লীর সিংহাসনে বসাবো !—এসো !

দুর্গা। বেগমসাহেব ! মাফ কর্ব্বেন ! অসদুপায়ে পৃথিবীর সম্রাট হ'তে চাই না।

গুল। সাম্রাজ্য চাও না ?

দুর্গা। না বেগমসাহেব!—আপনি ফিরে যান।

গুল। কি ? তুমি আমাকেও চাহো না।

দুর্গা। না। পরদারকে আমরা রাজপুতজাতি মাতা বলে' মানি। আপনার মর্য্যাদা আপনি না রাখেন, আমি রাখবো!

গুলনেয়ার ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া নীরব রহিলেন। তাঁহার আপাদ-মস্তকে উষ্ণরক্তস্রোত বহিতে লাগিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, তিনি আকাশে কি মর্ত্ত্যে। পরে তিনি কহিলেন—"কি দুর্গাদাস! তুমি আমার প্রেম প্রত্যাখ্যান কচ্ছ—সম্রাট ঔরংজীব যার ইঙ্গিতের অপেক্ষায় থাকে!"

দুর্গা। বেগমসাহেব! জগতে সকলেই ঔরংজীব নয়। পৃথিবীতে ঔরংজীবও আছে, দুর্গাদাসও আছে।

গুল। এ কি সম্ভব?—জানো দুর্গাদাস, তোমার পক্ষে এর ফল কি ?

দুর্গা। জানি—মৃত্যু।

গুল। না, দুর্গাদাস তুমি পরিহাস কচ্ছ।

দুর্গা। জীবনে এর চেয়ে গম্ভীরভাবে কখন কথা কহি নাই।

গুল। কি ? আমাকে উপেক্ষা কর্চ্ছ? দুর্গাদাস, পূর্ব্বে বলেছি গুলনেয়ার নতজানু হয়ে প্রেমভিক্ষা করে না; আশীর্ব্বাদের মত প্রেম বিতরণ করে।—বেছে নাও—বেগম গুলনেয়ার, কিম্বা মৃত্যু।

দুর্গা। বেছে নিলাম—মৃত্যু।

গুল। মৃত্যু! তবে তাই হবে—আমি তোমাকে বধ কর্ব্ব। গুলনেয়ারের কাছে একটা পাবে। হয় প্রেম, না হয় প্রতিহিংসা! যদি প্রেম না চাও, প্রতিহিংসা নেও—কামবক্স!

গুলনেয়ারের পুত্র কামবক্সের প্রবেশ।

বেগম। কামবক্স!—বধ কর! একে বধ কর! এই মুহূর্ত্তে বধ কর!—চেয়ে রয়েছো যে!—বধ কর!

কাম। কেন মা?—পিতার বিনা অনুমতি—

বেগম। পিতার অনুমতি! আমার আজ্ঞার উপর পিতার অনুমতি! বধ কর এই মুহূর্ত্তে। কি আমার কথার অবাধ্য তুমি?"—চীৎকার করিয়া কহিলেন—"বধ কর—বধ কর—বধ কর!"

কামবক্স তরবারি বাহির করিতে করিতে কহিলেন—"উত্তম! তবে প্রস্তুত হও বন্দী!"—

দুর্গা। আমি প্রস্তুত।

কামবক্স দুর্গাদাসের বধার্থে তরবারি উঠাইলেন। এমন সময় দিলীর খাঁ প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"সাবধান কামবক্স—নহিলে—" পিস্তল কামবক্সের প্রতি লক্ষ করিলেন।

গুল। কে তুমি?

দিলীর। আমি মোগল সেনাপতি দিলীর খাঁ।

গুল। কি? তোমার স্পর্দ্ধা যে আমার আজ্ঞার বিপক্ষে দাড়াও?

দিলীর। দিলীর খাঁ কাউকে ভয় করে না বেগম সাহেব! সে এমন সততার অভেদ্য বর্ম্মে আচ্ছাদিত যে, স্বয়ং ঈশ্বরকে ভয় করে না। তুমি ত তুচ্ছ জীব।—পাপীয়সী! নির্লজ্জা!—মনে কোরোনা, আমি কিছু শুনি নাই। সব শুনেছি।"—পরে দুর্গাদাসের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"দুর্গাদাস! বীর! জানতাম যে তুমি মহৎ! কিন্তু এত মহৎ স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমি স্বহস্তে তোমার বন্ধন মোচন করে' দিচ্ছি। [বন্ধন মুক্ত করিয়া] চলে এসো বাহিরে—আমার নিজের

দুর্গাদাস।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্ব তোমাকে দিচ্ছি। সঙ্গে পঞ্চশত অশ্বারোহী দিচ্ছি। দেশে ফিরে যাও।—আমার আজ্ঞায় কোন মোগলসেনানী তোমার কেশ স্পর্শ কর্ব্বে না! চলে' এসো বীর!—বন্দেগি বেগম সাহেব!——" দুর্গাদাসের হাত ধরিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। গুলনেয়ার ও কামবক্স প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন।

[যবনিকা পতন।]

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—পাহালার উদ্যানচন্দ্রাতপ। কাল—রাত্রি। সিংহাসনারূঢ় আকবর। সম্মুখে নর্ত্তকীগণ।

নৃত্যগীত।

নীল গগন, চন্দ্রকিরণ, তারকগণ রে!
হের নয়ন—হর্ষমগন চারু ভুবন রে!
নিদ্রিত সব কূজন রব, নীরব ভব রে!
মোহন নব হেরি বিভব মেদিনী তব রে!
বাহিত ঘন স্নিগ্ধ পবন জ্যোৎস্না-মগন রে—
নন্দন-বন-ভুলা-ভুবন—মোহিত মন রে!

আকবর। কেয়াবাৎ!—বাহবা!—শোভানাল্লা!—বাহবা বেহাগে কোমল নিখাদ! স্বর্গ যদি এই রকম হয় তবে স্বর্গ বড় সুখের জায়গা। শোভানাল্লা! আবার নাচো; আবার গাও।

এই সময়ে সহাস্যাননে কাবলেস খাঁ প্রবেশ করিল।

আকবর। কে? কাবলেস্ খাঁ! শম্ভুজী কোথায়?

কাবলেস্। আর শম্ভুজী! সাহাজাদা! শম্ভুজী—এই"—এই বলিয়া কাবলেস্ পতনের ভঙ্গী দেখাইল।

আকবর। সে কি!

কাবলেস্। কুপোকাৎ।

আকবর। কূয়োয় পড়ে' গিয়েছে? বেশী খেয়েছিল বুঝি?

কাবলেস্। না সাহাজাদা! শম্ভুজী গ্রেপ্তার। চাঁদ এখন তোমার পিতার শিবিরে। হাতে"—এই বলিয়া বন্ধনের অবস্থা দেখাইল।

আকবর। সে কি!—অসম্ভব!

কাবলেস্। অসম্ভব টব নয় সাহাজাদা! একেবারে ঠিক।—এখন আপনার নিজের পথ দেখুন।

আকবর। এ কি সত্য কথা কাবলেস্?

কাবলেস্ ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"ভারি সত্য সাহাজাদা! মিথ্যা কথা কাবলেস্ খাঁ কদাচিৎ কয়। শম্ভুজী একেবারে গ্রেপ্তার। এখন আপনি কি কর্ব্বেন ঠিক করেছেন? আপনার মুখ যে কালীবরণ হয়ে গেল।

আকবর নীরব রহিলেন।

কাবলেস্। শুনুন সাহাজাদা! আমার পরামর্শ যদি শুন্তে চান—আপনি আমার সঙ্গে সম্রাটের কাছে আসুন।

আকবর ম্লান হাসি হাসিয়া কহিলেন—"সম্রাটের কাছে? তার চেয়ে ব্যাঘ্রের বিবরে যেতে রাজি আছি।"

কাবলেস্। আমি বল্‌ছি সাহাজাদা—আপনি আমার সঙ্গে চলুন বাদসাহের কাছে। কোন ভয় নাই! তিনি আপনাকে কিছু বলবেন না। বরং কাবাব খেতে দেবেন! আমি যামিন হচ্ছি।

আকবর। পিতার কাছে?

কাবলেস্। হাঁ আকবর! পিতার কাছে। পিতার কাছে।—কি বলেন?

এই সময়ে দুর্গাদাস প্রবেশ করিয়া কাবলেস্ খাঁকে কহিলেন—"বিশ্বাসঘাতক! তোমার ষড়যন্ত্র-জালে নিরীহ কুমারকেও জড়াতে চাও?"

আকবর। এ কি ! এ যে দুর্গাদাস !

কাবলেস্। তাই ত !—এ যে—[কম্পিত]

দুর্গাদাস। কাবলেস্ ! তোমার অভিলাষ পূর্ণ হয় নি। আমি জীবিতাবস্থায় ফিরে এসেছি। আমায় শত্রুকরে ধরিয়ে দিয়েছিলে, যায় আসে না। আমি তোমার কেহ নই। কিন্তু শেষে তুমি তোমার আপন প্রভু শম্ভুজীকেও ধরিয়ে দিয়েছো।—কৃতঘ্ন ! নরপিশাচ !

কাবলেস্। না মশায়—আমি না—মহারাজ—

দুর্গাদাস। তুমি নও? কাবলেস্! মহারাজ শম্ভুজী তোমার পরামর্শে এক নবোঢ়া ব্রাহ্মণ বালিকাকে হরণ কর্ত্তে দুর্গের বাহির হয়েছিলেন—কি না ?—সত্য বল। মিথ্যা বল্লে নিস্তার নাই।

কাবলেস্ কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল—“এজ্ঞে”।

দুর্গাদাস। আর তুমি আগেই সে সম্বাদ কুমার আজীমকে দিয়াছিলে কি না ? তার পরে কুমার আজীম ৫০০ মোগল সেনানী নিয়ে এসে মহারাজকে বন্দী করেন।—কেমন ? ঠিক কি না ?

কাবলেস। এজ্ঞে! [পলায়নোদ্যত।]

দুর্গাদাস। ভাগোমাৎ।”—এই বলিয়া দুর্গাদাস কাবলেস্ খাঁর গলা টিপিয়া ধরিয়া কহিলেন—“কাবলেস খাঁ, আল্লার নাম করো।”

কাবলেস। মাফ করো খোদাবন্দ—আমি, আপনার কুত্তা।

এই বলিয়া সেই ভয়বিহ্বল কম্পিতকলেবর কাবলেস্ খাঁ দুর্গাদাসের চরণ ধরিল।

দুর্গাদাস। যাও তোমায় বধ কর্ব্ব না। আমার হাত তোমার হত্যায় কলঙ্কিত কর্ব্ব না। তুমি শম্ভুজির পরকাল খেয়ে শেষে তার ইহকালও খেলে। নরকেও তোমার স্থান নাই—যাও।”—বলিয়া

পদাঘাত করিয়া কাবলেস্ খাঁকে দূর করিয়া দিলেন। কাবলেস্ চলিয়া গেলে দুর্গাদাস আকবরকে কহিলেন—"সাহাজাদা এক দিন আমি শম্ভুজীকে বলেছিলাম যে, 'এই সুরা আর এই নারীই তোমার সর্ব্বনাশ কর্ব্বে। আর সে সর্ব্বনাশ সাধন কর্ব্বে এই কাবলেস খাঁ।'—অবিকল তাই হোল।—যুবরাজ। এই দৃষ্টান্ত হতে শিক্ষা লউন। পূর্ব্বেও অনেক-বার বলেছি আজ আবার বলছি—দিন থাকৃতে সুরা আর নারী পরিত্যাগ করুন!—বড় ভয়ঙ্কর নেশা এই দুই।

আকবর। বড় অধিক বিলম্ব দুর্গাদাস!—বড় অধিক বিলম্ব!

দুর্গাদাস। কিছুই বড় অধিক বিলম্ব নয় কুমার! কেবল প্রবৃত্তি যত অধিক দিন আসন দখল করে' থাকে, ততই তাকে তাড়ানো দুষ্কর হয়। আপনি উচ্চবংশজাত, উচ্চশিক্ষিত, উচ্চহৃদয় ব্যক্তি; আপনি চেষ্টা কর্লে কি এ পাপ ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেন না?

আকবর ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে কহিলেন—"দুর্গাদাস! তুমি ঠিক বলেছো। আমি এ নেশা পরিত্যাগ কর্ব্ব। শুদ্ধ এই নেশা নয়! সংসারের নেশা পরিত্যাগ কর্ব্ব। সব পরিত্যাগ কর্ব্ব।

দুর্গাদাস। সে কি সাহাজাদা!

আকবর। হাঁ বীর! সব পরিত্যাগ কর্ব্ব। জীবনে ঘৃণা হয়ে গেছে। পরের গলগ্রহ হয়ে বেড়াচ্ছি, তবু বিলাসে মজ্জিত হয়ে আছি। এ কি সাধারণ মানসিক দুরবস্থা! সেটা আজ যেমন অনুভব কচ্ছি, তেমন আর কখন অনুভব করি নাই।"—বলিয়া মস্তক নত করিলেন।

দুর্গাদাস। শুনুন সাহাজাদা! আমার সঙ্গে মাড়বারে চলুন—আমি জীবিত থাকৃতে আপনার কোন ভয় নাই।—চলুন।

আকবর। না দুর্গাদাস! আমি মাড়বারে যাবো না। আমি মক্কায় যাবো। অনেক দিন তোমাদের গলগ্রহ হয়েছি। তোমায় অনেক ক্লেশ দিয়েছি। ক্ষমা কোরো। আমাকে রক্ষা কর্ত্তে তুমি স্বদেশ, স্বজন ছেড়েছো। আমার জন্য তুমি ভ্রাতা হারিয়েছ, নিজে ম'র্ত্তে বসেছিলে।

দুর্গাদাস। সে আমার ধর্ম্ম, কুমার! কর্ত্তব্য মাত্র।

আকবর। কর্ত্তব্য! আমি মক্কায় গিয়ে ঐ রকম কর্ত্তব্য পালন কর্ত্তে শিখবো। অনেক পাপ করেছি; সর্ব্বকার্য্যে অবহেলা করেছি; বিলাসে মজ্জিত হয়ে কালক্ষেপ করেছি; পিতার বিদ্রোহী হয়েছি; স্ত্রীহন্তা হয়েছি; নিজের জন্য জেনে শুনে তোমার সর্ব্বনাশ করেছি; শেষে শম্ভুজীর মৃত্যুর কারণ হলাম।—যাই দুর্গাদাস! আমার জন্য এত করেছো, আর একটা কাজ কর। তুমি দেশে ফিরে যাও—আমার রাজিয়াকে দেখো। তাকে দেখো দুর্গাদাস!—তোমার হাতে তাকে সঁপে দিয়ে গেলাম।—তবে যাই! বিদায় দাও।"—বলিয়া আকবর দুর্গাদাসের কর ধারণ করিলেন।

[পটক্ষেপণ।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—জয়সমুদ্রের হ্রদতীরে প্রাসাদ। কাল—সায়াহ্ন। জয়সিংহ ও কমলা প্রাসাদের বারান্দায় দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন।

জয়সিংহ। কমলা তুমি বিরূপ হয়ো না। তোমার জন্য আমি দেশ ছেড়েছি, রাজ্য ছেড়েছি, পুত্র ছেড়েছি।

কমলা। কে ছাড়তে বলেছিল?

জয়। তুমি।

কমলা। কোন জন্মেও নয়। আমি বলেছিলাম মাত্র যে বড়রাণী আর ছোটরাণীর মধ্যে যাকে চাও, একজনকে বেছে নাও; একত্রে দু'জনকে পাবে না।

জয়। আমি তোমাকে বেছে নিইছি। বড়রাণীকে ছেড়েছি।

কমলা। কিন্তু রাজ্য ছাড়তে আমি বলিনি। রাজ্য বড়রাণীর ছেলে অমরসিংহের হাতে সঁপে দিয়ে আস্‌তে বলিনি। আমার পুত্র কি কেউ নয়?

জয়। ও! এই নিয়ে তোমার সঙ্গে বড়রাণীর ঝগড়া! তা এতদিন মুখ ফুটে বলনি কেন কমলা? বড়রাণী পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায়, কলহের কারণ সেদিন প্রকাশ করে নি। এখন বুঝতে পাচ্ছি।—কমলা! রাজ্য অমরসিংহের। কিন্তু আমি তোমার। অমরসিংহ জ্যেষ্ঠপুত্র। শাস্ত্র অনুসারে জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যের অধিকারী।

কমলা। আমার চেয়ে তবে তোমার শাস্ত্র বড়?

জয়। কমলা! আমার কাছে সব শাস্ত্রের চেয়ে তুমি বড়।

কমলা। তবে!—তোমার কি ইচ্ছা যে, তোমার মৃত্যুর পরে আমি অন্নের জন্য বড়রাণীর দুয়োরে ভিখারী হব।

জয়সিংহ স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণেক নীরব রহিলেন; পরে ধীরে ধীরে কহিলেন—"এত ভবিষ্যৎ চিন্তা তোমার আছে কমলা? আমি ত তা কখন ভাবি নি—তবে তোমার চিন্তা তোমার পুত্রের জন্য নয়; নিজের জন্য?"

কমলা। নিজের জন্য চিন্তা কি এতই গর্হিত হোল রাণা! কে সে চিন্তা করে না মহারাজ!

জয়। কৈ! আমি ত কখন করিনি রাণী! আমি রাণা রাজসিংহের পুত্র। আমি মনে কর্লে কি না হতে পার্ত্তাম। যশ, মান, অর্থ, প্রভুত্ব, বিলাস পরিত্যাগ করে'—জাতির ধিক্কার নিয়ে, আমি তোমার জন্য বনবাসী হয়েছি। ভবিষ্যৎ ত দূরের কথা, আমি তোমার জন্য বর্ত্তমান ছেড়েছি।

কমলা। আমার জন্য ছেড়েছো! না আমার রূপের জন্য? তুমি আমায় বিয়ে করেছিলে আমার জন্য নয়, আমার রূপের জন্য। আমি তোমায় বিয়ে করেছিলাম তোমার জন্য নয়, তোমার রাজ্যের জন্য।

জয়। আমার রাজ্যের জন্য! এ কি শুন্‌ছি ঠিক?—কমলা! আমার বড় সুখস্বপ্ন ভেঙে দিলে!—কমলা! কমলা! জানো না তুমি আমার কি সর্ব্বনাশ কর্লে!

কমলা।—আমি তোমার সর্ব্বনাশ কর্লাম, না তুমি আমার সর্ব্বনাশ কর্লে?

জয়। রাণী! তোমার রূপের জন্য তোমায় ভালবাসি?—কৈ সে রূপ? আর ত দেখতে পাচ্ছি না! কোথা থেকে এক জ্যোতি এসে তোমার মুখে পড়েছিল; চলে গেল। এখন তোমার মুখে সে রূপের কঙ্কাল-মাত্র দেখ্‌ছি।—নারী! রূপ কতক ঈশ্বর দেন, আর কতক রমণী নিজে সৃষ্টি করে। নারীর উজ্জ্বল হৃদয়ের প্রতিভা তার মুখে এসে পড়ে' এক নূতন রাজ্য রচনা করে; বাহিরের রূপ তার কাছে কিছুই না। না রাণী! তোমার রূপের জন্য তোমায় ভালবাসি নাই, তোমার জন্যই ভালবেসেছিলাম।

কমলা। মিথ্যা কথা!

জয়। রূপ? সংসারে কি রূপের অভাব আছে নারী? যেখানে

অন্ধকার ও জ্যোৎস্নার ঐন্দ্রজালিক খেলা, শস্যক্ষেত্রের তরঙ্গায়িত শ্যামল বৈভব, আকাশের অবাধ নীল প্রসার; যেখানে যেদিকে চাই সেই দিকে সৌন্দর্য্য, সুগন্ধ, সঙ্গীত; সে বিশ্বসংসারে রূপের জন্য তোমার কাছে গিইছিলাম? আর বিস্তীর্ণ রাজস্থানে একা তুমিই সুন্দরী?—কৈ তোমার সে রূপ কমলা? কোথা থেকে এসেছিল! কোথায় চলে গেল!

কমলা। এখন তোমার অভিপ্রায় কি?

জয়। অভিপ্রায়!—জানিনা। মোহ ভেঙ্গে গিয়েছে। কিন্তু বড় অকস্মাৎ। সময় দাও।

এই সময়ে দৌবারিক প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিয়া কহিল—"মহারাণা! রাজমন্ত্রী সাক্ষাৎ চান।"

জয়। রাজমন্ত্রী!—এখানে!—যাও এখানেই নিয়ে এসো।

দৌবারিক চলিয়া গেলে জয়সিংহ কমলাকে কহিলেন—"যাও কমল ভিতরে যাও। তোমার প্রতি আমার ক্রোধ নাই। তুমি বড় আশায় নিরাশ হয়েছো, আমি বড় আশায় নিরাশ হইছি। ভিতরে যাও।"

কমলা যাইতে যাইতে ভাবিলেন—"বুঝি যা ছিল তাও হারালাম।"—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

জয়। এরই জন্য সব ছেড়েছি! লক্ষ্মীরূপিণী সরস্বতীকে ছেড়ে এসেছি! সরস্বতী! এখন বোধ হয় তোমায় কিছু কিছু চিন্তে পাচ্ছি সেদিন সত্য বলেছিলে—'এ প্রেম নয়, মোহ।'

এই সময় মন্ত্রী প্রবেশ করিলেন।

জয়। কি মন্ত্রী? রাজ্যের সম্বাদ কি?

মন্ত্রী। মহারাণা আমি ইস্তফা দিতে এসেছি।

জয়। সে কি! কি হয়েছে মন্ত্রী?

মন্ত্রী। কি হয়েছে! রাণার পুত্র আমার যথেষ্ট অবমাননা করে-ছেন। আমি রাজসংসারে চাকরি করে' বুড়ো হয়ে গেলাম। কিন্তু এমন অপমান কখন হয় নি।

জয়। কি অপমান করেছে?

মন্ত্রী। কুমার অমরসিংহ এক উন্মত্ত হস্তী খুলে সহরে ছেড়ে দেন। তাতে কয়েক পুরবাসীর প্রাণনাশ হয়। আমি তাতে তাঁকে তিরস্কার করায়, তিনি আমার মাথা মুড়িয়ে, গাধার পিঠে চড়িয়ে, সহর প্রদক্ষিণ করিয়ে এনেছেন।

জয়। এতদূর! অমর জানে যে, আমি তোমায় তার অভিভাবক করে' রেখে এসেছি?

মন্ত্রী। তাঁর যে পিতৃভক্তি বিশেষ আছে, তা কোন কাযেই প্রকাশ পায় না।

জয়। চল! কাল আমি রাজ্যে ফিরে যাবো! এ বিষয়ে যথাবিহিত করা যাবে। এখন গৃহে চল।—শীত কর্চ্ছে।

এই বলিয়া উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তৃতীয় দৃশ্য।

—০—

স্থান—কোয়েলার দুর্গশিখর। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি।

অজিত ও রাজিয়া একটি বেদীর উপর বসিয়াছিলেন।

রাজিয়া। কি সুন্দর চাঁদ উঠ্ছে দেখো অজিত। ঐ যে দেখছো পূর্ব্বদিকে একখানা কালো মেঘের উপর দিয়ে উঠ্ছে। মেঘের

উপরটার ধারে ধারে কে যেন তরল স্বর্ণরেখা বুলিয়ে দিয়ে গিয়েছে। মেঘখানার নীচে সব গাঢ় কালো। চাঁদের সিকি ভাগ মেঘের উপরে দেখা যাচ্ছে। কি স্নিগ্ধ, কি শান্ত, কি স্থির!—কি সুন্দর দেখছো অজিত!

অজিত। না আমি কেবল তোমাকে দেখছি।

রাজিয়া। তা হলে অত্যন্ত ভুল কর্চ্ছ। এ পৃথিবীতে চারিদিকে এত দেখবার জিনিষ রয়েছে, তা ছেড়ে আমাকে দেখছো? কি সুন্দর এই পৃথিবী! আমার মনে হয় যে, এই পৃথিবীটা একটা অশ্রান্ত অনন্ত অবারিত সঙ্গীত। এই নীলিমা তার অনুলোম, এই শ্যামলতা তার বিলোম। আলোকে তার গ্রহ, অন্ধকারে তার সম, পর্ব্বতে পর্ব্বতে তার ন্যাস, তরঙ্গে তরঙ্গে তার মূর্চ্ছনা!—কি সুন্দর এই পৃথিবী অজিত!

অজিত। আমি সব চেয়ে তোমার মুখই সুন্দর দেখি।

রাজিয়া। সব চেয়ে আমার মুখ তুমি সুন্দর দেখ? অপরিস্ফুট গোলাপের ক্রীড়ারক্তিম চাহনির চেয়ে সুন্দর? বেলাবিলীন লহরী-লীলার চেয়ে সুন্দর? ঐ কৃষ্ণমেঘান্তরিত শরচ্চন্দ্রের চেয়ে সুন্দর?—অজিত! তুমি অত্যন্ত বালক।

অজিত। আমি আর বালক নই বলেই তোমার মুখ সব চেয়ে সুন্দর দেখি। বুঝেছি এখন রাজিয়া যে, জগতের শ্রেষ্ঠ সার সৌন্দর্য্য নারী। আর নারীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য তুমি।

রাজিয়া। আমি! আমি তা বিশ্বাস করিনা।

অজিত। রাজিয়া! বিশ্বাস কর না, কারণ, রাজিয়া তুমি আমায় ভালোবাসোনা।

রাজিয়া। ভালো বাসিনা? জানিনা ভালোবাসা কাকে বলে

অজিত! তবে যাকে ভালোবাসা যায়, তাকে যদি সর্ব্বদাই দেখ্তে ইচ্ছা করে ;, যদি তাকে দেখ্‌লে, তার স্বর শুনলে, হৃদয়ের তন্ত্রী বেজে ওঠে ; তবে আমি তোমায় ভালোবাসি!—অত্যন্ত ভালোবাসি!

অজিত। বাসো রাজিয়া?—সত্যকথা?—

রাজিয়া। মিথ্যা কথা বল্‌তে ত শিখেনি।—

অজিত। প্রাণাধিকে [হস্ত ধরিলেন]

রাজিয়া। প্রিয়তম!"—বলিয়া গাহিলেন—

এসো এসো বঁধু বাঁধি বাহু ডোবে, এসো বুকে করে' রাখি।
বুকে ধরে' মোর আধ ঘুমঘোরে সুখে ভোর হয়ে থাকি।
মুছে যাক্ চখে এ নিখিল সব, প্রাণে প্রাণে আজ করি অনুভব
মিলিত হৃদির মৃদুগীতিরব—আধনিমীলিত আঁখি।
বহুক বাহিরে পবন বেগে, করুক গর্জ্জন অশনি মেঘে,
রবি শশী তারা হয়ে যাক হারা, আঁধারে ফেলুক ঢাকি' ;
আমি তোমার বঁধু, তুমি আমার বঁধু, এই শুধু নিয়ে থাকি,
বিশ্ব হ'তে সব লুপ্ত হয়ে যাক—আর যা' রহিল বাকি।

গাহিতে গাহিতে রাজিয়া অজিতের বাহুলীন হইলেন।

ঠিক এই সময়ে মুকুন্দদাস প্রবেশ করিলেন।

মুকুন্দ। "মহারাজ"—বলিয়াই অজিতকে রাজিয়ার বাহুলগ্ন দেখিয়া পশ্চাদ্গমন করিতেছিলেন। অজিত তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া ডাকিলেন—"কি মুকুন্দদাস! বিশেষ কোন সম্বাদ আছে?"

মুকুন্দ। হাঁ মহারাজ! সেনাপতি দুর্গাদাস দাক্ষিণাত্য হতে ফিরে এসেছেন।

অজিত। কে? দুর্গাদাস ফিরে এসেছেন? কোথায় তিনি?

দুর্গাদাস।

মুকুন্দ। বাহিরে।

অজিত। চল !—না তাঁকে এখানেই নিয়ে এসো।

মুকুন্দ। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

অজিত। যাও রাজিয়া এখন নিজের কক্ষে যাও!

রাজিয়া চলিয়া গেলেন।

অজিত। দুর্গাদাস ফিবে এসেছে? আমার রক্ষক, দেশের ভরসা, দুর্গাদাস ফিরে এসেছে; এতে একটা উল্লাস না এসে মনে এক খট্‌কা লাগ্‌ছে কেন? এ কি চিন্তা, 'যাতে আমার চিরসঞ্চিত ভক্তি স্নেহ কৃতজ্ঞতাকে আবিল করে' দিচ্ছে! না, এ অত্যন্ত অনুচিত! না, এ প্রবৃত্তি মন থেকে দূর কর্ব্ব।

রাজপুতসামন্তদ্বয় মুকুন্দদাস ও শিবসিংহ সমভিব্যাহারে দুর্গাদাস প্রবেশ করিলেন।

দুর্গাদাস। মহারাজ! ভৃত্য ফিরে এসেছে। বহুদিনের সঞ্চিত আশা আমার—কুমারকে মহারাজ সম্বোধন কর্ত্তে কণ্ঠ আনন্দে রুদ্ধ হয়ে আস্‌ছে। মহারাজ অভিবাদন করি।"—বলিয়া তাঁহার পদচুম্বন করিলেন।

অজিত। ভক্ত বন্ধু! আমার প্রিয়তম সেনাপতি!—কুশল ত?

দুর্গা। হাঁ আপাতকুশল। মহারাজ! তবে আপনি নিজেই সামন্ত-দের দেখা দিয়েছেন?

অজিত। হাঁ আমি নিজেই সামন্তদের দেখা দিইছি।

মুকুন্দ। প্রভু! আমি বহুদিন ধরে তাতে সম্মত হইনি, বল্লাম

'প্রভুর বিনা-অনুমতি তা হবে না।' কিন্তু সামন্তরা ছাড়্লে না, বল্লে 'মহারাজাকে দেখবো। কোন কথা শুনবো না।'

দুর্গা। তা উত্তম হয়েছে।—তা'রা মহারাজের যথোচিত অভ্যর্থনা করেছে?

মুকুন্দ। অভ্যর্থনা! সে কি অভ্যর্থনা! চৈত্র সংক্রান্তিতে মহারাজ তাঁর সামন্তদের দেখা দিলেন। সেখানে দুর্জ্জনশাল, উদয়সিং, তেজসিংহ, বিজয় পাল, জগৎসিং, কেশরী—আরো বহু সামন্ত উপস্থিত ছিলেন! তাঁরা মহারাজকে ঘিরে জয়ধ্বনি কর্ত্তে লাগলেন! গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি, উল্লাস চীৎকার।—প্রভু সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

দুর্গা। উত্তম! এদিকে যুদ্ধের সম্বাদ কি শিব সিং?

শিব। ঔরংজীব মহম্মদ সাহাকে যশোবন্ত সিংহের এক পুত্র বলে' যোধপুরের রাজা নামে খাড়া করেছিলেন। তার আপনিই মৃত্যু হয়। যোদা হরনাথ সুজায়েৎ খাঁকে কচ পর্য্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। মহারাজা স্বয়ং আজমীরে গিয়ে সেফি খাঁকে পরাস্ত করেছেন।

মুকুন্দ। সব শুভ। সব শুভ সেনাপতি! তবে সমর সিংহের যে শোচনীয় মৃত্যু হয়েছে, তাতে সমস্ত জয় উৎসবহীন হয়েছে।

অজিত। সেনাপতি! জয়সিংহের পুত্র অমরসিংহ তার পিতার বিপক্ষে বিদ্রোহ করেছে। জয়সিংহ মাড়বারের সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। সেনাপতি তুমি সসৈন্যে জয়সিংহের সাহায্যে যাও!

দুর্গাদাস। যে আজ্ঞে মহারাজ। কালই প্রত্যুষে যাবো!—কাশিম কোথায়?

শিব। সে পীড়িত! নহিলে সকলের আগে সে এসে প্রভুর পদ বন্দনা কর্ত্ত।

দুর্গাদাস।

দুর্গা। পীড়িত! কি পীড়া? কোথায় সে?

শিব। ভিতরের ঘরে শুয়ে। বিশেষ কিছু নয়। জ্বর; সামান্য জ্বর।—

দুর্গা। চল—তাকে দেখে আসি—

এই বলিয়া সকলে বাহির হইয়া গেলেন।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—দাক্ষিণাত্যে মোগল শিবির। কাল—প্রভাত। ঔরংজীব ও দিলীর খাঁ দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন।

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! আকবর তা হলে' পারস্য দেশে চলে' গিয়েছে?

দিলীর। হাঁ জাহাপনা। একখানা ইংরাজ জাহাজ করে' ধোঁয়া উড়িয়ে সেই দিকে চলে' গেলেন—সকলে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলাম।—সেখান থেকে—শুন্তে পেলাম—তিনি মক্কায় যাবেন।

ঔরংজীব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"তার শিক্ষার জন্য এত ব্যয়, যত্ন, শ্রম, সব নিষ্ফল হোল!"

দিলীর। না জনাব। সে শিক্ষার যা কিছু ফল আজ দেখা গেল। শিক্ষা না হ'লে অনুতাপ হোত না।

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! আমিও মক্কায় যাবো! আমার জীবনের কাজ শেষ হয়েছে। একটা মাত্র বাকি আছে। রাজিয়ার উদ্ধার সাধন করা। তুমি যদি দুর্গাদাসকে মুক্ত করে' না দিতে, হয়ত বা যাবার আগে সে কার্য্য উদ্ধার কর্ত্তে পার্ত্তাম।

দিলীর। দুর্গাদাসকে ভয় দেখিয়ে? না সম্রাট্—তা হোত না। ভয় কাকে বলে, তা সে বীর জানে না। সে রাত্রিকালে কামবক্স যখন দুর্গাদাসের মাথার উপর তরবারি উঠিইছিল, তখন দুর্গাদাস যে কি বুক ফুলিয়ে দাঁড়িইছিল জনাব—সে দৃশ্য ভুলবো না। হঠাৎ তার মাথা যেন শৈল শিখরের মত সোজা হ'ল। তার বক্ষ আকাশের ন্যায় প্রশস্ত হোল।—তাকে এত উচ্চ এত আয়তবক্ষ আর কখনো দেখিনি জনাব!

ঔরংজীব। হাঁ দিলীর! দুর্গাদাস মহৎ। সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু——

দিলীর। জাঁহাপনা! দেখেছি যে, কর্ত্তব্যের জন্য রাজপুতজাত শুদ্ধ মর্ত্তে ভয় পায় না, তা নয়;—তা'তে যেন সে একটা গর্ব্ব অনুভব করে। আর সেই রাজপুত জাতির মধ্যে সেরা রাজপুত দুর্গাদাস।

ঔরংজীব। স্বীকার করি দিলীর খাঁ।—তবে রাজিয়াকে পুনঃ প্রাপ্তির আশা দুরাশা?

দিলীর। দুরাশা নয়। আমি সে কাজ উদ্ধার করে' দিতে পারি জনাব—যদি আমায় সম্রাট এ বিষয়ে অবাধ অধিকার দেন।

ঔরংজীব। কি উপায়ে?

দিলীর। জাঁহাপনা! আমি জানি, এই রাজপুত জাতিকে, বিশেষ এই দুর্গাদাসকে, কি রকম করে' চালাতে হয়। তার আত্মমর্য্যাদার উপর নির্ভর করুন, সে পুষ্পের মত কোমল। তাকে ভয় দেখাতে চান, সে লৌহবৎ দৃঢ়।

ঔরংজীব। উত্তম। তোমার উপর অবাধ ভার দিলাম। আমার

মাথার ঠিক নাই। আমি বুদ্ধির দোষে মৌজামকে শত্রু করেছি, আজীমকে লোভী করেছি, আকবরকে বিদ্রোহী করেছি, কামবক্সকে পিশাচ তৈর করেছি। অথচ বুদ্ধির দোষ যে কোন্‌খানে সেইটে বুঝ্‌তে পারি না।

দিলীর। ঐ ত জনাব। বুদ্ধির দোষ কোন্ খানে তাই যদি বোঝা যাবে, তা হলে ত বুদ্ধির দোষ কেটেই গেল।

এই সময়ে কাবলেস্ খাঁ প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল।

ঔরংজীব। কি কাবলেস্ খাঁ?

কাবলেস। আজ্ঞে! শম্ভুজীকে গাধার পিঠে চড়িয়ে সহর ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। কাফের চেঁচিয়ে বল্‌তে বল্‌তে এসেছে 'আমায় কেউ বধ কর।' কেউ সাহস করেনি।—তাকে এখন এখানে নিয়ে আস্‌বো খোদাবন্দ্?

ঔরংজীব। নিয়ে এসো।

কাব্‌লেস্। আমার ইনামটা খোদাবন্দ্।

ঔরংজীব। দিব, কাব্‌লেস্! দিব, প্রচুর পুরস্কার দিব।

কাব্‌লেস্ সেলাম করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! জীবনে আর আমার স্পৃহা নাই। আমার উদ্যম গিয়েছে। আমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে।"—পরে ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকার পরে কহিলেন—"যা কখন ভাবিনি সম্ভব—আমার সম্রাজ্ঞী, ভারতের অধীশ্বরী—তাকে কি না দিয়েছিলাম। দিলীর—এ কখন ভাবিনি—স্বপ্নেও ভাবিনি।

দিলীর। জাঁহাপনা আমি বরাবর দেখে এসেছি যে, যেটা কখন ভাবা না যায়, সবার আগে সেইটেই ঘটে।

পিঞ্জরাবদ্ধ শম্ভুজীকে লইয়া, আজীম কাব্‌লেস্ ও
প্রহরীরা প্রবেশ করিল।

ঔরংজীব। এই যে মরাঠা বীর। কেমন মহারাজ! কোরাণের আর কুৎসা কর্ব্বে? মস্‌জিদ অপবিত্র কর্ব্বে? মোল্লার অপমান কর্ব্বে?—কি? কথা নেই যে?

কাব্‌লেস্। হুজুর! ও উত্তর দিবে কেমন করে'? কোরাণের নিন্দে করার দরুণ ওর জিভ কেটে দিইছি।

ঔরংজীব। মরাঠা বীর! এখনো বল, কোরাণ গ্রহণ কর্ব্বে? এখনও যদি বল, তোমার জীবনদান করি।

শম্ভুজী ঔরংজীবের উদ্দেশে পিঞ্জরের গরাদেতে পদাঘাত করিলেন।

কাব্‌লেস্। এই ভাংলো বুঝি! জাঁহাপনা—একে জল্‌দি বধ করুন। একে বধ করুন। নহিলে—

ঔরংজীব। যাও, এক্ষণি এর ছিন্ন মুণ্ড আমার সম্মুখে নিয়ে এসো।

শম্ভুজীকে লইয়া আজীম, কাব্‌লেস্, ও প্রহরীগণ প্রস্থান করিল।

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! কথা কচ্ছ' না যে?

দিলীর। এর পরে আমার আর কিছু কহিবার নাই। বীরের প্রতি বীরের এই যোগ্য ব্যবহারই বটে!

ঔরংজীব। শম্ভুজী যদি কোরাণ গ্রহণ কর্ত্ত, আমি তাকে ক্ষমা কর্ত্তাম।

দিলীর। যদি শম্ভুজী এই সময়ে মৃত্যুভয়ে কোরাণ গ্রহণ কর্ত্তেন, আমি তাকে ঘৃণা কর্ত্তাম।—জনাব! আপনি কি ইচ্ছা করেন যে, কেউ তার বিবেকের বিরুদ্ধে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে?

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ, এই ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারের জন্যই এই রাজ্য-

ভার নিইছি। এরই জন্য পিতাকে কারাগারে রুদ্ধ করেছি, ভ্রাতাকে হত্যা করেছি।—খোদা জানেন।

দিলীর। জানি সম্রাট। আপনি সরল ধার্ম্মিক মুসলমান বলে', এখনো আমি আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। আপনাকে কপট বিবেচনা কর্‌লে বহুদিন পূর্ব্বে বন্দা বিদায় নিত।—কিন্তু সম্রাট, বাহুবলে কি ধর্ম্মপ্রচার হয়? তরবারির অগ্রভাগে বিশ্বাস স্থাপিত হয়? পদাঘাতে রাজভক্তি তৈর হয়? মহারাজাধিরাজ! এখনো বলি, শেষবার বলি—ফিরুন। এখনো হিন্দুবিদ্বেষ পরিত্যাগ করুন। হিন্দু মুসলমান এক হোক; মন্দিরে মস্‌জিদে স্বাধীনভাবে আল্লার ও ব্রহ্মার নাম নিনাদিত হোক; এক সঙ্গে দামামা শঙ্খধ্বনি উঠুক। হিন্দু মুসলমান একবার জাতিদ্বেষ ভুলে, পরস্পরকে ভাই বলে' আলিঙ্গন করুক দেখি সম্রাট্। সেদিন হিমালয় হ'তে কুমারিকা পর্য্যন্ত এমন এক সাম্রাজ্য স্থাপিত হবে, যা সংসারে কেহ কখন দেখে নাই।

ঔরংজীব। হিন্দু মুসলমান এক হবে দিলীর খাঁ?

দিলীর। কেন হবে না সম্রাট! তা'রা এতদিন একই আকাশের নীচে, একই বাতাস সেবন করে', একই জল পান করে', একই ভূমিজাত শস্য খেয়ে আস্‌ছে। এখনো কি তাদের প্রাণ এক হইনি? তা'রা একবার ধর্ম্মভেদ, জাতিভেদ, আচারভেদ ভুলে, একবার নতজানু হয়ে, করজোড়ে ভক্তিবাষ্পগদগদস্বরে এই শ্যামলা সুজলা ভারতভূমিকে একবার প্রাণভরে' মা বলে ডাকুক দেখি সম্রাট!

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! তুমি স্বপ্ন দেখ্‌ছো।

দিলীর। আমায় মাপ কর্ব্বেন জাঁহাপনা।—আমি স্বপ্নই দেখ্‌ছিলাম বটে। কিন্তু বড় সুখের স্বপ্ন।—ভেঙে গেল!

ঔরংজীব স্বগত কহিলেন—"তা যদি হোত। তা যদি হোত।—না বড় অধিক বিলম্ব। এ বয়সে আর নূতন উদ্দেশ্য নিয়ে—রঙ্গভূমিতে নামতে পারি না।" পরে প্রকাশ্যে কহিলেন "দিলীর খাঁ, আমি বুঝতে পাচ্ছি না যে আমি কি কর্চ্ছি—আমি যন্ত্রবৎ কাজ করে' যাচ্ছি। ভাব্‌তে পাচ্ছি না। সব ঝাপ্‌সা দেখছি। মাথা ঘুর্চ্ছে। দিলীর! আমি আর সে ঔরংজীব নই। আমি তার কঙ্কাল মাত্র।

দিলীর। এখনো কিছু দেরি আছে জনাব। এখনো সে কঙ্কালের উপর মাংসটুকু ঝুল্‌ছে ; ঝরে' পড়ে নি। তবে তার বড় বেশী দেরিও নাই।

এই সময়ে কাব্‌লেস শম্ভুজীর ছিন্ন মুণ্ড এক রৌপ্যপাত্রে আনিয়া সম্রাটের পদতলে রাখিল।—সঙ্গে রক্তাক্ত আজীম ও প্রহরীগণ।

ঔরংজীব। শম্ভুজীর মুণ্ড!—যাও, নিয়ে যাও।

দিলীর। দারার রক্তে যে রাজত্বের আরম্ভ হয়েছিল, এই বীরের রক্তে সেই রাজত্বের শেষ হোল।"—এই বলিয়া দিলীর খাঁ চলিয়া গেলেন।

কাব্‌লেস্। জাঁহাপনা আমার ইনাম?

ঔরংজীব। তোমার পুরস্কার? এই যে"—প্রহরীদিগকে কহিলেন "বাঁধো।"

কাব্‌লেস্। এঁ্যা—আমাকে"—প্রহরীরা কাব্‌লেস খাঁকে বন্ধন করিল।

ঔরংজীব। আজীম একে বাইরে নিয়ে যাও—এর মুণ্ড নিয়ে এসো।—কাব্‌লেস খাঁ! আমরা অনেক সময়ে বিশ্বাস ঘাতকের সাহায্য নিতে বাধ্য হই বটে। কিন্তু অন্তরে তাদের ঘৃণা করি—যাও যেখানে তোমার মুনিব শম্ভুজী গিয়েছে।

কাব্‌লেস্। আজ্ঞে—জাঁহাপনা।

ঔরংজীব। যাও।”—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

আজীম। চল্ কুত্তা!

কাব্‌লেস। দোহাই সাহজাদা সাহেব, আমায় মার্ব্বেন না। আমি আপনার গোলাম হয়ে থাকবো!—আপনার—

আজীম। চল্ নেমকহারাম”—বলিয়া যষ্টি দিয়া প্রহার করিলেন।

কাব্‌লেস। মারো মারো মারো—জুতা মারো—লাথি মারো—তার পরে লাথি মেরে তাড়িয়ে দাও—শুধু একেবারে মেরে ফেলো না—দোহাই!

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

স্থান—যোধপুরের প্রাসাদ। কাল—রাত্রি।

অজিতসিংহ ও শ্যামসিংহ।

শ্যাম। মহারাজ বিবাহ করেছেন তবে রাণার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে?

অজিত। হাঁ মহারাজ! সেনাপতি দুর্গাদাস সম্প্রতি উদয়পুরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে এ বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। আমি তাতে স্বীকার হই।

শ্যাম। মহারাজ! এ বড় সৌভাগ্য যে আজ মেবারের ও মাড়বারের ঘর মিলিত হোল। গজসিংহের কন্যাটিও শুনিছি পরম রূপবতী।

অজিত। কিন্তু কাঠের পুঁতুল! নেহাইৎ বালিকা।

শ্যাম। ঐ কাঠের পুঁতুলই একদিন রক্তমাংসে গড়ে' আস্‌বে। কিছু বল্‌তে হবে না মহারাজ!

অজিত। একটা কথাও কৈতে জানে না।

শ্যাম।-. শিখবে! মহারাজ, শিখবে! মেয়েমানুষ টিয়াপাখীর জাত—সীতারাম পড়াও, তাও পড়বে; আবার রাধাকৃষ্ণ পড়াও, তাও পড়বে।

এই সময়ে দুর্গাদাস প্রবেশ করিলেন।

শ্যাম। কি দুর্গাদাস! সাহাজাদী?

দুর্গা। আমি তাঁকে সেনাপতি সুজায়েৎএর হাতেই দিইছি। আপনার হাতে দেওয়ার চেয়ে তাঁর হাতে দেওয়াই শ্রেয় মনে কর্লাম।

শ্যাম। কি আমাকে কি বিশ্বাস হোলো না?

দুর্গা। মহারাজ সত্য কথা বল্‌তে কি—বিশ্বাস ঠিক হলো না। কিন্তু একই কথা ত। তাঁকে সম্রাটের সমীপে আপনি নিয়ে গেলেও যা, সুজায়েৎ নিয়ে গেলেও তা।

শ্যাম। হাঁ—না—হাঁ—তা বেশ করেছেন। সাহাজাদীকে তার হাতে দেওয়াও যা, আমার হাতে দেওয়াও তা।

অজিত। সাহাজাদী! কোন্ সাহাজাদী দুর্গাদাস?

দুর্গা। আকবর সাহের কন্যা রাজিয়া উৎ উন্নিসা! তাঁর বিনিময়ে আমি মাড়বার পতির জন্য তিনটী জনপদ বিনা যুদ্ধে লাভ করেছি।

অজিত। কি দুর্গাদাস! তুমি কি বলতে চাও দুর্গাদাস যে, তুমি আমার—তুমি রাজিয়াকে মোগলের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছো?

দুর্গা। হাঁ মহারাজ! তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছি।

অজিতসিংহ ক্ষণেক স্তব্ধ রহিলেন; পরে কহিলেন "তাকে মোগলের হাতে ফিরিয়ে দেবার তোমার অধিকার কি সেনাপতি?—রাজা আমি! আমার অনুমতি না নিয়ে

দুর্গাদাস।

শ্যাম। আমিও তাই সেনাপতিকে বলেছিলাম মহারাজ! যে মহারাজের অনুমতি না নিয়ে—

অজিত। তবে তুমিও এই চক্রান্তের মধ্যে আছো বিকানীর পতি?

দুর্গাদাস। অনুমতি নেই নাই, কারণ অনুমতি চাইলে পেতাম না মহারাজ! আর আকবর আর তাঁর পরিবার আমার আশ্রয় নিয়েছিলেন। মহারাজের আশ্রয় নেন নি।

অজিত। তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা দুর্গাদাস!—ভেবেছো"—ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

দুর্গা। শুনুন মহারাজ! স্পষ্ট কথা কহি! আমি জেনেছি যে আপনি সাহাজাদীর প্রণয়মুগ্ধ। এ কথা আমি যে দিন দাক্ষিণাত্য হতে ফিরে আসি, সে দিন মুকুন্দদাসের কাছে শুনি। তার পরে নিজেও লক্ষ করেছি। এ প্রেম কোন পক্ষেরই শুভ নয়। কারণ আপনাদের বিবাহ হতে পারে না।—আমি সেই জন্যই উদয়পুরে আপনার বিবাহের প্রস্তাব করি। সেখানেই এই বিকানীরপতি সাহাজাদীকে ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব করেন। আমি তাতে সম্মত হই।

অজিত। সম্মত হও! প্রচুর উৎকোচ নিয়েছ বুঝি সেনাপতি—

দুর্গা। উৎকোচ মহারাজ! তা যদি নিতাম—না ক্ষমা কর্ব্বেন মহারাজ! আমি অন্যায় বল্‌তে যাচ্ছিলাম।

অজিত। ক্ষমা!—দুর্গাদাস! এই উৎকোচ নেওয়ার অপরাধে তোমাকে মাড়বার থেকে চিরনির্ব্বাসিত কর্‌লাম।

দুর্গা। যে আজ্ঞা মহারাজ"—এই বলিয়া দুর্গাদাস সেলাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অজিত। চক্রান্ত—চক্রান্ত—একটা প্রকাণ্ড চক্রান্ত!

শ্যাম। মহারাজ! আমি এর মধ্যে নেই—আমি বলেছিলাম—

অজিত। দূর হও”—বলিয়া শ্যামসিংহকে পদাঘাত করিয়া দূর করিয়া দিলেন।

অজিত। রাজিয়া! তবে তোমায় হারালাম! জন্মের মত হারালাম। আর তোমার জন্য আমি দুর্গাদাসকেও হারালাম।”—বলিয়া সেই কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

কাশিম দ্রুতপদক্ষেপে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

কাশিম। রাজা! মহারাজ দুর্গাদাস কোথায়?

অজিত। তিনি রাজ্য পরিত্যাগ ক’রে গিয়েছেন।

কাশিম। তিনি গিয়েছেন না তুই তাড়িয়ে দিয়েছিস্—শ্যামসিংহের মুখে যা শুনলাম! সত্যি?

অজিত। হাঁ আমি তাকে নির্ব্বাসিত করেছি।

কাশিম। তা বুঝেছি! কেন তাড়িয়েছিস্ রাজা?

অজিত। উৎকোচ—ঘুষ নেওয়ার জন্য।

কাশিম। ঘুষ!—মহারাজ দুর্গাদাস ঘুষ নিয়েছে!—ভ্যালারে ভ্যালা! ওকথা মুখেও আনলি! দুর্গাদাস ঘুষ নিয়েছে! দুর্গাদাস ঘুষ নিলে তোরই মত একটা মহারাজা হতি পার্ত্ত না? সে ইচ্ছা কর্লে তোকে পায়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে যোধপুরের রাজা হয়ে বস্‌তি পার্ত্তো না? দুর্গাদাস ঘুষ নেবে? হারে নেমকহারাম! যে তোরে এতদিন জান দিয়ে বাঁচিয়েছে; ধড়ের রক্ত দিয়ে এই পঁচিশ বছর দ্যাশের জন্যে লড়েছে—তার এই বুড়ো বয়সে তুই তাড়িয়ে দিলি; পরের দুয়োরে ভিক্ষে মেগে খাতি’! এই তোর ধম্ম হোল রে নেমকহারাম?

অজিত। কাকা—

কাশিম। খবর্দ্দার! আর মোরে কাকা বলে ডাকিস্ না। মুই এমন নেমকহারামের কাকা নই!—মুই আর তোর রুটি খাতি' চাই না। মুইও যাবো। খাটি' খাবো। খাটি' ভিক্ষে মেগে আমার মহারাজ দুর্গাদাসকে খাওয়াবো। তার কিম্মৎ তুই কি বুঝবিরে নেমকহারাম!"—বলিয়া কাশিম চলিয়া গেল।

অজিত কোন কথা না কহিয়া বিপরীত দিকে নিস্ক্রান্ত হইলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—ঔরঙ্গাবাদ রাজপ্রাসাদ। কাল—অপরাহ্ন। গুলনেয়ার একাকিনী দ্বিতলকক্ষের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিলেন।—সম্মুখে রাজভৃত্য।

গুলনেয়ার। কি! সম্রাট বল্লেন ফুর্সৎ নেই?

ভৃত্য। হাঁ বেগম সাহেব। বাদসাহ মক্কায় যাবার আয়োজন কর্চ্ছেন। এখানে আসবার তাঁর ফুর্সৎ নাই।

গুল। আচ্ছা যাও।

ভৃত্য চলিয়া গেলে গুলনেয়ার কহিলেন—"এতদূর! আমি সম্রাটকে আমার পুত্রের বিজাপুর গমন রহিত কর্ত্তে বল্লাম—উত্তর এলো 'তাকে যেতেই হবে।' সম্রাটকে ডেকে পাঠালাম—উত্তর এলো—"ফুর্সৎ নেই।"—হুঁ মানুষের যখন পতন হয়, এই রকমই হয় বটে! সময় বদ্‌লেছে।—কিন্তু আমি একথা আজ নীরব হয়ে শুনলাম!—আশ্চর্য্য!—আমি কি সেই গুলনেয়ার? বিশ্বাস হচ্ছে না। দেখি"—আয়নায় গিয়া নিজমূর্ত্তি দেখিয়া কহিলেন—"একি! সত্যই ত আমি সে গুলনেয়ার নই। চক্ষু কোটরে সেঁধিয়েছে; গণ্ড বসে গিয়েছে;

চুল সব পেকে গিয়েছে। আমি ত সে গুলনেয়ার নই।—কে আমি? [চীৎকার করিয়া] কে আমি?"

এই সময়ে রাজিয়া প্রবেশ করিয়া ডাকিল "সম্রাজ্ঞী"

গুল। কে? রাজিয়া! কি বলে' ডাকলে? সম্রাজ্ঞী? আমি তবে সম্রাজ্ঞী! আমি তবে সেই গুলনেয়ার!

রাজিয়া। ঠানদিদি—

গুল। রাজিয়া আমার পানে চেয়ে দেখ্ দেখি—সত্য সত্য বল্—আমি সেই গুলনেয়ার কি না?

রাজিয়া। ঠানদিদি তুমি সেই গুলনেয়ার কি না জানিনা। কিন্তু তুমি আমার সেই ঠানদিদি।

গুল। সত্য কি রাজিয়া? চিন্তে পার্চ্ছিস্। সত্য করে বল্ দেখি—চিন্তে পার্চ্ছিস্? সেই একদিন আমায় দেখেছিলি ভারতসম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার—ভারতসম্রাট যার কৃপা-কটাক্ষের জন্য লালায়িত হোত; শত রাজ্য জনপদ অলক্ষ্যে যার রোষকুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গ সভয়ে লক্ষ কর্ত্ত; দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধকৃপাণ দশ লক্ষ সেনানী যার তর্জ্জনীর দিকে ইঙ্গিতের অপেক্ষায় চেয়ে থাকতো। আর আজ আমি—সম্রাটের উপেক্ষিত, রাজন্যবর্গের ধিক্কৃত, বিশ্বের বর্জ্জিত। আমি সেই গুলনেয়ার কি? চেয়ে দেখ ভালো করে'।

রাজিয়া। ঠানদিদি তুমি আমার সেই ঠানদি। জগৎ তোমায় বর্জ্জন করে করুক। আমি তোমায় আঁকড়ে ধরে' থাক্‌বো।

গুল। কেন রাজিয়া? আমি তোর কবে কি করেছি?

রাজিয়া। কিছু কর নাই। কারণ ঠানদিদি আমরা সমদুঃখিনী। আমিও অভাগিনী—ভালো বেসেছি।

গুল। তুই ভালবেসেছিস? কাকে রাজিয়া? কিন্তু আমার মত বেসেছিস্ কি! আমার মত—ভালবাসার তুষানলে জ্বলেছিস্? একটা সাম্রাজ্য তার জন্য বিলিয়ে দিইছিস? পরে তার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত্ হইছিস্?—না রাজিয়া! তুই এ দাহ কল্পনাও কর্ত্তে পারিস না।—সেইদিন হতে আমার সব শেষ হয়েছে। আজ যা দেখছিস সে গুলনেয়ার নয়—তার কঙ্কাল। আর আমি সে গুলনেয়ার নেই—সব গিয়েছে।

এই সময়ে বাঁদি প্রবেশ করিয়া রাজিয়াকে ডাকিল—

"সাহাজাদি! আসুন।"

রাজিয়া। দাঁড়া, যাচ্ছি একটু পরে।

বাঁদি। না সাহাজাদি বাদসাহের হুকুম নেই।

গুল। কি হুকুম নেই বাঁদি?

বাদি। সাহাজাদীকে এখানে আস্‌তে দেওয়া"—এই বলিয়া বাদি রাজিয়াকে কহিল "চলুন।"

রাজিয়া বাষ্পাকুললোচনে গুলনেয়ারের মুখের দিকে চাহিলেন।

গুলনেয়ার রাজিয়াকে কহিলেন "যাও!"

রাজিয়া চলিয়া গেলেন।

গুল। আমি আজ এতই হেয়! নিজের পৌত্রীর সঙ্গে কথা কহিবারও যোগ্য নহি! একটা বাঁদিও চোখ রাঙিয়ে যায়! না, এর শেষ কর্ত্তে হবে! ভৃত্যেরও ধিক্কৃত হয়ে গুলনেয়ার এ রাজ্যের পশ্চাৎ কক্ষে বাস কর্ব্বে না। এ রাজ্যে সম্রাজ্ঞী হয়ে প্রবেশ করেছিলাম। সম্রাজ্ঞী হয়ে এখান্ থেকে যাবো।

গাহিতে গাহিতে নৃত্য সহকারে একদল বৈরাগী নীচে রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল।

গীত।

জীবনটাত দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল।
এখন যদি সাহস থাকে, মরণটাকে দেখ্‌বি—
ওরে মরণটাকে দেখবি, ওরে মরণটাকে দেখবি চল্।
পড়ে আছে অসীম পাথার, সবাই তাতে দিচ্ছে সাঁতার;
অঙ্গ এলে অবশ হয়ে, সবাই যাবে রসাতল।
উপরে ত গর্জ্জে ঢেউ সে, দণ্ডমাত্র নয়ক স্থির;
নীচে পড়ে আছে অগাধ স্তব্ধ শান্ত সিন্ধুনীর;—
এতদিন ত ঢেউয়ে ভেসে, দিলি সাঁতার উপর দেশে—
ডুব দিয়ে আজ দেখব, নীচে কতখানি গভীর জল।

গুল। ঠিক বলেছে "ডুব দিয়ে আজ দেখবো নীচে কতখানি গভীর জল।" ব্যস্ তাই হোক। কিসের ভয়? সেই ভালো। আজ আত্ম হত্যা কর্ব্ব।

এই সময়ে কামবক্স সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"মা আমি বিদায় নিতে এসেছি।—এখনি বিজাপুরে যাচ্ছি। পিতার আদেশ।"

গুল। হাঁ শুনেছি। তোমার পিতার আদেশ। আমি বাধা দিবার কে? যাও।" কামবক্স গুলনেয়ারের চরণ স্পর্শ করিলেন। গুলনেয়ার শুদ্ধ ঈষৎ মস্তক হেঁট করিলেন। পরে কহিলেন "কামবক্স এই আমাদের শেষ দেখা পুত্র।"

কাম। কেন মা?

গুল। কেন? কারণ আমি মর্ব্ব—আমি মর্ব্ব—আমি আত্ম-হত্যা কর্ব্ব।

কাম। সে কি মা! জানি মা তোমার মন উত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু—

গুল। মর্ব্ব কেন? জান্তে চাও? তবে শুন। যতদিন আমি সম্রাজ্ঞী হয়ে ছিলাম—ততদিন বেঁচে ছিলাম। যতদিন শাসন করে' এসেছিলাম—বেঁচেছিলাম। যতদিন মাথা উঁচু ক'রে গর্ব্বে থাকৃতে পেরেছিলাম;—বেচেছিলাম। আজ সম্রাটের তাচ্ছিল্য নিয়ে, ভৃত্যের ধিক্কার নিয়ে, পুত্র প্রপৌত্রের করুণা নিয়ে, মাটীতে মুখ লুকিয়ে গুলনেয়ার থাকৃতে চায় না।

কাম। আবার সে দিন আস্‌বে। মা, পিতার মার্জ্জনা ভিক্ষা কর।

গুল। কি কামবক্স? মার্জ্জনা! আমি মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্ব্ব?—আমার পুত্র না তুমি?—কামবক্স, সূর্য্য যে গরিমায় ওঠে সেই গরিমায় অস্ত যায়!—যাও! কিন্তু ফিরে এসে তোমার মাকে আর দেখ্‌তে পাবে না।

কাম। মা—

গুল। চুপ! কোন কথা নয়। আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ! জেনো ধ্রুব জেনো, এই আমাদের ইহজগতে শেষ দেখা—যাও—

কামবক্স ধীরে অবনত মুখে চলিয়া গেলেন।

গুল। সূর্য্য অস্ত যাবার অধিক বিলম্ব নাই! বাঁদী!—না, কেউ নাই। একটা দাসীও আজ আমার আজ্ঞার অপেক্ষা করে' থাকে না। স্বেচ্ছায় চলে' যায়। গিয়েছে—আমার গরিমা বৈভব সব গিয়েছে। আমিও যাই।"—এই বলিয়া গুলনেয়ার সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ক্ষণপরে ঔরংজীব জনৈক পরিচারিকার সঙ্গে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঔরং। কৈ সম্রাজ্ঞী ?—

বাদী। জানিনা। এখানেই ত ছিলেন। বোধ হয় ভিতরে গিয়েছেন।

ঔরং। খবর দাও।

বাদী চলিয়া গেল।

ঔরং। দুর্গাদাস! আমি তোমার কাছে বাহুবলে পরাজিত হয়েছিলাম, কিন্তু তার চেয়ে এই পরাজয় অধিক। তুমি গুলনেয়ারের মত নারীকে মুটোর মধ্যে পেয়ে ফিরিয়ে দিয়েছো, গুলনেয়ারের মত সম্রাজ্ঞীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছ।—তুমি মহৎ! দিলীরখাঁর অনুরোধে, আর তোমার সম্মানে, আজ গুলনেয়ারকে ক্ষমা কর্ব্ব—মক্কায় যাবার আগে এক উগ্র, উচ্ছৃঙ্খল নারীর প্রতি আর ক্রোধ রাখি কেন ?

গুলনেয়ার অধিকতর সজ্জিতভাবে প্রবেশ করিলেন।

গুল। কে ?—কে, সম্রাট ?—এত অনুগ্রহ যে!—

ঔরংজীব। সম্রাজ্ঞী!—

গুল। চুপ! আর আমি সম্রাজ্ঞী নই। যতদিন তোমায় শাসন করেছিলাম, ততদিন আমি সম্রাজ্ঞী ছিলাম। আজ আর আমি সম্রাজ্ঞী নই। আমি শুদ্ধ গুলনেয়ার।—কি বল্‌বে বল।

ঔরংজীব স্বগত কহিলেন "সেই গুলনেয়ার আর এই গুলনেয়ার!"

গুল। বল! অধিক সময় নাই! আমি মর্ত্তে যাচ্ছি। আমি বিষ পান করেছি।

ঔরংজীব। বিষপান করেছো গুলনেয়ার ? কেন ?

গুল। কেন ? জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ ? স্থবির শীর্ণ ঔরংজীব! তোমার তাচ্ছিল্য নিয়ে আমি জীবন ধারণ কর্ব্ব মনে করেছিলে ? তোমার

কৃপা ভিক্ষা করে' বেঁচে থাক্‌বো ভেবেছিলে?—ঐ সূর্য্যের পানে তাকাও, তার পরে আমার পানে চাও—বল দেখি, দেখে বোধ হয় না কি যে আমরা দুই ভাই বোন্! সম্রাজ্ঞী হয়ে দিগন্তরেখায় উঠেছিলাম, সম্রাজ্ঞী হয়ে দিগন্ত রেখায় অস্ত যাচ্ছি!

ঔরংজীব। গুলনেয়ার, আমি এসেছি আজ তোমায় ক্ষমা কর্ত্তে।

গুল। ক্ষমা!

ঔরংজীব। তোমায় আর ভালো বাস্‌তে পারি না গুলনেয়ার! আমার সে শক্তি নাই। কিন্তু তোমায় ক্ষমা কর্ত্তে পারি।

গুল। [ব্যঙ্গস্বরে] কি মহৎ তুমি!—কিন্তু সম্রাট্! গুলনেয়ার কখনো কাউকে ক্ষমা করেনি; সে কারো ক্ষমা চাহেও না।

ঔরংজীব। সে কথা সত্য গুলনেয়ার, তুমি কাহারে কখন ক্ষমা করনি।

গুল। না, দুর্গাদাসকেও না। আমি নরকে নেমে যাচ্ছি—সঙ্গে হৃদয়পূর্ণ করে নিয়ে যাচ্ছি—তার প্রতি তীব্র অসীম বিরাট ভালবাসা। যদি তাকে পেতাম, আমি তাকে একখণ্ড মেঘের মত, আমার সেই ভালবাসার ঝঞ্ঝা দিয়ে ঘিরে, টেনে, সঙ্গে করে' নিয়ে যেতাম; তাকে সেই ঈপ্সার জ্বালায় তিলে তিলে তুষানলের মত দগ্ধ কর্ত্তাম। ঔরংজীব! বিশ্বসংসারে বুঝি কেহ কেহ আছে, যার ভালবাসা প্রতিহিংসার মত—প্রবল, উদ্দাম, জ্বালাময়। জেনো আমি সেই নারী।—আমার মাথা ঘুচ্ছে, আর পাচ্ছি না। আমি মচ্ছি। কোন দুঃখ নাই আমার ঔরংজীব! পড়িছি বলে' কোন দুঃখ নাই।—উঠিছিলাম—পড়েছি। যারা মাটী কাম্‌ড়ে প'ড়ে থাকে, তারা পড়ে না। কোন দুঃখ নাই। যদি নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, পুরুষকে রেখেছিলাম মুঠোর মধ্যে। যদি সম্রাজ্ঞী

হয়েছিলাম—সাম্রাজ্য শাসন করেছিলাম! যদি ভালবেসেছিলাম—ভালবাসা দান করেছিলাম, ভিক্ষা করিনি।—কোন দুঃখ নাই। একদিন মর্ত্তে হবেই। তবে দিন থাকৃতে মরাই ভালো?—ঐ সূর্য্য অস্ত গেল—আমিও যাই।”—বলিয়া ভূপতিত হইলেন।

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—আগ্রার প্রাসাদের যমুনালগ্ন অলিন্দ। কাল—সন্ধ্যা। দিলীর খাঁ এবং একজন কর্ম্মচারী কথা কহিতেছিলেন।

কর্ম্মচারী। সম্রাটের মৃত্যু হয়েছে?

দিলীর। হাঁ মোবারেক! বড় শোচনীয় মৃত্যু সে। তাঁর শয্যাপার্শ্বে তাঁর একজন পুত্র ছিল না—তাঁর বেগম ছিল না।—একা আমি! বড় শোচনীয় মৃত্যু।

কর্ম্মচারী। তাঁর মক্কায় যাবার কথা ছিল না?

দিলীর। হাঁ! কিন্তু আর যাওয়া হয় নাই। ঔরঙ্গাবাদে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সে দৃশ্য আমি ভুলবো না। অনুতপ্ত হৃদয়ের অর্দ্ধ সুপ্ত অবস্থায় সেই মর্ম্মভেদী ক্রন্দন—“ক্ষমা কর মরাঠা, ক্ষমা কর রাজপুত, ক্ষমা কর পাঠান।” তার পরে মর্ব্বার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই সেই ভয়বিহ্বল ভগ্ন উক্তি “ঐ সম্মুখে মৃত্যুর কৃষ্ণ সমুদ্র! তাতে তরী ভাসিয়ে দিলাম।” শেষে ‘হো আল্লা’ বলে সেই মর্ম্মভেদী চীৎকার—সে দৃশ্য ভুলবো না।

কর্ম্মচারী। বড় শোচনীয়—এখন সম্রাট কে হন বলা যায় না।

দিলীর। যুদ্ধ বেধেছে, মৌজাম আর আজীমে!—ফল জগদীশ্বর জানেন।

কর্ম্মচারী। আপনি সাহজাদী রাজিয়াকে এখানে নিয়ে এসেছেন?

দিলীর। হাঁ মোবারেক! সাহজাদীর আজ পিতা নাই, মাতা নাই—কেহ নাই। তাঁর মত দুঃখিনী কে?—এখানে তাঁকে এক বৃদ্ধা পরিচারিকার কাছে রেখে যেতে হচ্ছে।

কর্ম্মচারী। আপনি কোথায় যাবেন?

দিলীর। আমি যাবো একবার দুর্গাদাসের উদ্দেশ্যে।

কর্ম্মচারী। কেন?

দিলীর। প্রয়োজন আছে। এখন চল বাহিরে যাই।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

উদ্ভ্রান্তভাবে ধীরে ধীরে সেখানে রাজিয়া প্রবেশ করিলেন।

রাজিয়া। আমি তাকে ভালো বেসেছিলাম। তাতে কি অন্যায় হয়েছিল? কে আমাদের বিচ্ছিন্ন কর্লে? কেন কর্লে?—এত সুখ তাদের সৈল না!

পরিচারিকা প্রবেশ করিয়া ডাকিল—"ওগো সাহাজাদি"—

রাজিয়া। সে দিন আমাদের সেই আবুগির্গির দুর্গে শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে পর্ব্বতপাদমূলে দেখা হোল—কেন আমাদের দেখা হোল অজিত!

পরি। ঐ সেই আবার বিড়ির বিড়ির ক'রে বকৃছে। বলি ও সাহজাদি।

রাজিয়া। অজিত! অজিত! তার নামটিও মিষ্ট! অজিত।

পরি। না ও এখন উত্তর দেবে না। আমি এখন যাই। সাহজাদীদের রকমই আলাদা।"—বলিয়া চলিয়া গেল।

রাজিয়া। সন্ধ্যার বাতাস বইছে! কোকিল ডাক্‌ছে। নীল-সলিলা যমুনা নদী প্রাসাদমূল বেষ্টন ক'রে ব'হে যাচ্ছে। আকাশ কি নির্ম্মল—কি নীল!

গীত।

তবে, আর কেন বহে মলয় পবন, আর কেন পাখী গায় গান?
আজি, হৃদয়কুঞ্জে সুখ মধুমাস হয়ে গেছে যবে অবসান।
আজি, চলে' গেছে এক সঙ্গীত, ছিল ছেয়ে যা আকাশ ভুবনে—
আমার, নয়ন হইতে নিভে গেছে জ্যোতি, হৃদয় হইতে গেছে প্রাণ।

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

—*—

স্থান—পেশোলা হ্রদতীরে প্রাসাদ। কাল—মধ্যাহ্ন। দুর্গাদাস একাকী দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিতেছিলেন।

দুর্গা। ব্যর্থ হয়েছি। পাল্লাম না এ জাতিকে টেনে তুলতে। সহস্র বৎসরের নিষ্পেষণে জাতি নির্জ্জীব হয়েছে। নগরের রাস্তায় রাস্তায় বেড়িয়ে দেখেছি যে, পুরবাসীরা নিস্তেজ। ছায়ানিবিড় গ্রামগুলি দিয়ে হেঁটে গিয়েছি দেখেছি যে, গ্রামবাসীরা নিশ্চেষ্ট উদাসীন! বিস্তীর্ণ শস্য ক্ষেত্রের পাশ দিয়ে বেড়িয়ে গিইছি, দেখেছি যে, কৃষকেরা অলস মন্থর গমনে ভূমি কর্ষণ কচ্ছে! সমস্ত জাতির প্রাণ নাই। অত্যাচারে প্রপীড়িত হলেও পদাহত স্থবির কুকুরের মত নিম্নস্বরে একটা গভীর আর্ত্তনাদ করে মাত্র। প্রতিকারের চেষ্টা করেনা। মোগল সাম্রাজ্য থাক্‌বেনা বটে, কিন্তু এ জাতি আর উঠ্‌বে না।

জয়সিংহ ও সরস্বতী আসিয়া পদবন্দনা করিলেন।

দুর্গাদাস।

সরস্বতী। ভিতরে আসুন দেব! জল গ্রহণ করুন। দ্বিপ্রহর অতীত হয়েছে।

দুর্গা। যাচ্ছি। চল মা!

জয়। এখানে আপনার কোন কষ্ট হচ্ছে না?

দুর্গা। কষ্ট?—রাণার আতিথ্যে আমি পরমসুখে আছি।

জয়। আমার আতিথ্য বল্‌বেন না। সরস্বতীর আতিথ্য। সরস্বতীই এস্থান পছন্দ করে' দিয়েছে! সরস্বতীই এ স্ফটিক হর্ম্ম্য তৈর করিয়েছে। যে দিন আপনি আমাদের অতিথি হয়ে এক নির্জ্জন স্থানে থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, সেই দিন সে নিজে এখানে এসে সমস্ত বন্দোবস্ত করেছে। এখানে সে প্রতিদিন আপনার জন্য নিজে পাক করে।

দুর্গা। অসীম অনুগ্রহ মহারাণীর।

সর। অনুগ্রহ? অনুগ্রহ বলবেন না। দেব!—এ দীনের অর্ঘ্য! ভক্তের নৈবেদ্য! রাজস্থানে কে আছে, রাঠোর দুর্গাদাসের নামে যার বক্ষ স্ফীত না হয়; শির গর্ব্বে উন্নত না হয়? যদি একান্ত ভাগ্য-বলে, পূর্ব্বজন্মের পুণ্য ফলে, এই দেবতাকে অতিথি স্বরূপে পেয়েছি, পূজা করে' সাধ মেটাবো!

দৌবারিকের প্রবেশ।

দৌবারিক। মহারাজ! দ্বারে মোগল সেনাপতি দিলীর খাঁ রাঠোর সেনাপতির সাক্ষাৎ চান।

দুর্গা। দিলীর খাঁ! সে কি! দিলীর খাঁ?

দৌবারিক। হাঁ, সেই নামই ত বল্লেন।

দুর্গা। যাও পরম সমাদরে নিয়ে এসো! সরস্বতীকে কহিলেন—"যাও মা ভিতরে যাও! আমরাও আস্‌ছি এখনি।"

মহারাণী সরস্বতী অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

দুর্গা। দিলীর খাঁ এখানে? অর্থ কি?

জয়। বুঝ্‌তে পার্চ্ছিনা।

দিলীর খাঁ প্রবেশ করিলেন।

দিলীর। বন্দেগি বীর দুর্গাদাস!—আমায় মনে পড়ে?

দুর্গা। আমার জীবনদাতাকে বিস্মৃত হব কিরূপে? আসুন, আমার আজ পরম সৌভাগ্য! কিন্তু এখানে কি অভিপ্রায়ে সেনাপতি?

দিলীর। তীর্থদর্শনে। দুর্গাদাস! তোমাদের হিন্দুদের মধ্যে কাশী, হরিদ্বার, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, এই সব তীর্থ আছে না? যেখানে যাত্রীরা মাঝে মাঝে গিয়ে ধন্য হয়ে আসে?—আমিও মর্ব্বার আগে তোমায় একবার দেখ্‌তে এসেছি।

দুর্গাদাস ক্ষণেক নীরব রহিলেন; পরে কহিলেন—"দিলীর খাঁ!—আমি সামান্য মানুষ; সাধ্যমত নিজের কর্ত্তব্য করে' এসেছি মাত্র।"

দিলীর। এ পাপযুগে তাই কয়জন করে দুর্গাদাস?—যে যুগে ভ্রাতাকে তার অংশ হতে বঞ্চিত করে' আনন্দ; ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য স্বজাতিদ্রোহ করে' পরিতৃপ্তি, যে যুগে তোষামোদ, পীড়ন, মিথ্যাবাদ, প্রতারণা চারিদিকে ছেয়ে পড়েছে, সে যুগে তোমার মত ত্যাগী দেখে আত্মা শুদ্ধ হয়। যে প্রভুর জন্য প্রাণপণ করে, দেশের পায়ে সর্ব্বস্ব অর্পণ করে, আশ্রিতকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য দেশ ছাড়ে, অপ্সরা সম্রাজ্ঞীর অবৈধ প্রেম প্রত্যাখ্যান করে, প্রপীড়িত অবলার প্রাণ রক্ষার্থে নিজের

বুক আগিয়ে দেয়, শেষে আশ্রিতা কুমারীর ধর্ম্মরক্ষার জন্য নির্ব্বাসিত হয়—সেরূপ চরিত্র তোমাদের পুরাণেই কয়টা আছে দুর্গাদাস?

দুর্গা। পুরাণে কেন দিলীর খাঁ! তার চেয়ে উচ্চ চরিত্র দেখ্‌তে চাও যদি—নিজের চরিত্রের সম্মুখে দর্পণ ধর।

দিলীর। আমার!

দুর্গা। হাঁ দিলীর খাঁ, তোমার। আরও দেখ্‌তে পেতে দিলীর—যদি আজ কাশিম এখানে থাকতো। তোমারই জাতভাই কাশিম—

কাশিমের প্রবেশ।

কাশিম। কৈ মহারাজ কৈ—এই যে!" আভূমি প্রণত অভিবাদন করিল।

দুর্গা। এ কাশিম যে! কি আশ্চর্য্য! কাশিম, তুমি এখানে খুঁজে এলে কেমন করে'?

কাশিম। খুঁজে খুঁজে আলাম মহারাজ! কত জায়গায় তল্লাস করেছি—তার আর কি বলবো মহারাজ!

দুর্গা। তুমি মহারাজ কাকে বলছ কাশিম?

কাশিম। যাকে চিরকাল বলে' 'আস্‌ছি মহারাজ।

দুর্গা। না কাশিম! তোমার আর আমার মহারাজ এখন যোধপুরাধিপতি অজিত সিংহ।

কাশিম। তার নাম কর্ব্বেন না মহারাজ! সে নেমকহারাম—

দুর্গা। কাশিম তুমি কার কাছে এ কথা বল্‌ছো মনে রেখো।

কাশিম। জানি! মোর দ্যাবতার কাছে কথা বলছি। তবু যেহবা কথা চুপ করে শুনে যাতি পার্ব্বোনা। যাকে আপনি বুকের মদ্দি করে' মানুষ কল্লে, যার কামে বেবাক জানটা দিলে, যাকে তার মা ছাওয়ালের

মত দেখতো, সেই তাকে যে বুড়োবয়েসে—মাফ কর্ব্বেন মহারাজা—গলা ধরে' আসছে—আর বলতে পার্ব্বোনা।

জয়সিংহ। কাশিম! ইস্‌লাম ধর্ম্ম ত তোমার মত মানুষও তৈর করে?

দুর্গা। সব ধর্ম্মেই এক কথা এক মহানীতি শিক্ষা দেয় মহারাণা! তবু যদি কেউ মানুষ না হয়ে পিশাচ হয়, সে ধর্ম্মের দোষ নয়! মুসলমান ধর্ম্মে কাব্‌লেস খাঁও আছে, দিলীর খাঁও আছে।

দিলীর। আর হিন্দুধর্ম্মে শ্যামসিংহও তৈরি হয়, দুর্গাদাসও তৈরি হয়।

কাশিম। তবে হুজুর মোর যে এক আর্জ্জি আছে।

দুর্গা। কি কাশিম?

কাশিম। শুনছি যে হুজুর আজ রাণার রুটি খায়ে মানুষ! তা ত হত্তি পারে না।

দুর্গা। কি হতে পারে না?

কাশিম। মোর জান থাক্‌তি মহারাজ ত আর একজনের দরোজায় যাবে না। তা ত মুই জান থাকতি দ্যাখ্‌বো না।

জয়। সে কি! তুমি কি কর্ত্তে চাও কাশিম?

কাশিম। কি কর্ত্তি চাই? শোন রাণা, মুই মহারাজকে খাওয়াবো।

জয়। কেমন করে?

কশিম। যেমন করে পারি। মজুর খেটে খাওয়াবো!—ভিক্ষা মেগে খাওয়াবো।

জয়। তুমি কি পাগল হয়েছো কাশিম! তুমি পাবে কোথা থেকে!

কাশিম। যেখিন থেকে পাই! যদি আজ রাণী বেঁচে থাকতো,

দুর্গাদাস।

দুর্গাদাসকে পরের দুয়োরে ভিখিরী হতি হোত না। তিনি নেই, কিন্তু মুই আছি! মুই খেটে খাওয়াবো—খুঁদ কুঁড়ো যা পাই খাওয়াবো—

জয়। তা কি হয়!

কাশিম। হয় না?—দেখ মহারাজ দুর্গাদাস! তোমার যেমন মনে লেয় করো। বেছে লেও মহারাজ!—রাণার ফেলে-দাওয়া রাজভোগ খাবা? কি মোর পূজোয় দেওয়া খুঁদ কুঁড়ো খাবা? বেছে লাও,—রাণার পায়ের তলায় থাকবা? না মোর মাথায় থাকবা?—যেটা লেবা; বেছে লাও!

এই বলিয়া কাশিম নিজবক্ষোপরি বাহুযুগল সম্বদ্ধ করিয়া সাভিমান গর্ব্বে দুর্গাদাসের দিকে চাহিল।

দুর্গা। ঠিক বলেছো কাশিম! দুর্গাদাস তোমার দেওয়া খুঁদ কুঁড়োই খাবে।"—এই বলিয়া দুর্গাদাস উঠিয়া কাশিমকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—"ভাই কাশিম! আজ হতে' আমরা দুই ভাই।"—পরে দিলীরকে কহিলেন—"দেখ দিলীর খাঁ, কি উচ্চ!"

দিলীর। সত্য কথা বলেছিলে দুর্গাদাস!—দাঁড়াও তোমরা দুজনেই আজ আমার সম্মুখে দাঁড়াও; একবার নয়নভরে দেখি—ঈশ্বর!—তোমার স্বর্গে যাঁরা দেবতা আছেন শুনি, তাঁরা কি এঁদের চেয়েও বড়?

[যবনিকা পতন।]

—o—

গ্রন্থকার প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরিতে এবং সমাজপতি ও বসুর নিকট ৪৯ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে পাওয়া যায়।

১।	প্রতাপসিংহ নাটক দ্বিতীয় সংস্করণ	১॥০
	(ষ্টারে ও মিনার্ভায় অভিনীত)	
২।	দুর্গাদাস নাটক	১॥০
৩।	তারাবাই নাটক	১৲
	(মিনার্ভায় ও ইউনিকে অভিনীত)	
৪।	বিরহ নাটিকা	॥০
	(ষ্টারে অভিনীত)	
৫।	পাষাণী গীতি নাটিকা	৸০
	("অপূর্ব্ব সুন্দর, মহান্; ফিডিয়সের ভাস্করকর্ম্ম, রাফেলের চিত্র! মহর্ষি গৌতমের চিত্র, গেটে ও সেক্সপীয়রের নিন্দার বিষয় নহে।"—নব্যভারত)	
৬।	কল্কি-অবতার প্রহসন	॥৵
	("এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় আর হয় নাই"—বঙ্গবাসী)	
৭।	প্রায়শ্চিত্ত প্রহসন	॥০
	("ক্লাসিকে" বহুৎ-আচ্ছা নামে অভিনীত)	
৮।	মন্দ্র কাব্য	১॥০
৯।	আষাঢ়ে হাস্য-কবিতা	॥০
	("Written with exquisite skill and inimitable humour"—Calcutta Gazette)	
১০।	হাসির গান	॥০

তারাবাই

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—সূর্য্যমলের বাটী। কাল—প্রভাত।

রাজভ্রাতা সূর্য্যমল ও তাঁহার স্ত্রী তমসা।

সূর্য্যমল। পলায়িত শূবতান তোড়াঅধিপতি
যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে!—হায়! ক্ষত্রিয়, চৌহান
হেন কাপুরুষ?

তমসা। কোথা তিনি?

সূর্য্য। বনবাসী—
দূরে আরাবলিগিরিসানুপদতলে।

তমসা। হ'য়েছিলে অতিথি কি তুমি তাঁর তবে?

সূর্য্য। হইয়াছিলাম আমি তাঁহার আশ্রমে
অতিথি দ্বাদশ দিন।

তমসা। তাঁহার দাম্ভিকা
রাজ্ঞী—তাঁর সঙ্গে ?

সূর্য্য। রাজ্ঞী তাঁর সঙ্গে, আর
অপূর্ব্বলাবণ্যময়ী কন্যা—নাম "তারা"।
—আশ্চর্য্য বালিকা ! মহাভারত বৃহৎ,
রামায়ণ,—কণ্ঠস্থ ! পড়িছে এইক্ষণে
উত্তরচরিত।

তমসা। জানি তাঁহার রাজ্ঞীরে।
গর্ব্ব তাঁর অমানুষী ; চূর্ণ অহঙ্কার
আজি তাঁর।

সূর্য্য। হইওনা হেন উল্লসিত
পতিতের দুর্ভাগ্যে, তমসা !—একদিন
সবারই ঘটিতে পারে তাহা।

তমসা। কি ঘটিবে ?
মন্দভাগ্য ?—উন্নতের পতন সম্ভবে ;
আমি রাজ্ঞী নহি।

সূর্য্য। সেনাপতিপত্নী তুমি।
ইহার অপেক্ষা মন্দভাগ্য আছে প্রিয়ে।
—বলিতেছিলাম—সঙ্গ, পৃথ্বী, জয়মল,
যে হইবে রাণা চিতোরের ভবিষ্যতে,
তার উপযুক্ত পাত্রী শূরতানবালা।

তমসা। কেন ? নাহি স্থির তবে কে হইবে পরে

মেবারের রাণা ?

সূর্য্য ।　　　　কিছু বুঝিতে না পারি ;
জটিলসমস্যা তাহা ; অতীব জটিল ।
যে কনিষ্ঠপুত্র জয়মল, অর্ব্বাচীন ;—
সে রাজার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় । যে দ্বিতীয়
পুত্র, পৃথ্বী—নির্ভীক উদারচিত্ত বটে,
কিন্তু অসংযত, পরিচালিত সর্ব্বদা
পরকীয় মন্ত্রণায় । সর্ব্বজ্যেষ্ঠপুত্র,
সর্ব্বগুণান্বিত সঙ্গ—প্রিয়পাত্র নহে
ভূপতির । কেহ নাহি জানে ভবিষ্যতে
কে হইবে মেবারের রাণা ।

তমসা ।　　　　চিরপ্রথা
নহে রাজ্য পায় জ্যেষ্ঠ পুত্র ?

সূর্য্য ।　　　　চিরপ্রথা
কে মানিবে, রায়মল স্বহস্তে যদ্যপি
মুকুট পরায়ে দেন জয়মলশিরে ।
সর্ব্বেব রাজার ইচ্ছা । প্রজাবর্গ জানে
জয়মল মেবারের ভাবী অধিপতি ।
কিন্তু ছাড়িবে কি সঙ্গ জন্মস্বত্ব তা'র
সহজে ? পৃথ্বীই—নাকি ছাড়িবে ?

তমসা ।　　　　কি স্বত্ব
পৃথ্বীর ?

সূর্য্য ।　　　　শক্তির স্বত্ব। সৈন্যদের প্রিয়
পৃথ্বী, ক্ষাত্রগুণে।
তমসা ।　　　　তবে রাজ্য অরাজক ?
সূর্য্য ।　　　　অরাজক একরূপ।
তমসা ।　　　　তবে নাহি জানি,
তুমি বা একাকী কেন রাজ্যস্বত্ব হ'তে
হইবে বঞ্চিত, যবে রাজভ্রাতা তুমি ?
সূর্য্য ।　　　　আমি রাণা মেবারের ?—কি বলিছ রাণী ?
স্তব্ধ হও ;—বলি, কহিও না পুনর্ব্বার
ওই কথা, আজ্ঞা করিতেছি।—যাও—যাও।

[তমসার প্রস্থান]

সূর্য্য ।　　　　আশ্চর্য্য !—আশ্চর্য্য ইহা !—জানিল কিরূপে
তমসা আমার পাপ অন্তরের কথা ?
সে দিন গিয়াছিলাম চারণীমন্দিরে,
কহিল চারণী, হস্ত দেখিয়া আমার,
"মেবারের রাজ্যভাগ তোমার"—সহসা
কে যেন অমনি বেগে করিল আঘাত
উচ্চাশার রুদ্ধদ্বারে। হইল চঞ্চল,
উদ্বেল, হৃদয় এই নব সমস্যায়।
আহারে বিহারে এই—কয়দিন ধরি',
কে কর্ণে নিয়ত যেন করিছে ঝঙ্কার—
"আমিই বা কেন এই রাজ্যস্বত্ব হ'তে

হইব বঞ্চিত, যবে রাজভ্রাতা আমি ?”
তারই প্রতিধ্বনি শুনি' তমসার মুখে
উঠিয়াছি শিহরিয়া ;—তস্কর যেমতি
আপনার ছায়া দেখি, চমকিয়া উঠে।
রূঢ় হইয়াছি অকারণ,—এই ভয়ে
পাছে এ জিজ্ঞাসামাত্র হয় পরিণত
প্রকৃত প্রস্তাবে।—না না, করিব না আমি
হেন হীন হেয় কার্য্য !—বীভৎস প্রস্তাব !
যার অন্ন খাই, তার বিপক্ষে তুলিব
খড়্গ ? তবে কে কাহারে করিবে বিশ্বাস ?
—কি বীভৎস! আপনার মনে উঠে যাহা,
ধ্বনিত যখন তাহা অপরের মুখে,
কি ভীষণ শুনায় সে কথা !—দেখিয়াছি
সমস্ত প্রস্তাব প্রতিবিম্বিত দর্পণে,
সাক্ষাৎ সহসা যেন !—বীভৎস ! ভীষণ !
করিব না হেন কার্য্য আমি—অসম্ভব !
—অসম্ভব !

[পৃথ্বীর প্রবেশ]

পৃথ্বী। পিতৃব্য !

সূর্য্য। [চমকিয়া] কে ? পৃথ্বী ?

পৃথ্বী। সত্য, আমি।—
চমকিলে কেন ?

সূর্য্য। না—
পৃথ্বী। হাঁ বলিতে হইবে।
সূর্য্য। ভাবিতেছিলাম—না না—বলিব কি আর,
বিশেষ কিছুই নয়।
পৃথ্বী। যাহাই হউক,
বলিতে হইবে তাহা পিতৃব্য আমারে ;
নহিলে করিব অভিমান। প্রতিদিন
আসি যাই। কই, কভু উঠ নাই তুমি
হেন চমকিয়া ;—বল।
সূর্য্য। বলিব কি তবে ?—
ভাবিতেছিলাম বৎস ! কে হইবে রাজা
ভ্রাতার মৃত্যুর পরে।—
পৃথ্বী। কেন ? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
সঙ্গ !—
সূর্য্য। বৎস ! নহে অত সমস্যা সরল।
পৃথ্বী। এত কি জটিল প্রশ্ন ? চিরকাল জানি,
জ্যেষ্ঠপুত্র পায় রাজ্য।
সূর্য্য। চিরকাল নহে।
ইতিহাসে দেখিয়াছি পাইয়াছে কভু
রাজত্ব—কনিষ্ঠ পুত্র।
পৃথ্বী। জয়মল ? ধিক্ !—
সূর্য্য। লক্ষ্য কর নাই বৎস, তোমার পিতার

স্নেহ সমধিক জয়মলে ?

পৃথ্বী। [চিন্তিত ভাবে] করিয়াছি ;
যদি তাই হয়, হোক্।

সূর্য্য। সরল, উদার,
একান্ত স্বভাব তোর। অসম্ভব নহে
রাজ্যেশ্বর হ'বি তুই।

পৃথ্বী। [সাশ্চর্য্যে] আমি !

সূর্য্য। কেন নহে ?
অসিবলে বলী তুই, সৈন্যদের প্রিয় ;
রাজপুত্র তুই।

পৃথ্বী। [সাশ্চর্য্যে] আমি !

সূর্য্য। শোন্ বৎস ! তোরে
এত দিন লালন করেছি যত্নে। কত
ক্রোড়ে করিয়াছি ; কত সস্নেহে চুম্বন
করিয়াছি ; ধরিয়াছি বক্ষে। পূর্ণ হয়
আমার সকল বাঞ্ছা, পাবি যদি তোরে
বসাইতে সিংহাসনে।

[সঙ্গের প্রবেশ]

সঙ্গ। পিতৃব্য এখানে ?

সূর্য্য। হাঁ এখানে। কি সংবাদ সঙ্গ ?

সঙ্গ। জয়মল—

সূর্য্য। কি করেছে জয়মল ?

সঙ্গ। আনিয়াছে ধরি',
সুন্দরী বালিকা এক। পিতা বালিকার
আসিয়াছে অভিযোগ করিতে এক্ষণে
রাজার সমীপে। তাত! জান ত পিতার
কঠোরকর্ত্তব্যপরায়ণ ধর্ম্মনীতি।
রক্ষা কর জয়মলে।

সূর্য্য। কি করিব আমি ?
উপযুক্ত শাস্তি হোক্। আমি কি করিব ?

সঙ্গ। বুঝাও তারে!—সে মূঢ় অবোধ বালক।

পৃথ্বী। অবোধ বালক জয়মল ? চল, আমি
বিধান করিব যথাযোগ্য ব্যবহার,
দোষীর।

সূর্য্য। এই যে জয়মল—

[জয়মলের প্রবেশ]

পৃথ্বী। জয়মল!
আনিয়াছ ধরিয়া কি বালিকায় ? কহ
সত্য।

জয়মল। আনিয়াছি সত্য।

পৃথ্বী। উত্তম! এক্ষণে
তাহারে ফিরায়ে দাও।

জয়। কেন দিব ? তুমি
কে আদেশ করিবার ?

পৃথ্বী। আমি পৃথ্বীরাও,
অগ্রজ তোমার।

জয়। হোক্, মানিনা তোমার
প্রভুত্ব।

পৃথ্বী। —উত্তর দাও, দিবে কি দিবে না।

জয়। [সঙ্গকে] দাদা—

পৃথ্বী। দিবে কি দিবে না? [গলদেশ ধারণ]

সঙ্গ। পৃথ্বী, ছেড়ে দাও
জয়মলে।

পৃথ্বী। তুমি যাও। [জয়মলকে] দিবে কি দিবে না?

জয়। দিব।

পৃথ্বী। চল সঙ্গে। দিতে হইবে এক্ষণে,
আমার সাক্ষাতে। সঙ্গে চল এইক্ষণে।

[পৃথ্বী ও জয়মলের প্রস্থান]

সঙ্গ। কেন রূঢ় হও পৃথ্বী? জয়মল—মূঢ়,
অবোধ, নির্ব্বোধ। [প্রস্থানোদ্যত]

সূর্য্য। সঙ্গ!

সঙ্গ। পিতৃব্য।

সূর্য্য। জানো কি,
হিংসা করে জয়মল তোমারে?

সঙ্গ। হাঁ জানি।

সূর্য্য। ঘৃণা করে—

সঙ্গ। এতদূর? কেন?

সূর্য্য। হেতু—তুমি
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

সঙ্গ। হায় মূঢ় অবোধ বালক! [প্রস্থান]

সূর্য্য। মহৎ চরিত্র সঙ্গ তোমার!—তথাপি—

[যমুনার প্রবেশ]

যমুনা। পিতৃব্য! কোথায় মেজদাদা? জানো?

সূর্য্য। কেন
যমুনা?

যমুনা। দেখিব শুদ্ধ।

সূর্য্য। কি হেতু?

যমুনা। জানিনা।

সূর্য্য। অদ্ভুত বালিকা বটে! চল সঙ্গে চল।

[নিষ্ক্রান্ত]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:০:—

স্থান—পথ। কাল—প্রাহ্ণ।

গাইতে গাইতে বালকদিগের প্রবেশ।

বালকদিগের গীত।

এখনও তপন উঠেনি গগনপূরবভাগে ;
এখনও ধরণী চেয়ে আছে পথ তাঁহার লাগি'।
এখনও নীরব তিমির জড়িত নিবিড় কুঞ্জ,
এখনও ঘুমায় শাখায় শাখায় মধুপ পুঞ্জ,
শুধু আছে চাহি' মেঘকুল, সাজি'
ভূষিত অরুণকিরণরাগে।
ধীরে ধীরে ওই উঠিল গগনে দিবসরাজ ;
ছড়ায়ে পড়িল মহিমার ছটা ভুবন মাঝ ;
অমনি উঠিল কাননে কাননে বিহগ ছন্দ,
অমনি ছুটিল কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম গন্ধ,
ঢুলিল চামর, শীতল সমীর পরশে
ভুবন উঠিল জাগি'।

[প্রস্থান]

[কলসকক্ষে পরিচারিকাদ্বয়ের প্রবেশ]

১ পরিচারিকা। রাণা কাল ভারী ক্ষাপা হয়েছিলেন, শুনলাম।

২ পরিচারিকা। তা' ত হবেনই, তা ত হবেনই ;—তবে কার উপর গা ?

১ পরিচারিকা। তাঁর মেজো ছেলে পৃথ্বীর উপর। আবার কার উপর।

২ পরিচারিকা। তা ত হতেই পারেন বটে। তবে কেন ক্ষাপা হলেন?

১ পরিচারিকা। শুনি, পৃথ্বী ছোট রাণীর ছেলে জয়মলকে তরোয়াল দিয়ে কাট্‌তে গিইছিল।

২ পরিচারিকা। ওমা সত্যি নাকি? তা ত কাট্‌তে যেতেই পারে। তা ত কাট্‌তে যেতেই পারে।—তবে কেন গা?

১ পরিচারিকা। এই ভায়ে ভায়ে বিবাদ। তার উপর, রাণার ছোট ছেলের উপর টান বেশী কিনা!

২ পরিচারিকা। হাঁ তা হবেই ত। তা হবেই ত। সুয়োরাণীর ছেলে কিনা। তা আর হবে না? সত্য যুগ থেকে এই রকমই ত হ'য়ে আস্‌ছে। এই যে, রাজা যুধিষ্ঠির মলে' তা'র সুয়ো রাণীর ছেলে ভরতের জন্যে তার দুয়ো রাণীর ছেলে বলরামকে বনে পাঠিইছিল না? তা আর হবে না?—তবে তাই বলে' কি বিবাদ কর্ত্তে আছে গা?

১ পরিচারিকা। মেজো ছেলে তা সইবে কেন?

২ পরিচারিকা। তা ত সত্যিই ভাই। সে সইবে কেন? সেও ত ছেলে বটে, সে তা সইবে কেন ভাই?—তবে কিন্তু এখন কি হবে?

১ পরিচারিকা। রাণার যেমন মর্জ্জি সেই রকমই কাজ হবে।

২ পরিচারিকা। তা বৈ কি! তা বৈ কি। নৈলে কি আর আমার মর্জ্জি মোতাবেক কাজ হবে! তবে কি না, বল্‌ছিলাম যে—

১ পরিচারিকা। হয় ত বা রাণা মলে' ছোট ছেলেই রাণা হয়।

২ পরিচারিকা। এত দূর! তার আর আশ্চর্য্যি কি গা। তা ত হতেই পারে। তা ত হতেই পারে। এই যে রামচন্দ্র মলে' তার ছোট ছেলে দুর্য্যোধনই ত রাজা হয়েছিল। বিধাতা মনে কল্লে কি না হয়?

১ পরিচারিকা। বিধাতা নয়রে। বরং বল্ ছোটরাণী মনে কল্লে কি না হয়?

২ পরিচারিকা। ঐ একই কথা। পুরুষের ঐ সুয়োরাণীও যে আর ঐ বিধাতাও সেই।

১ পরিচারিকা। তা বৈকি! দেখ রাজা বড় রাণীর মেয়েটাকে একেবারে ভাসিয়ে দিলে গা! এক অপগণ্ড জানোয়ারের হাতে সঁপে' দিয়েছে। তা'কে দেখ্‌লে গায়ে জ্বর আসে।

২ পরিচারিকা। তা ত আস্‌বারই কথা, তা ত আস্‌বারই কথা। —বলি মেয়ে না কি শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছে?

১ পরিচারিকা। যাচ্ছে বৈকি—মেয়ে কি বিয়ে করে, বাপের বাড়ী থাক্‌বার জন্য? শ্বশুর বাড়ী যাবে বৈকি।

২ পরিচারিকা। —তা ত যাবেই! তা ত যাবেই।—আহা খাসা মেয়ে!

১ পরিচারিকা । রাজজামাতা তা'কে নিতে এসেছে, এখন না গেলে চলে ?

২ পরিচারিকা । ও মা ! তা কি চলে ?

১ পরিচারিকা । চল্ । আর একটু হেঁটে চল্ না । চল্‌ছিস যেন সমস্ত মাটি মাড়িয়ে যাচ্ছিস্ । যেন গতর খাটিয়ে খেতে আসিস্ নি ।

২ পরিচারিকা । ও মা সে কি গো । তবে কি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াতে এসেছি ? তা'লে কি আর মুনিব মাইনে দিত ?—ও মা বল কি গো ?

১ পরিচারিকা । চল্ চল্, এখন চল্ ।

২ পরিচারিকা । এই চল না গা । ধমক দাও কেন ?

[নিষ্ক্রান্ত]

তৃতীয় দৃশ্য ।

স্থান—আরাবলী পদপ্রান্ত গ্রাম । কাল—অপরাহ্ণ ।

শূরতান ও তাহার রাজ্ঞী । দূরে পাঠনিরতা তারা ।

শূরতান । সংসারের লীলা খেলা ; সৌভাগ্যলক্ষ্মীর
চঞ্চলতা ; নিয়তিচক্রের আবর্ত্তন !
আজি মহারাজ, কল্য ভিক্ষুক । প্রেয়সী !
ইহা মাত্র প্রকৃতির খেয়াল !

রাণী। খেয়াল ?
জানিনা। ক্ষত্রিয় নারী আমি এই নীতি
বুঝি না ; আমিত জানি, স্বীয় বাহুবলে
গড়ে আপনার ভাগ্য, মনুষ্য—

শূর। প্রেয়সী !
গড়ে আপনার ভাগ্য ! সাধ্য কি তাহাব
রোধিতে বিপক্ষগতি বিশ্বনিয়মের ?
চতুর্দ্দিকে, ঘটনার বিপুল প্রবল।
ঘোর আবর্ত্তের মধ্যে, কি করিবে একা
মনুষ্যের ক্ষীণ বাহুবল ?

বাণী। কি করিবে ?
করিবে সংগ্রাম ;—ভীরু সৈনিকের মত
নাহি পলাইবে কর্ম্মক্ষেত্র হ'তে।

শূর। যদি
পরাজিত হয় ?

রাণী। মরিবে বীরের মত।
প্রেরিত হয় না নর, বিশ্বে, তৃণসম
ভাসিয়া যাইতে, যে দিকে লইয়া যায়
তরঙ্গ ; তরীর মত যাইতে হইবে
বাহিয়া বিপক্ষে তার, প্রয়োজন যদি।

শূর। ধীরে, কিছু ধীরে, রাণী।—যদি তাই হয়,
কেন তবে নল, রাজ্যভ্রষ্ট পত্নীভ্রষ্ট,

রাজা ঋতুপর্ণের সারথী—

রাণী। আত্মদোষে।

প্রকৃতির খেয়ালে নহে সে! আত্মদোষে,
স্বেচ্ছায়, অবৈধ অক্ষক্রীড়ায় কুঠার
মারিয়াছিলেন তিনি আপনার পদে—

শূর। স্বেচ্ছায় নহে সে প্রিয়ে দৈবেচ্ছায় ;—কলি—

রাণী। কলি? আসিয়াছিল কি কলি ছিদ্র বিনা?
কে দিয়াছিল সে ছিদ্র ?

শূর। কেন অনুযোগ
কর প্রিয়ে! কি দুঃখ এখানে? রম্যস্থান
এ বিদর্ভ, আরাবলীশৈলপদতলে।
বহে' যায় নির্ঝর সুমিষ্ট স্বচ্ছতোয়া,
সুন্দর। প্রচুর শস্য। অনন্ত আরাম।

রাণী। পিঞ্জর স্বর্ণের যদি হয়, প্রিয়তম!
তথাপি পিঞ্জর তাহা। স্বেচ্ছায় মানুষ
হয় বনবাসী। কিন্তু পরের আজ্ঞায়,
প্রাসাদে নিবাস হয় স্পৃহাকারজনক?

শূর। প্রেয়সী একটু তুমি অধিক মাত্রায়
অসংস্কৃত বাক্য আজি করিছ প্রয়োগ ;
তাহা যে স্বামীর প্রতি সম্মানসূচক,
বলিয়া হয় না বোধ। শাস্ত্রে আছে বটে,
যুধিষ্ঠির রাজ্যচ্যুত যবে, বনবাসী,—

দ্রৌপদী এরূপ ভাষা পাণ্ডবের প্রতি
করিয়াছিলেন উচ্চারণ !—ভগবতী
—এরূপ প্রবাদ আছে, একদা এহেন
করিয়াছিলেন দ্বন্দ্ব ভৈরবের সনে।
তথাপি স্বীকার্য্য ইহা প্রিয়তমে ! সতী
হিন্দুরমণীর মুখে এইরূপ ভাষা
শোভা নাহি পায়।

বাণী　　স্বামী ! শোভা পায় বটে
ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পলায়ন !
—নিযুক্ত পুরুষজাতি, বিধান করিতে
নিয়ত, স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য নারীর ;—
আপনার কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন।
—হায় স্বামী ! যদি তুমি যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে
নাহি পলাইতে, হেয় কাপুরুষ সম ;
যদি ক্ষত্রিয়ের মত মরিতে সমরে ;
ক্ষত্রিয় নারীর মত, দেখিতে, উল্লাসে
যাইতাম আমি সহমরণে ;—

শূর।　　প্রেয়সি !
আমি যদি মরিতাম সমরে, কিরূপে
দেখিতাম, তাহা ঠিক বুঝিতে না পারি।
এযুক্তির ভ্রমটুকু ছাড়িয়া দিলেও,
আমার মৃত্যুর পরে, মানিলাম যদি,

যাইতে সহমরণে তুমি, কিন্তু প্রিয়ে
তাহাতে আমার লাভ ? আমি ত নিশ্চিত
যেই মরিলাম, সেই মরিলাম—

রাণী । ধিক্ !
ক্ষত্রের মরিতে ভয় সমরে ? —হা ধিক্ !

শূর । শোন অন্য যুক্তি, প্রিয়তমে । যুদ্ধে যদি
মরে বীর, সে নিশ্চিত মরে ; যুদ্ধ আর
করে না সে । কিন্তু যদি পলায়, কদাপি
পুনঃ যুদ্ধ করিলেও করিতে পারে সে ।

রাণী । বৃথা যুক্তি । ভীরুতার শত যুক্তি আছে ।
প্রকৃত বীরত্ব তর্ক করে না কদাপি ;
জয়লাভ করে কিম্বা মরে ।—হায় যদি
এ গর্ভে জন্মিত পুত্র, কন্যা না জন্মিয়া—

শূর । সে বিষয়ে একটুকু হয়েছিল ভ্রম,
কাহার জানি না ! তবে পুত্র হইলেও,
সে যে নাহি পলাইত, তাহার প্রমাণ ?

রাণী । জন্মে না সিংহীর গর্ভে শৃগাল-শাবক—

শূর । সিংহীর বিবাহ যদি হয় প্রিয়তমে,
শৃগালের সঙ্গে—তাহা হইতেও পারে ।

রাণী । করিতে চাহিনা চর্চ্চা এ বিষয়ে প্রভু । [প্রস্থান]

শূর । প্রেয়সীর মেজাজটা নবনীর মত
অত্য সুকোমল নহে, তাহা সুনিশ্চিত ।

—হা বিধি! যখন তুমি গড়েছিলে নারী,
কি দিয়া যে গড়েছিলে বলিতে না পারি। [প্রস্থান]

তারা। ধিক্ !—আমি নারী !—ধিক্ ! কেন হই নাই
পুত্র? ধিক্ নারী জন্ম !—তাহাই বা কেন?
কিসে হীন নারীজাতি? এই নারীকুলে
জন্মে নাই দময়ন্তী, সুভদ্রা, সাবিত্রী—
জনা, খনা, লীলাবতী, প্রমীলা রূপসী?
কিসে হীন নারীজাতি? নাহি হস্তপদ?
হৃদয়, মস্তিষ্ক নাই? শক্তি, বল, তেজ,
শিক্ষায় অবশ্য সাধ্য সকলি। দেখিব
কি করিতে পারি আমি। এ মৃণাল বাহু
করিব লৌহের মত কঠিন। ধরিব
শাণিত কৃপাণ তাহে। দেখি পারি কিনা।
—ক্ষুব্ধ হইওনা মাতা। উজ্জ্বল করিব
নির্ব্বাণ গরিমা আমি! আমি উদ্ধারিব
অপহৃত রাজ্য। দেখি কি করিতে পারি।
ক্ষত্রিয়-ললনা আমি।—পুত্র হই নাই;
করিব পুত্রের কার্য্য জননী তোমার।

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—বন, দূরে মন্দির। কাল—মধ্যাহ্ন।

সশস্ত্র সঙ্গ, পৃথ্বী, ও জয়মল মৃগয়া হইতে ফিরিতেছিলেন।

পৃথ্বী। পথ ভুলিনিত ?

সঙ্গ। না। এ পথ আমি জানি।

জয়। তুমি আগে এ পথে এইছিলে নাকি ?

সঙ্গ। অনেকবার।

জয়। কবে ?

সঙ্গ। পরশুই এইছিলাম।

পৃথ্বী। কেন ? এখেনে কেন ? কি খুঁজ্‌তে ?

সঙ্গ। নির্জ্জনতা—

পৃথ্বী। নির্জ্জনতা—সে ত বাড়ীতেই পাওয়া যায়। চোখ বুঁজলেই নির্জ্জনতা।

সঙ্গ। আর নিস্তব্ধতা।

পৃথ্বী। কাণে আঙুল দিলেই হোল !

গাহিতে গাহিতে চারণীর প্রবেশ।

সঙ্গ। এ কে ?

পৃথ্বী। তাই ত ! জটাইবুড়ী নাকি !

চারণীর গীত।

—সম্মুখে সেই পশ্চাতে সেই অসীম তিমির রাশি।
স্ফুলিঙ্গসম এ আঁধারে মোরা কোথা হ'তে ছুটে' আসি।
কতটুকু পথ আলোকিত করি,—কিছু দেখিতে না পাই।
এ আঁধারে পথ খুঁজিতে খুঁজিতে এ আঁধারে মিশে যাই।
অস্ফুট ভাতি উপহাস করি' প্রদীপ শিখার পাছে,
বিরাট মরণ সমান বিরাট আঁধার জাগিয়া আছে;
মহাসমুদ্র আঘাতে, ক্ষুদ্র ধরণী ভাঙিয়া যায়,
নিভে যায় ক্ষীণ নক্ষত্র ও দিগন্ত নীলিমায়।

জয়। আবার গান গায়।

পৃথ্বী। তাই ত! গানটার কিন্তু কোনই অর্থই বোঝা গেল না।

সঙ্গ। অদ্ভুত! এই নির্জ্জন বনভূমিতে একাকিনী।

জয়। কে তুই?

পৃথ্বী। হাঁ, ঠিক কে তুই?

সঙ্গ। কে তুমি মা?

চারণী। আমি বনচারিণী তাপসী।

পৃথ্বী। তাপসী? তা কখন হ'তে পারে?

চারণী। কেন হ'তে পারে না বাছা?

পৃথ্বী। তাওত বটে।—কেন যে হ'তে পারে না তা ত বোঝা যাচ্ছেনা।

জয়। না না এরা সব চোর,—দিনে তাপসী সেজে বেড়ায়, রাত্রে চুরি করে।

পৃথ্বী। ঠিক! বেটী নিশ্চয় চোর। দিনে তাপসী সেজে বেড়ায়।

চারণী। এ রকম তাপসী চোর কটা দেখেছ বাছা ?

পৃথ্বী। তাওত বটে —এ রকম তাপসী চোর ত কখন দেখিছি বলে' মনে হচ্ছে না।

জয়। তবে এ ভিখিরি।

পৃথ্বী। ভিখিরি বটে ! আমিও তাই ভাব্‌ছিলাম। ভিখিরি। নিশ্চয় ভিখিরি।

চারণী। ভিখিরি কি কর্ত্তে বনে থাক্‌বে বল না বাছা ?

পৃথ্বী। তাওত বটে, বনে ভিক্ষাই বা দেবে কে ? তবে তুমি কে সেইটে খুলে বলনা ছাই !

চারণী। আমি চারণী।

সঙ্গ। আপনি চারণী ? এখানে কি আপনার আশ্রম ?

চারণী। এখানে নয়। তবে বেশী দূরও নয়। নিকটেই আমার মায়ের মন্দির।

সঙ্গ। হাঁ পিতৃব্যের কাছে একদিন আপনার কথা শুনেছিলাম বটে।

জয়। ও তাইত বটে ! আপনি হাত দেখ্‌তে জানেন না ?

চারণী। [সহাস্যে] কিছু কিছু জানি।

পৃথ্বী। ভবিষ্যৎ শুন্‌তে পারেন নাকি ? আচ্ছা, বলুন দেখি আমাদের তিন জনের মধ্যে কে মেবারের রাজা হবে ?

চারণী। [ক্ষণিক নিস্তব্ধ থাকিয়া] সঙ্গ মেবারের রাজা হবে।

উক্ত গীতের প্রথম চরণ গাইতে গাইতে চারণীর প্রস্থান।

পৃথ্বী। মিথ্যা কথা !—ভণ্ড !

জয়। কিন্তু নাম জান্‌লে কেমন করে ?

পৃথ্বী। তাওত বটে! তবে ত ব'লেছে ঠিক বোধ হচ্ছে!

সঙ্গ। [চিন্তিতভাবে] তাইত! চল বাড়ী চল। বেলা হ'ল।

সঙ্গ। [স্বগত] আমি বিশ্বাস করি না যে মানুষ ভবিষ্যৎ বল্‌তে পারে। যদি পার্ত্ত তা হ'লে ভবিষ্যৎ খণ্ডনীয় হ'ত; আর ভবিষ্যৎবাদ খণ্ডনীয় হয়, যদি তা হ'তেও পারে নাও হ'তে পারে, তবে তা আগে থেকে বল্‌বে কেমন ক'রে?—প্রহেলিকা প্রহেলিকা—সব—প্রহেলিকা।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—সূর্য্যমলের গৃহের অন্তঃপুর। কাল—প্রাহ্ন।

সূর্য্যমল একাকী।

সূর্য্য। তথাপি বাজিছে কর্ণে সেই এক কথা—
প্রহেলিকাপূর্ণ সেই ভবিষ্যদ্বাণী—
আমি পাব রাজ্যভাগ। নিভাইতে চাহি
এই দুঃসাহসী ইচ্ছা; অমনি কৌশলে
ইন্ধন যোগায় পত্নী তমসা সতত,
মন্থরার মত।—না না, ইহা অসম্ভব!
করিব না হেন পাপ।—বৃদ্ধ রায়মল,—

স্নেহশীল, বিশ্রব্ধ উদার ; সেনাপতি
আমি তাঁর ;—হইব না বিশ্বাসঘাতক।

[নেপথ্যে অলঙ্কারধ্বনি]

আসিছে যমুনা। আজি যাইবে এক্ষণে—
পতিগৃহে ;—আসিতেছে বিদায় লইতে।

[যমুনার প্রবেশ]

যমুনা। পিতৃব্য ! এখানে ? আমি আসিয়াছি, তাত !
বিদায় লইতে।

সূর্য্য। যাইতেছ এক্ষণেই ?

যমুনা। এক্ষণেই যাইতেছি। কর আশীর্ব্বাদ।

সূর্য্য। যাও মা স্বামীর ঘরে ; পতিব্রতা হও,
গুরুজনসেবাপরায়ণা হও সদা ;
পরিজনপ্রিয় হও ;—কাঁদিও না বৎসে !

যমুনা। কাঁদিব না। পিতৃব্য ! জানিনা কেন কাঁদি।
চিরকাল আমি দুষ্ট। পিতৃব্য তোমারে
করিয়াছি কত ত্যক্ত। করিও মার্জ্জনা।

সূর্য্য। যমুনা আমার কন্যা নাই ! আশৈশব
করেছি পালন তোরে স্বীয় কন্যা সম।
আজি হ'তে কন্যাস্নেহসম্পদে, যমুনা,
বঞ্চিত পিতৃব্য তোর।—বৎসে ! প্রাণাধিকে !
যাও পতিগৃহে তবে, আজি শুভদিনে,
সুলগ্নে। জানিও বৎসে, স্বামীর ভবন

নারীর আপন বাটী, পর পিতৃগৃহ !
যাও মা আপন গৃহে—যেমন পার্ব্বতী
বিজয়া দশমী দিনে যান মা কৈলাসে !—
আশীর্ব্বাদ করি, পতিসোহাগে গৌরবে
গরবিনী হও ! পতি যদি রূঢ় কহে
হইও প্রিয়ভাষিণী ; হয় যদি রূঢ়
সহিও নীরবে ।—পতি জানিও সতীর
সর্ব্বস্ব, পরমাগতি জীবনে মরণে ।

যমুনা । পিতৃব্য প্রণাম হই ।

সূর্য্য । আয়ুষ্মতী হও ।

[যমুনার প্রস্থান]

সূর্য্য । [পদচারণ সহ] সোণার প্রতিমা এই—দিয়াছেন ভাই—
সঁপিয়া চণ্ডালকরে ; এই মুক্তাহার
পরায়ে বানরগলে !—হায় পাভুরাও—
বুঝিতিস্ যদি মূল্য এ রত্নের ; তারে
রাখিতিস্ শিরে, নাহি দলিতিস্ পদে ।

[দূরে শিবিকাবাহকদিগের ধ্বনি]

—ওই যায় শিবিকায় জননী আমার ;—
কোথায় চলিয়া যাস্ নিষ্ঠুর বালিকা
ছাড়িয়া পিতৃব্যে তোর ।

[তমসার প্রবেশ]

তমসা । গিয়াছে যমুনা—

সূর্য্য। গিয়াছে চলিয়া দিবা, গৃহ অন্ধকার।

তমসা। কা'র জন্য নিত্য ব্যগ্র হও? অশ্রুজল
নিয়ত বর্ষণ কর? পরের কারণ
সতত ব্যাকুল! বুঝি না তোমার রীতি।

সূর্য্য। বুঝিবে কি তুমি? হায়! তাহার সহিত
রক্তের সম্বন্ধ নাই; কর নাই তা'রে
পালন, ধরিয়া ক্রোড়ে।

[দূরে সঙ্গের দ্রুতবেগে প্রবেশ]

তমসা। সঙ্গ কোথা যাও?

সঙ্গ। বৈদ্য অন্বেষণে—

তমসা। কেন?

সঙ্গ। পীড়িত মূর্চ্ছিত পিতা—

সূর্য্য। মূর্চ্ছিত? কিরূপ?

সঙ্গ। কহিতেছি; আগে ডাকি বৈদ্যে। [প্রস্থান]

সূর্য্য। যাই দেখি। [প্রস্থান]

তমসা। এই যদি সেই মূর্চ্ছা, নাহি ভাঙে যাহা—

[সারঙ্গদেবের প্রবেশ]

সারঙ্গ। মা ডাকাইয়াছিলে।

তমসা। কে? সারঙ্গ? হাঁ আমি
ডাকাইয়াছিলাম তোমারে।

সারঙ্গ। প্রয়োজন?

তমসা। আছে প্রয়োজন, গুরুতর প্রয়োজন।

সারঙ্গ বলিব ; স্থির হও। কিন্তু তার
পূর্ব্বে হও প্রতিশ্রুত, করিবে পালন
আদেশ আমার।

সারঙ্গ। প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন ?
জানো না কি আজ্ঞাবহ সারঙ্গ নিয়ত
তোমার চরণে।

তমসা। জানি। তথাপি সারঙ্গ !
প্রতিশ্রুত হও।—অতি কঠিন আদেশ।

সারঙ্গ। প্রতিশ্রুত হইবার পূর্ব্বে শুনি তবে
কি আদেশ।

তমসা। নহিলে শপথ করিবে না ?
মনে আছে—সেইদিন, প্রভাতে একাকী
গম্ভীবাসৈকত তুমি, ক্ষুধায় কাতর,
ছিন্নবস্ত্র, শীতার্ত্ত, চাহিয়াছিলে ভিক্ষা
আমার নিকটে ?

সারঙ্গ। মনে আছে।

তমসা। মনে আছে—
তোমারে আদরে আমি চিতোরে আনিয়া
করি সৈন্যভুক্ত ?

সারঙ্গ। মনে আছে।

তমসা। তাই আজি
পঞ্চশত পদাতির সেনাপতি তুমি ।

সূর্য্য । গিয়াছে চলিয়া দিবা , গৃহ অন্ধকার।
তমসা । কা'র জন্য নিত্য ব্যগ্র হও ? অশ্রুজল
নিয়ত বর্ষণ কর ? পরের কারণ
সতত ব্যাকুল ! বুঝি না তোমার রীতি।
সূর্য্য । বুঝিবে কি তুমি ? হায় ! তাহার সহিত
রক্তের সম্বন্ধ নাই ; কর নাই তা'রে
পালন, ধরিয়া ক্রোড়ে।

[দূরে সঙ্গের দ্রুতবেগে প্রবেশ]

তমসা । সঙ্গ কোথা যাও ?
সঙ্গ । বৈদ্য অন্বেষণে—
তমসা । কেন ?
সঙ্গ । পীড়িত মূৰ্চ্ছিত পিতা—
সূর্য্য । মূৰ্চ্ছিত ? কিরূপ ?
সঙ্গ । কহিতেছি ; আগে ডাকি বৈদ্যে। [প্রস্থান]
সূর্য্য । যাই দেখি। [প্রস্থান]
তমসা । এই যদি সেই মূৰ্চ্ছা, নাহি ভাঙে যাহা—

[সারঙ্গদেবের প্রবেশ]

সারঙ্গ । মা ডাকাইয়াছিলে।
তমসা । কে ? সারঙ্গ ? হাঁ আমি
ডাকাইয়াছিলাম তোমারে।
সারঙ্গ । প্রয়োজন ?
তমসা । আছে প্রয়োজন, গুরুতর প্রয়োজন।

সারঙ্গ বলিব ; স্থির হও। কিন্তু তার
পূর্ব্বে হও প্রতিশ্রুত, করিবে পালন
আদেশ আমার।

সারঙ্গ। প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন ?
জানো না কি আজ্ঞাবহ সারঙ্গ নিয়ত
তোমার চরণে।

তমসা। জানি। তথাপি সারঙ্গ !
প্রতিশ্রুত হও।—অতি কঠিন আদেশ।

সারঙ্গ। প্রতিশ্রুত হইবার পূর্ব্বে শুনি তবে
কি আদেশ।

তমসা। নহিলে শপথ করিবে না ?
মনে আছে—সেইদিন, প্রভাতে একাকী
গম্ভীরাসৈকত তুমি, ক্ষুধায় কাতর,
ছিন্নবস্ত্র, শীতার্ত্ত, চাহিয়াছিলে ভিক্ষা
আমার নিকটে ?

সারঙ্গ। মনে আছে।

তমসা। মনে আছে—
তোমারে আদরে আমি চিতোরে আনিয়া
করি সৈন্যভুক্ত ?

সারঙ্গ। মনে আছে।

তমসা। তাই আজি
পঞ্চশত পদাতির সেনাপতি তুমি ?

সারঙ্গ। সত্য, রক্ষাকর্ত্রী তুমি, মানি মাতা!

তমসা। তবে
প্রতিশ্রুত হও, যাহা আদেশ করিব,
করিবে পালন, কোন প্রশ্ন না করিয়া।

সারঙ্গ। হইলাম প্রতিশ্রুত।

তমসা। অনুবর্ত্তী হও।

[নিষ্ক্রান্ত]

ষষ্ঠ দৃশ্য

—:•:—

স্থান—সিরোহী-রাজ্য। প্রভুরাওর বিলাস-গৃহ। কাল—রাত্রি।

পারিষদবর্গ সহিত প্রভুরাও।

পারিষদবর্গের গীত।

আমরা—ভাং খেয়ে হ'য়ে আছি চুর।
যাচ্ছি চলে'—সশরীরে—যাচ্ছি চলে' মধুপুর।
শুন্‌ছি বসে' নিশিদিন, কাণের কাছে বাজ্‌ছে বীণ;
খাচ্ছে যত অর্ব্বাচীন—ঐ গাঁজা গুলি 'চরস';
সস্তা হোক্ না, তার চেয়ে ভাং—লক্ষগুণে সরস;
নেশার রাজা সিদ্ধি, যেমন মণির মধ্যে কোহিনুর।
লিখে গেছেন পুরাণকর্ত্তা "স্বয়ং ভোলা খেতেন ভাঙ";
খেতেন তা, হয় ভোলা, কিম্বা পুরাণ কর্ত্তাই, সুতরাং।

জানে শুদ্ধ সিদ্ধিখোর, জেগে জেগে ঘুমের ঘোর ;
বেশী খেলেই নেশায় ভোর ;—আর অল্প খেলেই তাহা—
—আর কি—বসে' হাস্য কর—হাঃহা হাহা হাহা—
হোক্‌না কেন ফকির, ভাবে 'আমি রাজা বাহাদুর।'

প্রভু। দেখ—

পারিষদবর্গ। দেখ দেখ—

প্রভু। আমি প্রভুরাও—

পারিষদবর্গ। [নির্জীবভাবে] ইনি প্রভুরাও—

প্রভু। সিরোহীর রাজা—

পারিষদবর্গ। [তদ্রূপ] হাঁ—

প্রভু। এই যথেষ্ট।

পারিষদবর্গ। [তদ্রূপ] আবার চাও কি ?

প্রভু। তবে লোকে বলে কেন ?

পারিষদবর্গ। [তদ্রূপ] ঠিক্।

প্রভু। বলে কেন যে "আমি কে ? না রায়মলের জামাই"!
—বলে কেন ?

পারিষদবর্গ। [তদ্রূপ] বলে কেন ?

প্রভু। বরং বলা উচিত, যে "রায়মল কে ? না প্রভুরাওর শ্বশুর।"

পারিষদবর্গ। [তদ্রূপ]—প্রভুরাওর শ্বশুর।

প্রভু। —দেখ সব পারিষদবর্গ ! তোমরা সব বেজায় কুড়ে হয়ে' যাচ্ছ। খোসামোদ কর্ব্বে তাও উৎসাহের

সঙ্গে কর্ত্তে পারো না? না, আমি যা বল্‌ছি, কুড়ের মত শুধু তাই 'ইতি' করে' যাচ্ছ।—ইতে আরাম হয় না।

পারিষদবর্গ। ঠিক্! ইতে আরাম হয় না!

প্রভু। দেখ, আমি এবার যে বিবাহ করেছি সে একবারে চূড়োন্ত বাবা।

পারিষদবর্গ। [কতকটা উৎসাহের সহিত] চূড়োন্ত বাবা, একেবারে চূড়োন্ত!

প্রভু। সুন্দরী—একেবারে সাক্ষাৎ উর্ব্বশী, কেবল নাচে না, এই যা!—

পারিষদবর্গ। [তদ্রূপ] হাঁ—এই যা। নাচে না এই যা—

প্রভু। —আবার!—আমি বল্‌ছি যে ফের যদি ঐ রকম 'ইতি' করে', সেরে দেবার চেষ্টায় থাক, তাহলে' পোষাবে না!—মনে রেখো!

পারিষদবর্গ। [উৎসাহে] মনে রেখো।—পোষাবে না। মনে রেখো।

প্রভু। —মেয়েটা একেবারে সাক্ষাৎ বিদ্যাধরী।
—সাক্ষাৎ!—

[পারিষদবর্গ—কেহ বলিল "সাক্ষাৎ," কেহ, চুমকুড়ি দিল,
কেহবা অঙ্গভঙ্গী করিল]

প্রভু। ঢের ঢের মেয়েমানুষ দেখ্‌লাম—কিন্তু আমার যমুনা একেবারে—

[পারিষদবর্গ অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি দ্বারা উৎকর্ষ প্রকাশ করিল]

প্রভু। দেখ্‌তে—কি রকম জানো ?—যেন—যেন—না দেখ্‌লে ঠিক্ বোঝা যায় না।

পারিষদবর্গ। তা ঠিক্ !—না দেখ্‌লে বোঝা যায় না !

প্রভু। দেখ্‌বে। আচ্ছা তোমাদের দেখাচ্ছি। —এই প্রহরী !

পারিষদবর্গ। প্রহরী ! প্রহরী !

প্রহরীদ্বয়। [প্রবেশ করিয়া] মহারাজ !

প্রহরী। এক্ষণেই আমার রাণীরে এখানে নিয়ে আয়। —হাঁ করে' দাঁড়িয়ে রইলি যে !—যা !

১ পারিষদ। [মহা উৎসাহে] যা না বেটা !

প্রহরী। এখেনে মহারাজ ?

প্রভু। এখেনে বৈকি ! নইলে কি সেখেনে !

২ পারিষদ। [তদ্রূপ]—নইলে কি সেখেনে ?—হুঁঃ—

প্রভু। বল্ রাজার হুকুম।

৩ পারিষদ। [তদ্রূপ] হাঁ হুকুম !

[প্রহরীদ্বয়ের সবিস্ময়ে প্রস্থান]

প্রভু। মেয়েটা কিন্তু আমার ভারি বাধ্য।

পারিষদবর্গ। বেজায় !

প্রভু। যেন—[অনেক ভাবিয়া] একেবারে যেন—কুকুর !—

পারিষদবর্গ। হাঁ, ঠিক্ ! যেন কুকুর !

প্রভু। আবার! দেখ, এ রকম কল্লে পোষাবে না বল্‌ছি। পোষাবে না।

পারিষদবর্গ। না না না। পোষাবে না।—বল্‌ছি—

[বৃদ্ধা দাসীর সহিত যমুনার প্রবেশ]

প্রভু। যমুনা এসেছো ?

যমুনা। আমায় এখানে নিয়ে এলে কেন ?

বৃদ্ধা। ওমা! সত্যিইত! আমাদের এখেনে নিয়ে এলি কেন ? বলি, ও দারোগা—বলি—ও—

প্রভু। তুই বুড়ি যা!

১ পারিষদ। হাঁ তুমি যাও বৃদ্ধে—

বৃদ্ধা। কেন ? আমি যাবো কেন ?

২ পারিষদ। এ সভায় তুমি কোন কাজে লাগ্‌বে না বৃদ্ধে!

৩ পারিষদ। হাঁ বৃদ্ধে! বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে বটে। কিন্তু সর্ব্বত্রৈব এ রকম বিচারে ত চল্‌বে না ত বাবা।

প্রভু। মুখের ঘোমটা খোলত সোনার চাঁদ!—[স্বহস্তে যমুনার অবগুণ্ঠন উন্মোচন] বলি, দেখ্‌ছো চেহারা খানা ?—যমুনা!—প্রাণেশ্বরি! একবার আমার পাশে দাঁড়াও ত সোনার চাঁদ! একবার এরা সব দেখুক যে কি রকম মানায়।

বৃদ্ধা। এরা কা'রা ?

প্রভু। এরা যারা'ই হোক্, তোর কি? বেরো এখেন থেকে।

পারিষদবর্গ। [সঙ্গে সঙ্গে] বেরো বেটী।

যমুনা। আমাকে এখেন থেকে নিয়ে চল!

বৃদ্ধা। সত্যিই ত! এখেনে নিয়ে এলি কেন? বলি ও—পোড়ারমুখো—[প্রহরীকে ধাক্কা দিল]

প্রহরী। আঃ ধাক্কা দাও কেন?

প্রভু। যমুনা! একবার আমার পাশে একবার দাঁড়াও না। —তা নৈলে যেতে দেবো না।

বৃদ্ধা। আচ্ছা একবার বাঁয়ে দাঁড়া বাছা! নৈলে ত ছাড়্‌বে না।

[যমুনা বৃদ্ধার বাক্যবৎ প্রভুরাওর বামাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন।]

প্রভু। [পারিষদবর্গকে] বল! কেমন মানিয়েছে বল না!

পারিষদবর্গ। বাহবা কি মেনিয়েছে—

গীত।

(—আহা কিবা মানিয়েছে রে—
ওহো কিবা মানিয়েছে।)

১

যেন মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু,
যেন কৃষ্ণের পাশে বলরাম, (ব্রজের কুঞ্জবনে)
যেন নাচের সঙ্গে তবলার চাঁটি;
আর টপ্পার সুরে হরিনাম। (বাহবারে বাহবা)

২

যেন কপির সঙ্গে মটর শুঁটি,
যেন ক্ষীরের সঙ্গে পাকা আম ; (বৈশাখ চৈত্রমাসে)
যেন মুড়ির সঙ্গে পাঁপর ভাজা,
আর মদের সঙ্গে হরিনাম। (বাহবারে বাহবা)

৩

যেন জ্বরের সঙ্গে বিসূচিকা,
যেন গোপীর সঙ্গে ব্রজধাম ; (ও সেই দ্বাপরযুগে)
যেন বিয়ের সঙ্গে রসন চৌকি,
আর মরণকালে হরিনাম। (বাহবারে বাহবা)

[গাইতে গাইতে নিক্রান্ত]

[সর্ব্বাগ্রে প্রভুরাও, যমুনা ও বৃদ্ধা ; তৎপশ্চাতে পারিষদবর্গ গাইতে গাইতে নিষ্ক্রান্ত]

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—অন্তঃপুরগৃহ। কাল—দ্বিপ্রহর রাত্রি। শয্যায় শয়ান—রাণা। পার্শ্বে বসিয়া—সঙ্গ, পৃথ্বী ও জয়মল।

রায়। কতরাত্রি সঙ্গ ?

সঙ্গ। রাত্রি দ্বিতীয়প্রহর।

রায়। তবু তিনজনে বসে' আছ !—এত রাত্রি !

ঘুমাওগে ; যাও পৃথ্বী, যাও জয়মল ,
ঘুমাওগে, কত আর র'বে রাত্রি জাগি' !
তোমরা সবাই সম পিতৃভক্ত,—জানি।
সঙ্গ বসে' থাক ; যবে অতি ক্লান্ত তুমি,
পাঠায়ো, পৃথ্বীরে, কিম্বা জয়মলে।—ওকি !
তবু বসে' ?

পৃথ্বী। পিতৃদেব ! শ্রান্ত নহি আমি।

জয়। জীর্ণ রুগ্ন শয্যাগত পিতৃদেবে ছাড়ি',
আসে কি নয়নে নিদ্রা ?

রায়। ধন্য পিতৃভক্তি !
—শূরতান বলিত যে "বিশ্বে দয়া মায়া—
কিছু নাই। সব ধূর্ত্ত—নিজকার্য্যে ফিরে।"
বুঝিয়াছি, শূরতান মিথ্যা বলেছিল।
জয়মল—জল, [জলপান] বাড়ে শীত ! বাড়ে শীত !
একি জ্বর ! ডাক বৈদ্যে, সঙ্গ !—না না থাক্।
কাজ নাই ঔষধে। ঔষধে—কাজ নাই।—
ঔষধে সারায় ব্যাধি ? খাব না ঔষধ !
খাব না ঔষধ ! একি দাহ ! একি জ্বালা !
পৃথ্বী—জল ;—সঙ্গ !—না না থাক্—না না থাক্।
—চক্ষে নিদ্রা আসে।—অবসন্ন হয় দেহ।
এ কি মৃত্যু !—এত স্নিগ্ধ ! এত সুমধুর !
এ যে বিষাদের মত আলিঙ্গন করে

এই তপ্ত দেহ ।—ঘুম আসে ।　[নিদ্রা]

পৃথ্বী ।　[বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া]　　জয়মল ।

মহানিদ্রাগত বুঝি পিতা ।　দেখ দেখি !

সঙ্গ ।　ডাকিব কি বৈদ্যে ?

জয় ।　　না না কাজ নাই ।　আমি

জানি কিছু নাড়ীবিদ্যা ।

সঙ্গ ।　　দেখ দেখি নাড়ী ।

জয় ।　[নাড়ী দেখিয়া] সত্য, পৃথ্বী, নাড়ী নাই ।

পৃথ্বী ।　　বলিয়াছি ঠিক !

জয় ।　এযে অঙ্গ শিলাসম—হিম ;—মৃত্যু বটে ।

সঙ্গ ।　নিঃশ্বাস বহিছে ?

জয়　　কোথা নিঃশ্বাস বহিছে ?

—সব স্তব্ধ ।

পৃথ্বী ।　　কি করিবে ?

জয় ।　　বুঝিব কি তবে

রাণা সঙ্গ ?

পৃথ্বী ।　　সেই রাণা যার তরবারি

সমধিক শক্তি ধরে ।　হোক সপ্রমাণ—

তাহা এইক্ষণে ।—সঙ্গ !　লও তরবারি ।

সঙ্গ ।　পৃথ্বী !　ক্ষিপ্ত হইয়াছ ?

পৃথ্বী　　—লও তরবারি ।

—হোক স্থির এক্ষণে, কে মেবারের রাণা ।

সঙ্গ। আমি রাজ্য চাহিনাক।

পৃথ্বী। রাজ্য চাহোনাক!
শুনিতে চাহিনা স্তোকবাক্য।—মিথ্যা কথা!
রাজ্য চাহোনাক বটে?—লও তরবারি।

সঙ্গ। পৃথ্বী! সত্য বলিতেছি, রাজ্য চাহিনাক।
তুমি ভোগ কর রাজ্য, কিম্বা জয়মল।

পৃথ্বী। মনে নাই চারণীর ভবিষ্যৎ বাণী?—
"সঙ্গ মেবারের রাণা!"—আমি বলিয়াছি
"রাজা হবে পৃথ্বীরাও"।—পরীক্ষা করিব
দৈববাণী বড় কিম্বা বাহুবল বড়।
—লও তরবারি। আজি হবে এই ভূমি
তব রক্তে কিম্বা মম রক্তে বিরঞ্জিত।

সঙ্গ। কি? পিতার মৃতদেহ উপরে করিব
যুদ্ধ ভূমিখণ্ডজন্য?—ক্ষান্ত হও ভাই।
চাহিনাক রাজ্য। পৃথ্বী! এ রাজ্য তোমার!
—করি এ শপথ, আমি রাজ্য চাহিনাক।

পৃথ্বী। শুনিতে চাহি না কথা; খোল তরবারি।

[পৃথ্বী তরবারি লইয়া সঙ্গকে আক্রমণ করিলেন, সঙ্গ তরবারি খুলিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন]

সঙ্গ। ক্ষান্ত হও পৃথ্বী।—আমি করি, অনুরোধ।

পৃথ্বী। হা ভীরু! মরিতে এত ভয়! এত ভয়!
সবারই ত একদিন আছে।—এত ভয়!

যুদ্ধ কর—রক্ষা নাই। [পুনরাক্রমণ]

সঙ্গ। [চক্ষে আহত] ক্ষান্ত হও, আমি
বিষম আহত।

পৃথ্বী। যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর;
ছাড়িব না জীবিত তোমারে।

[উভয়ের যুদ্ধ]

[সূর্য্যমলের প্রবেশ]

সূর্য্য। একি! একি!
ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব রুগ্নপিতৃশয়নমন্দিরে!!!
—ক্ষান্ত হও পৃথ্বী! [উভয়ে ক্ষান্ত হইলেন]

পৃথ্বী। ওকি—উঠিয়া বসেছে
শব।

রায়। শব নহি। এখনও মরি নাই।
এরি মধ্যে শৃগাল কি শকুনির মত
শব নিয়ে, কাড়াকাড়ি?—পিতৃভক্ত বটে!
একি দুঃস্বপ্ন না সত্য!—পৃথ্বী! জয়মল!
সঙ্গ!—একি! এত শীঘ্র? মুহূর্ত্ত বিলম্ব
সহিল না জনকের করিতে সৎকার?
—সামান্য দরিদ্র হীন মূর্খ কৃষকের
এর চেয়ে শীলতার জ্ঞান আছে।—ধিক্!
[দীর্ঘশ্বাস সহ]—পিতা সব মূর্খ। সমস্ত জীবন ধরি'
অনশনে অনিদ্রায়, সদা লালায়িত

সন্তানের সুখ হেতু ;—চেয়েও দেখে না
সন্তান পিতার প্রতি, দুঃখে কি বিপদে ;
করে ব্যয় সুখে, যাহা দীর্ঘ অনশনে
অনিদ্রায়, করে পিতা সঞ্চয় ! হা—ধিক্ !
জয়মল ! পৃথ্বী ! সঙ্গ ! একি—

জয়। করি নাই
দ্বন্দ্ব আমি, পিতা।

রায় সত্যকথা ! সত্যকথা !
তুমি দ্বন্দ্ব কর নাই। কিন্তু পৃথ্বী !—তুমি !

পৃথ্বী। অপরাধ করিয়াছি, পিতা, ক্ষমা কর !

রায়। অপরাধ করিয়াছ শুদ্ধ ?—গুরুতর
অপরাধ ;—বুঝি নাই, কত গুরুতর।

পৃথ্বী। বুঝিয়াছি। পিতা, ধরি চরণে তোমার।—
চাহি এ মার্জ্জনাভিক্ষা, অনুতপ্ত আমি।

রায়। এইরূপ চিরদিন ব্যবহার তব।
সেদিন উঠায়েছিল অসি, শুনিয়াছি,
জয়মল বিপক্ষে।—প্রাসাদে করিয়াছি
দস্যুর গহ্বর, তব রূঢ় আচরণে।
নির্ব্বাসিত করিলাম তোমারে এক্ষণে
মেবারের রাজ্য হ'তে।—যথা ইচ্ছা যাও।
কর রাজ্য সংস্থাপিত নিজ অসিবলে।
চলে' যাও রাজ্য ছাড়ি'।

সূর্য্য।　　　　　　　　　শুন মহারাজ!—

রায়।　স্তব্ধ হও সূর্য্যমল! অনম্য কঠিন—

নিয়তির মত, জানো, আদেশ আমার

চিরদিন। পৃথ্বী এ মুহূর্ত্তে দূর হও।

[পৃথ্বীর অবনতশিরে প্রস্থান]

রায়।　　　　　আর সঙ্গ তুমি?

সূর্য্য।　　　　　　　　　সঙ্গ! জানিতাম তুমি

ধীর, স্থির, শান্ত। শেষে উন্মত্ত তুমিও?

রায়।　স্তব্ধ হও সূর্য্য। সঙ্গ বুঝাউক্ আজি

তা'র নিজ ব্যবহার।—নিস্তব্ধ তথাপি?

কিছু কহিবার নাই?

সঙ্গ।　　　　　পিতা কিছু নাই

বক্তব্য আমার।

সূর্য্য।　[সাশ্চর্য্যে] সঙ্গ।

রায়।　　　　　　　সঙ্গ! বুঝিয়াছি।

এতদিন যে আদরে করেছি পোষণ,

ভস্মে ঘৃত ঢালিয়াছি; অথবা অধম

তার চেয়ে,—পুষিয়াছি সর্পে দুগ্ধ দিয়া,

আপনার বক্ষে।—ইহা উত্তম। উত্তম!

দুই পুত্র রুগ্নপিতৃশয্যাপার্শ্বে বসি'

অপেক্ষা করিতেছিলে তাহার মৃত্যুর।

করি' তারে মৃত অনুমান, এ কিরীট

লইয়া করিতেছিলে বিগ্রহ বিবাদ,
রুগ্নপিতৃকক্ষে।—এই প্রতিদান বটে!
ভাবিয়াছ যদি এ আমার ভালবাসা
দিবে প্রক্ষালিয়া সর্ব্ব কালিমা তোমার;
দিবে ঢাকি' সর্ব্বক্ষত; করিবে মার্জ্জনা
সর্ব্ব অপরাধ;—তবে বুঝিয়াছ ভ্রম।
ভালবাসা বর্ষে স্নিগ্ধ জলধারা বটে!
তাহাই আবার কিন্তু উদ্গারে বিদ্যুৎ।
শোন সঙ্গ—তুমি এই রাজ্য নাহি পাবে।
রাজা হবে জয়মল। সূর্য্য!—এ সংবাদ
প্রচার করিয়া দাও রাজ্যের ভিতর।

[পুনরায় শয়ন।]

[পটক্ষেপ]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—রাণার অন্তঃপুর। কাল—আগতপ্রায় মধ্যাহ্ন।

অৰ্দ্ধশয়ান—রাণা। সম্মুখে সূর্য্যমল।

রায়মল। পাও নাই সন্ধান সঙ্গের?

সূর্য্য। পাই নাই—

এক্ষণে আমার হস্তে দিল ভৃত্য আনি'

পত্র এক। লিখিয়াছে সঙ্গ মহারাজে।

রায়। দেখি পত্র [পাঠ] পড় মন্ত্রী!—পড়িতে না পারি,

ক্ষীণদৃষ্টি আমি।

সূর্য্য। —যথা আজ্ঞা, মহারাজ। [পত্র পাঠ]

লিখিয়াছে সঙ্গ—পিতা প্রণাম চরণে

কোটী কোটী। জানি মহারাজের বিশ্বাস—

"আমি রাজ্যাকাঙ্ক্ষী—আমি রাজ্যের কারণে

করিয়াছিলাম যুদ্ধ সেই রাত্রিকালে

রুগ্নজীবন্মৃতপিতৃশয়নমন্দিরে।"

"করিতেছি বিদ্রোহমন্ত্রণা, সৈন্যদলে

উৎকোচ দিতেছি;" কহিয়াছে জয়মল।

চলিলাম রাজ্য ছাড়ি' । —"রাজ্য চাহিনাক"
কহিয়াছি বহুবার ।—পিতার বিশ্বাস
হয় নাই সেই বাক্যে ;—অদ্য, আশা করি—
হইবে বিশ্বাস ।—পূজ্য পিতৃব্য ! যদ্যপি
করিয়াছি অপরাধ তোমার চরণে
কভু—অদ্য ভিক্ষা চাহি—করিও মার্জ্জনা ।
—ভাই জয়মল !—আজ হ'ল দূরীভূত
তোমার আপদ, পথে কণ্টক তোমার।

রায় । এ উত্তম ! সূর্য্য ! এ উত্তম প্রতিদান !
ঈশ্বর ! শত্রুর যেন পুত্র নাহি হয় ।
—যাক্ । যাহা হইবার হইয়াছে ।—যাক্
বন্ধ কর দ্বার ! অত্যুত্তম !—যাও ভাই ।
শ্রান্ত আমি ।—কিছুক্ষণ ঘুমাইতে চাই । [প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বিদোর ।—কাল—প্রাহ্ণ ।

শূরতান ও রাণী ।

শূর । রাণী ! তারা কোথায় ?

রাণী । গিয়াছে মৃগয়ায়
শিকারীদলের সঙ্গে ।

শূর। আশ্চর্য্য বালিকা—

রাণী। বালিকা নহে সে আর। সে পূর্ণ যুবতী।
অন্বেষণ কর পাত্র।

শূর। কোথা পাত্র রাণী ?

রাণী। চিরদিন উদাসীন সর্ব্ব কর্ম্মে তুমি।

শূর। "উদাসীন" ?—পৃথিবীতে, বাধা বিপত্তির
মাঝখানে ঔদাসীন্য প্রকৃত সন্ধান।

রাণী। কিরূপ ?

শূর। "কিরূপ" ?—যদি কার্য্য নাহি কর,
ভ্রম হইবার কোন নাহি সম্ভাবনা।
কার্য্য যদি কর, ভ্রম হইতেও পারে।

রাণী। এ যুক্তি বুঝিতে নাহি পারি।

শূর। নাহি পারো ?
—তবে শোন।—পৃথিবীতে চারিদিক হ'তে
প্রতিকূল অনুকূল কিম্বা সমকূল—
শক্তিপুঞ্জ, ক্রমাগত ঘেরিয়া তোমারে,
করিতেছে সম্পেষণ সংঘর্ষণ, সদা,
পরস্পরে। তুমি তা'র মধ্যস্থলে বসি'
কেন্দ্রসম থাক যদি কোন ভয় নাই;
কেন্দ্রের বাহির যথা হইয়াছ, তথা
গিয়াছ;—ঘুরিয়া মর আবর্ত্তের সনে।

রাণী। কিরূপ ?

শূর। কিরূপ জানো ? দুই পত্নী যা'র
নিয়ত সপত্নীদ্বয় করিবে কলহ ;
দাঁড়াইয়া দেখ যদি, নাহি কোন ভয়
যোগ দাও যদি, মহা বিপদ নিশ্চয়।

রাণী। হায় ধিক্। নিরুদাম বসিয়া রহিবে
সচল বিশ্বের মাঝে জড়জীবসম ?

শূর। —তদুপরি আমি করি বিশ্বাস অন্তরে,—
যাহা হইবার তাহা হইবেই ; কেহ
অন্যথা করিতে নাহি পারে, প্রিয়তমে।

রাণী। এ উত্তম যুক্তি।—তবে বসি' নিরুদ্বেগে
রহ কার্য্যশূন্য—

শূর। —কি না যতদূর পারো।
বৃথা শক্তি ব্যয় কেন ? বরং সঞ্চয়,
কর শক্তি বসে' বসে'।

রাণী। কি হেতু সঞ্চয়
যদি ব্যয় কভু নাহি করিবে ?

শূর। প্রেয়সী !
দর্শন শাস্ত্রের তত্ত্ব তত সোজা নয়
যত সোজা ভাবো। ইহা নারীর মস্তিষ্কে
প্রবেশ করে না শীঘ্র। কিছু শিক্ষা চাই।

রাণী। জানিনা দর্শনশাস্ত্র। জানিতে চাহিনা।

[সশস্ত্রে পুরুষবেশিনী তারার প্রবেশ]

তারা। পিতা দেখিয়াছ?

শূর। কি দেখিব?

তারা। ব্যাঘ্রশিশু।

শূর। কে আনিল ব্যাঘ্রশিশু?

তারা। সবলে ছিনিয়া—
নিবিড় গহন মধ্যে, ব্যাঘ্রের বিবর
হইতে, এনেছি তারে, আমরা শিকারী।

শূর। আনিয়াছ যদি, মহা ভ্রম করিয়াছ।
এক্ষণি আসিবে ব্যাঘ্রী তাহার সন্ধানে।
শাস্ত্রে কহে হৃতশাবা ব্যাঘ্রা ভয়ঙ্করী;
নিজ প্রাণ তুচ্ছ করে; ভ্রমে সন্নিহিত
প্রান্তরে, উন্মত্তবৎ। এক্ষণি আসিবে;
হয়ত বা আসিয়াছে দ্বারে এতক্ষণে

তারা। আসে যদি কিবা ভয়; করিব সংহার
ভুজবলে।

শূর। বলা যায় অবলীলাক্রমে
সংসারে অনেক কথা; করা শক্ত তাহা।
ব্যাঘ্রীর সহিত যুদ্ধ?

তারা। ব্যাঘ্রী কি করিবে?

শূর। ব্যাঘ্রীর যদিও তার ধাতুর হিসাবে
ঘ্রাণ করিবার কথা; কিন্তু সে কার্য্যতঃ

তাহার অধিক করে। জন-পরম্পরা
শুনেছিও ব্যাঘ্রজাতি সর্ব্বমাংস চেয়ে
নরমাংস-প্রিয়!

তারা। [হাসিয়া] পিতা! থাকিতে নিকটে
আমরা, তোমার ভয় নাই। দেখ এসে।

শূর। কি দেখিব? ব্যাঘ্রশিশু আকারে সম্ভব
ব্যাঘ্রের মতই; শুদ্ধ ক্ষুদ্র আয়তনে।
অনুমান করিতেছি।—আর এক কথা
তারা, তুমি নারী। এই পুরুষের বেশ,
এই পুরুষের কার্য্য শোভা নাহি পায়।

রাণী। শতবার শোভা পায়, পুরুষ যখন
ছাড়িয়াছে পুরুষের কার্য্য! নারীসম
পুরুষ যখন সর্ব্বকর্ম্মে, ব্যবহারে,—
শুদ্ধ লজ্জাহীন। আর পুরুষ যখন
নতশিরে সহে পৃষ্ঠে শত্রু-পদাঘাত।

শূর। রাণি! এই ক্রোধ এই অদ্ভুত বক্তৃতা
হইত বিস্ময়কর; তবে কিনা তুমি
পড় নাই ন্যায়শাস্ত্র।

তারা। দেখিবে না তবে
ব্যাঘ্র-শিশু পিতা?

রাণী। এস, মা, আমি দেখিব।

[রাণী ও তারার প্রস্থান]

শূর। অতীব বিস্ময়কর চরিত্র নারীর। [নিষ্ক্রান্ত]

তৃতীয় দৃশ্য।

—:•:—

স্থান—বিদোর। কাল—অপরাহ্ণ।

ছদ্মবেশী সঙ্গ ও তারা।

তারা। আচ্ছা, বূ্যহ ভেদ করার চেয়ে তাথেকে বেরিয়ে আসা শক্ত।

সঙ্গ। পৃথিবীতে সব জিনিষেই তাই। তর্কে যুক্তিজাল খণ্ডন করা শক্ত নয়, কিন্তু জয়ী হ'য়ে বেরিয়ে আসা শক্ত। প্রেমে ও—

তারা। না আমি প্রেমের কথা শুন্তে চাইনে। ও বাতুলের স্বপ্ন। আচ্ছা মোহিত সিং, মেঘনাদ কি সত্যসত্যই মেঘের অন্তরাল থেকে যুদ্ধ কর্ত্ত?

সঙ্গ। ওটা রূপক।

তারা। রাবণের দশমুণ্ডও রূপক?

সঙ্গ। রূপক বৈ কি।

তারা। তবে রাবণও রূপক?

সঙ্গ। রাবণ রূপক হ'তে যাবে কেন?

তারা। বলি হতেও ত পারে। রামায়ণের খানিকটা যখন রূপক বলে' মেনে নিলাম, তখন বাকিটুকু রূপক হ'তে পারে না কেন?

সঙ্গ। না তারা! ও যুক্তি ঠিক নয়। রামায়ণ সত্য। তবে তার যে টুকু মনুষ্যের বিশ্বাসের অতীত, তা হয় রূপক, না হয় কাব্যালঙ্কার বলে' ধর্ত্তে হবে।

তারা। কেন ধর্ত্তে হবে? হয় সমস্তই রাখ্‌বো, নয় সমস্তটাই ছাড়্‌বো।

সঙ্গ। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ সম্বন্ধে অনেক অলীক প্রবাদ আছে; তাই বলে' কি তাঁরাই ছিলেন না বলে' মান্‌তে হবে?

তারা। [ভাবিয়া] মোহিত সিং! তুমি কত জানো। তোমার সঙ্গে খানিক কথা কৈলে কতই শিখিতে পারা যায়।

সঙ্গ। [নীরব]

তারা। তার উপরে এমন নম্র। তাই বাবা তোমায় এত ভাল বাসেন।

সঙ্গ। কেবল তোমার বাবাই ভাল বাসেন?

[রাণীর প্রবেশ]

রাণী। তারা! তোমার বাবা তোমাকে ডাক্‌ছেন।

[তারার প্রস্থান]

রাণী। মোহিত সিং, তুমি মেবারের রাজপুত্র জয়মলকে চেনো?

সঙ্গ। চিন্‌তাম।

রাণী। তিনি কি মেবাররাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী?

সঙ্গ। সেইরূপ শুনেছি।

রাণী। তিনি তারার উপযুক্ত পাত্র ব'লে বোধ হয় কি?

সঙ্গ। [চমকিয়া] কি?—না জানি না!—হবে।

রাণী। মোহিত সিং! তারার উপযুক্ত পাত্র পাই না। শৃগালের

সঙ্গে সিংহিনীকে বেঁধে দিতে পারিনে। তার যোগ্যপাত্র এক মেবারের যুবরাজ। তারা সমস্ত রাজপুতনার মধ্যে এক চিতোরেরই রাণী হ'বার যোগ্য।—কি বল?

সঙ্গ। নিঃসন্দেহ।

রাণী। চিতোরের রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র সংগ্রাম সিং ত নিরুদ্দেশ। মধ্যমপুত্র পৃথ্বীরাও নির্ব্বাসিত; সুতরাং জয়মলই তারার উপযুক্ত পাত্র।

সঙ্গ। [স্বগত] এখানেও জয়মল আমার বিবাদী?

রাণী। তুমি উত্তর দিচ্ছনা কেন? মোহিত সিং কি ভাব্‌ছো?

সঙ্গ। আপনি যা বলছেন তাই বোধ হয় ঠিক্।

রাণী। তুমি যদি তারাকে রাজী কর্ত্তে পারো; সে বিবাহ কর্ত্তে রাজী হয় না। তোমাকে শ্রদ্ধা করে, তোমার কথা শুন্‌বে বোধ হয়।

সঙ্গ। [স্বগত] এত শ্রদ্ধা করে [প্রকাশ্যে] জয়মল বিবাহ কর্ত্তে রাজী?

রাণী। তিনি সম্পূর্ণ রাজী। তিনি তারার পাণিগ্রহণেচ্ছায় এখানে এক সপ্তাহের মধ্যে আস্‌ছেন।—চম্‌কালে যে?

সঙ্গ। না।

রাণী। আমি তাকে নিমন্ত্রণ করেছি। তারাকে বোঝালে সেও রাজী হ'তে পারে।

[প্রস্থান]

সঙ্গ। শেষে জয়মল শিরে এ রত্ন? ইহার

মূল্য কি বুঝিবে জয়মল !—কিম্বা এই
দেবীর চরিত্র যদি পাবকের মত
পবিত্র করিতে পারে সংস্পর্শে তাহারে।
—তাই হোক্—আমি ত্যাগ করিব দুরাশা।
স্বেচ্ছায় সাম্রাজ্য ছাড়ি' আমি বনবাসী,
নিঃসম্পদ,—আর তারা রাজার দুহিতা
যোগ্য হইবার রাজমহিষী !—আমায়
যদি শ্রদ্ধা করে তারা—তার স্বীয়গুণে ;
আমি রহিব না বিঘ্ন তাহার সম্পদে।
হোক্ তারা মোবারের রাণী—আর আমি !
আসিয়াছিলাম কোন ঘটনার স্রোতে
তৃণসম ভাসি' নন্দনের উপকূলে,
কুসুমিত বল্লরীর শাখায় জড়ায়ে
ছিলাম মুহূর্ত্তকাল—ঘটনার স্রোতে
আবার ভাসিয়া যাই !—

[তারার প্রবেশ]

তারা। মোহিত ! মোহিত!

সঙ্গ। আসিয়াছ তারা ?

তারা। আসিয়াছি। এতক্ষণ
কহিতেছিলেন মাতা কি গূঢ় সংবাদ
তোমারে মোহিত ?

সঙ্গ। [তারার হস্ত ধরিয়া] তারা !

তারা। কি মোহিত! একি!
সহসা গদ্‌গদস্বর!—

সঙ্গ। [হস্ত ছাড়িয়া] ক্ষমা কর।—তারা
কল্য যাইতেছি আমি বহুদূর দেশে।

তারা। সে কি? বহুদূর দেশে? কোথায়?

সঙ্গ। জানি না—
যেদিকে এ চক্ষু যায়।

তারা। কি হেতু মোহিত?

সঙ্গ। হেতু?—সুখী হও তারা! করিও না তুমি
জিজ্ঞাসা "কি হেতু"?

তারা। একি প্রহেলিকা?—[সন্দেহে] বল
মাতা—হন নাই রূঢ়?

সঙ্গ। অসম্ভব।

তারা। তবে?

সঙ্গ। বলিয়াছি করিও না জিজ্ঞাসা "কি হেতু"
—যাইবার পূর্ব্বে এক নিবেদন আছে।
রাখিবে মিনতি?

তারা। অত্যুত্তম পরিহাস!

সঙ্গ। পরিহাস নহে তারা। তোমার মাতার
ইচ্ছা যে বিবাহ কর তুমি।

তারা। যাদুকর!
ও ঝুলির মধ্যে আরো কিছু আছে নাকি?

দেখিতে প্রস্তুত আছি।—বিবাহ ?—কাহাকে ?

সঙ্গ। শুনিয়াছ "জয়মল" নাম ? মেবারের
ভাবী অধিপতি ?

তারা। শুনি, তাঁহারে কি হেতু ?

সঙ্গ। যোগ্য হইবারে তুমি মেবারের রাণী ;—
শোভেনা এ সমুজ্জ্বল হীরককিরীট
নৃপতির শিরে ভিন্ন।

তারা। মানি, শ্রদ্ধা করি
জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম, আমি তোমারে মোহিত ;—
মানিতে পারিনা কিন্তু, "বলি দিতে হবে
মেবাররাজ্ঞিত্বপদে জীবন আমার।
মেবাররাজত্ব ছার !—করি পদাঘাত
ইন্দ্রপুরী—কিম্বা অলকায়।—আমি তারা
বিবাহ করিব তুচ্ছ কাঞ্চনের লোভে ?

সঙ্গ। দেখিয়াছ জয়মলে ?

তারা। দেখিতে চাহিনা,—
মোহিত ! মোহিতসিংহ !—ইহা সত্য বটে
শিক্ষা করি শস্ত্রবিদ্যা তোমার নিকটে ;
এ বিষয়ে উপদেশ দিবার তোমার
দিই নাই অধিকার।—তারার বিবাহ
তারার অনিচ্ছা ইচ্ছা।

[সগর্ব্বে প্রস্থান]

সঙ্গ । [পদচারণসহ] তারা,—যদি তুমি
জানিতে কি যুদ্ধ করিয়াছি এতক্ষণ,
আপনার সঙ্গে আমি, করিতে এক্ষণে
অপ্রিয় প্রস্তাব এই ?—অথবা আমার
কি স্বত্ব তাহারে দিতে এই উপদেশ,
অযাচিত ?—[ভাবিয়া] কেন পাই ব্যথা এ অন্তরে ?
করিয়াছি এ প্রস্তাব—অযাচিত যদি—
তারার সুখের হেতু ।

[তারার পুনঃ প্রবেশ]

তারা । মোহিত ! মোহিত !
আমারে মার্জ্জনা কর ।

সঙ্গ । কেন রাজকন্যা ?

তারা । হইয়াছি রূঢ় আমি ।

সঙ্গ । কিবা যায় আসে ?
ভর্ৎসনা করিতে ভৃত্যে আছে চিরদিন,
অধিকার প্রভুর ।

তারা । মার্জ্জনা কর । আমি
নারী মাত্র ।—

[সলজ্জভাবে প্রস্থান]

সঙ্গ । বুঝিয়াছি । বুঝিয়াছি তারা,
ওই আরক্তিম গণ্ড লজ্জায় !—না তারা ।
তাহা হইবার নহে । করিব না আমি

তোমারে অসুখী কভু। রহিব না আমি
আর তব চরণে জড়ায়ে!—সুখী হও!
করিয়াছি "ত্যাগ"ব্রত, ভাঙ্গিবনা তাহা।
যেইরূপ অনায়াসে রাজ্য ছাড়িয়াছি,
ছাড়িব এ নারীরত্ন! যায় যাক্ প্রাণ।—
আর রহিবনা হেথা—বড়ই অধিক
প্রলোভন; এ হৃদয় অতীব দুর্ব্বল্।
চলিলাম এইক্ষণে।—নাহিক সাহস
বিদায় লইতে। তারা! চলিলাম তবে।
উদ্দেশে তোমারে এই আশীর্ব্বাদ করি
"সুখী হও। প্রাণাধিক! বৎসে! সুখী হও।"

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

—:০:—

স্থান—সরাই। কাল—রাত্রি।

বণিক ও অতিথিদ্বয়।

অতিথি। তবে এ রাজ্য কা'র?

ণিক। আপাতত কারুই নয়। মীনেরা আরাবলীর পার্ব্বত্য প্রদেশ হ'তে নেমে দেশে যা পায় লুঠ করে' নিয়ে যায়।

রাজপুতেরা এদেশ জয় করেছে বটে, কিন্তু লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায়।

১ অতিথি। রাজপুতদের কেউ মানে না কেন ?

বণিক। তাদের একজন নেতার অভাব। সকলেই স্বস্বপ্রধান। তাদের শক্তি গুছিয়ে একত্রিত করে, এই রকম একটা লোক চাই।

১ অতিথি। রাজপুতদের সৈন্য নাই ?

বণিক। থাকবে না কেন ? তাঁ'রা নাড়োলের দুর্গে বসে' নিরুদ্বেগে নাসিকাধ্বনি সহ নিদ্রা যাচ্ছেন। তাঁদের নাকের সামনে মীনের দলপতি রাজছত্র মাথায় দিয়ে রাজত্ব কচ্ছে, অথচ তাঁরা যেন দেখ্‌তেই পাচ্ছেন না।

২ অতিথি। [সভয়ে] ও বাবা ! তবেত কালই এখান থেকে পাততাড়ি গুটতে হচ্ছে।

১ অতিথি। তা আর বলে' !

[পৃথ্বীর প্রবেশ]

বণিক। এ আবার কে ? রাজপুত দেখ্‌ছি।

পৃথ্বী। তোমরা কারা ?

১ অতিথি। আমরা আবার কারা ? আমরা হচ্ছি আমরা !

পৃথ্বী। [২ অতিথিকে] মহাশয় এটা কি সরাই ?

২ অতিথি। [অনুকৃতস্বরে] হাঁগো দাদা সরাই।

পৃথ্বী। গৃহকর্ত্তা কোথায় ?

১ অতিথি। কেন ?

২ অতিথি। এই ধরনা আমিই গৃহকর্ত্তা।

পৃথ্বী। এ পরিহাস কর্ব্বার সময় নয়। শীঘ্র বল ; নহিলে—

[তরবারি নিষ্কাসন]

১ অতিথি। এ—এ আবার কি প্রকার ?

২ অতিথি। এঁ—এর ত কোন কথা ছিল না।

বণিক। মহাশয় স্থির হ'ন। গৃহকর্ত্তা এখনি আস্‌ছেন। রাজ্য অরাজক বটে, কিন্তু এত অরাজক নয়, যে আপনি যখন ইচ্ছা যা'র তা'র মুণ্ডটা কেটে ফেল্‌তে পারেন।

পৃথ্বী। না মশায় মাফ কর্ব্বেন।

[তরবারি পিধানবদ্ধ করিলেন]

বণিক। এইযে গৃহকর্ত্তা এসেছেন।

[গৃহকর্ত্তার প্রবেশ]

বণিক। ইনিই গৃহকর্ত্তা।

১ অতিথি। [গৃহকর্ত্তাকে] মশয়! ইনি এখনই আপনার খোঁজ কচ্ছিলেন।

গৃহকর্ত্তা। [পৃথ্বীকে] আপনি কি চান ?

২ অতিথি। আপাতত চাচ্ছিলেন ত আমার এই মুণ্ডটা। যেন বেওয়ারিশী মাল আর কি! ঈঃ।

পৃথ্বী। আমরা আজ এখানে থাকবো।

গৃহকর্ত্তা। তা বেশ! থাকুন না।—কয়জন ?

পৃথ্বী। আমি আর পাঁচজন।

গৃহকর্ত্তা। তা বেশ! থাকুন না। আহারের কি আয়োজন কর্ব্ব ?

পৃথ্বী। আমার কাছে কিন্তু এক কপর্দ্দকও নাই।

গৃহকর্ত্তা। তাইত! সে ত শুভবার্ত্তা নয়। আপনার চেহারাখানি নেহাইত মন্দ নয়। তবে শুদ্ধ এ চেহারাখানি দেখে, এ সহরে যে কেউ রসদ জোগাবে, তা ত বোধ হয় না।

পৃথ্বী। এখানে কেউ বণিক আছেন?

বণিক। কেন?

পৃথ্বী। এই হীরার আংটিটি বচ্‌বো।

বণিক। দেখি [দেখিয়া চমকিয়া] বুঝেছি, আপনি কি—

পৃথ্বী। [সগর্ব্বে] আমি পৃথ্বী। আমি নাড়োলে বাস কর্ত্তে এসেছি।

বণিক। উত্তম! নাড়োল আজ সরাজক হল। [গৃহকর্ত্তাকে] ইঁহাদের জন্য যথাদেশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রকোষ্ঠ বাসস্থানের জন্য দাও। সর্ব্বোত্তম খাদ্যের আয়োজন কর। মূল্য আমি দিব।

গৃহকর্ত্তা। [সবিস্ময়ে] তাইত; [পৃথ্বীকে] আসুন মশায়; আপনার সঙ্গীরা কি বাইরে!

পৃথ্বী। আজ্ঞা।

গৃহকর্ত্তা। চলুন। [উভয়ের প্রস্থান]

বণিক। ইনি মেবারের রাজপুত্র পৃথ্বীরাও।

২ অতিথি। [সচকিতে] বলেন কি? ইনি!!!

১ অতিথি। তাই অত রুক্ষ মেজাজ, না?

বণিক। এঁর মত বীর অদ্যাবধি রাজপুতানায় জন্মগ্রহণ করে

নাই। ইনি একবার একা শতাধিক যবনের সঙ্গে যুদ্ধ করে' জয়ী হয়েছিলেন।

১ অতিথি। [চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া] বটে !!!

২ অতিথি। আগে বল্‌তে হয়। চল চল দেখি। লোকটাকে ভালো করে' দেখে নেওয়া যাক্। ভালো করে' দেখা হয়নি।

১ অতিথি। চল চল। [উভয়ের প্রস্থান]

বণিক। এঁর দ্বারা কার্য্য উদ্ধার হবে। নাড়োল আবার রাজপুতের হবে।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—বিদোর। কাল—অপরাহ্ণ

বৃক্ষতলে অশ্বারূঢ় জয়মল ও বৃক্ষকাণ্ডে ন্যস্তদেহা তারা।

তারা। শুনিয়াছি যুবরাজ! সেই এক কথা
—'ভালোবাসি' 'ভালোবাসি'—একশতবার
শুনিয়াছি পচিয়া গিয়াছে সেই বাণী;
ঘৃণা জন্মিয়াছে; আর শুনিতে চাহিনা।

জয়। শুনিতে হইবে! তারা! আমি ভালোবাসি।

তারা। ভালোবাসো নাহি বাসো, কার্ যায় আসে?

...য়।　　কার যায় আসে! তারা! সত্য কি এ কথা?
সত্য কি, কিছুই যায় আসে না তোমার,
আমি ভালোবাসি কি না বাসি?

...রা।　　　　　　　　　　সত্যকথা।
অবিশ্বাস করিবার কারণ কি আছে?
শতবার বলিয়াছি, কহি পুনর্ব্বার,
একশত এক বার—তুমি ভালোবাসো
কিম্বা নাহি বাসো, কিছু নাহি যায় আসে
তারার। শুনেছ?—যাও।

...য়।　　　　হা কঠিন নারী?
তোমারে রমণী করে' কে গড়িয়াছিল?

তারা।　　বিধাতার ভ্রম!

...য়।　　　　　ভালোবাসো না আপনি,
বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু ভালোবাসা
বুঝিতেও পার নাকি? জান না কি, তারা,
ভালোবাসা কারে কহে?

তারা।　　　　　ভালোবাসা!—কই
কেহ শিখায় নি মোরে! শিখিয়াছি বটে
শাস্ত্র-কথা, অস্ত্রচর্চ্চা, গণিত, বিজ্ঞান।
ভালোবাসা শিখি নাই। ভালোবাসা বুঝি
ধনীর সম্ভোগ। তাহা গৃহপ্রতাড়িত
পরমুখপ্রেক্ষী দীন হীন দরিদ্রের

দুহিতা তাহারে নাহি সাজে।—বাঁধিয়াছি,
প্রাণের সমস্ত বাঞ্ছা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়—
"যতদিন নাহি উদ্ধারিব মাতৃভূমি,
অপর চিন্তারে স্থান দিবনা অন্তরে।"

জয়। কিরূপে উদ্ধার হবে তব মাতৃভূমি ?

তারা। নাহি জানি যুবরাজ। তথাপি সতত
সেই এক চিন্তা জাগে মনে। আমি নারী,
শিখিয়াছি শস্ত্রবিদ্যা ; কিন্তু কি করিব
একাকিনী আমি ? হায়! কি করিবে নারী,
যখন পুরুষজাতি নিশ্চিন্ত; যাপিছে
জীবন জঘন্য ঘৃণ্য স্বচ্ছন্দ বিলাসে।
জানিনা কিরূপে, কি উপায়ে, কতদিনে,
হইবে কমলমীর উদ্ধার ; তথাপি
করিয়াছি পণ ; ধরিয়াছি এই ব্রত—
এ কৌমার-ব্রত, যতদিন এ সাধনা
সিদ্ধ নাহি হয়।

জয়। তাহে কি বাধা বিবাহে ?

তারা। সর্ব্বেব বাধা—এ বিবাহই রজ্জুসম
বাঁধে হস্তপদ সর্ব্ব উচ্চ সাধনার।
প্রেম বিলাসীর স্বপ্ন, সাধকের নহে।
জাগেনা বেণুর স্বরে নিদ্রিত যে জন ;
তুরীধ্বনি চাই।—ফিরে যাও যুবরাজ !

ভালো বাসিবার মোর অবসর নাই,
যতদিন মাতৃভূমি পরপদানত।

জয়। আমি যদি উদ্ধারি তোমার মাতৃভূমি ?

তারা। বিবাহ করিব।—ভালোবাসি নাহি বাসি,
বিবাহ করিব। [ভাবিয়া] সত্য ; বিবাহ করিব।
দিব এ যৌবনরূপ, সতীত্ব নারীর
যাহা কিছু প্রিয়, সব বলি তবপদে ;—
বিসর্জ্জন করে যথা ধর্ম্মে, ক্ষুধাতুর,
খাদ্য চুরি করি' ; ভাসাইয়া দেয় যথা
মাতা প্রাণাধিকাপ্রিয় কন্যা গঙ্গাজলে।

জয়। উত্তম ! শিখিবে ভালোবাসিতে আমারে
বিবাহ করিলে মোরে ?

তারা। —জানিনা ; তথাপি
দিব এ যৌবনরূপ করিয়া বিক্রয়।
তোমার চরণে, তাহা সম্পত্তি তোমার।

জয়। তাহাই হইবে।

তারা। তবে যাও।—যতদিন
এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ নাহি কর যুবরাজ !
আসিও না ততদিন সমক্ষে আমার।
আস যদি অনিষ্ট ঘটিবে। বুঝিয়াছ ?

জয়। বুঝিয়াছি।

তারা। যাও তবে। [প্রস্থান]

জয়। হায় তারা, যত
প্রত্যাখ্যান কর তুমি, তত লিপ্সা বাড়ে
নিরুদ্ধ স্রোতের মত। দেখিয়াছি আমি
শতাধিক নারী ; বশীভূত করিয়াছি
বাক্যে, অর্থবলে। কিন্তু এ হেন রমণী
দেখি নাই কভু।—সমধিক অগ্রসর
হইলে জ্বলিয়া উঠে বিদ্যুতের মত,
চকিতে নয়ন ; ওষ্ঠ বিকম্পিত হয়
ক্রোধে ; ভয়ে পিছাইয়া যাই। কিন্তু তা'র
প্রত্যেক বচন, ভঙ্গী, কটাক্ষ—লিপ্সার
ইন্ধন যোগায়।—একি আশ্চর্য্য রমণী !
আকর্ষণ করে সমধিক সেইক্ষণে,
যবে সমধিক দেয় দূরে খেদাইয়া।

[নিষ্ক্রান্ত]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—তমসার অন্তঃপুর। কাল—রাত্রি।

সারঙ্গ ও তমসা।

তমসা। বুঝেছ ?

সারঙ্গ। বুঝেছি।

তমসা। মালবের নবাব যোগ দেবেন স্বীকার হয়েছেন। তুমি মালবকে বল্‌বে যে, তিনি এসে যদি আমার স্বামীকে একবার বোঝান, তা'লে আরো ভাল হয়।

সারঙ্গ। কিন্তু সূর্য্যমলকে বোঝান এক প্রকার অসম্ভব। তাঁর দৃঢ় কর্ত্তব্যপরায়ণতা, প্রভুভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ—

তমসা। তাঁর চরিত্র তোমার চেয়ে আমি ভালো জানি। তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ, প্রভুভক্ত, স্নেহশীল বটে;—কিন্তু তিনি জলের মত তরল। কখন এদিকে গড়ান, কখন ওদিকে গড়ান।

সারঙ্গ। তবে তিনি সম্মত হ'লেও বিশ্বাস কি ?

তমসা। তা'র জন্য ভাবনা নাই। তিনি যদি একবার প্রতিজ্ঞা করেন, তবে তিনি প্রাণ দিয়েও সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্ব্বেন তা জানি। তবু প্রতিজ্ঞাপত্র দেহের রক্ত দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নিতে বলো। কি জানি, যেখানে সত্যপ্রিয়তার বিপক্ষে কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সেখানে সত্যভঙ্গ নিতান্ত অসম্ভব নহে।

সারঙ্গ। উত্তম!—কিন্তু জয়াশা নিতান্তই অল্প। তবে রাজা বৃদ্ধ, আর সৈন্য সূর্য্যমলের হস্তে, এই ভরসা। নহিলে—

তমসা। কোন ভয় নাই। কিন্তু এ সুযোগ অতীত হ'লে আর আসবে না।—বুঝেছো ?

সারঙ্গ। বুঝেছি।

তমসা। সব কথা মনে থাকবে ?

সারঙ্গ। তা থাকবে।

তমসা। আচ্ছা তবে যেতে পারো। জেনো সারঙ্গ, মনে রেখো, [সারঙ্গের স্কন্ধে হাত দিয়া সস্নেহে] তোমার জন্যই এত কর্চ্ছি।

সারঙ্গ। [অধোবদনে] আপনি আমার জন্য এত কর্চ্ছেন কেন?

তমসা। কর্চ্ছি কেন? তোমার জন্য কর্ব্ব না, সারঙ্গ!—ত আর কার জন্য কর্ব্ব?—সারঙ্গ! সারঙ্গ! জানিস্‌নে, তুই আমার কে?—না এখনো না। কাজ সিদ্ধ হ'লে বল্‌ব। তোকে মেবারের সিংহাসনে বসিয়ে তবে বল্‌ব।—সে কথা বড় প্রাণের, বড় গভীর, বড় গোপনীয়।—এখন যাও। [বেগে প্রস্থান]

সারঙ্গ। অদ্ভুত! ইনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষিণী—তা জানি। কিন্তু কেন? আর এতদূর! মাঝে মাঝে ঘোর সন্দেহ হয়।—এতদূর! [চিন্তিতভাবে প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—তারার শয়নকক্ষ। কাল—রাত্রি।

একাকী জয়মল।

জয়মল। আসিয়াছি নিশীথে প্রচ্ছন্ন ছদ্মবেশে
তারার শয়নাগারে। জানিনা তথাপি

তারার সম্মতি। একি অন্ধ দুঃসাহস!
তবে কি আশায় আসিয়াছি সঙ্গোপনে
তাহার নিভৃতকক্ষে, নাহি পূর্ণ করি,'
প্রতিজ্ঞা আমার? তোড়া করিব উদ্ধার
কিরূপে? কোথায় সৈন্য? অনুরুদ্ধ পিতা
লিখিলেন স্পষ্টাক্ষরে "অন্যে কি করিবে
যা'র কার্য্য সে যদি ঘুমায় নিরুদ্বেগে?"
তারারে দেখাইলাম সেই রূঢ় লিপি;—
"অত্যুত্তম! যাও তবে; আসিওনা আর!"
কহিল সগর্ব্বে তারা!—কি কহিবে তারা
আমারে দেখিবে যবে?—ফিরাইবে মুখ?
করিবে ভর্ৎসনা? দূরে খেদাইয়া দিবে?
তাহাই সম্ভব!—অতি দৃঢ় স্পষ্টভাষে
কহিয়াছে সে, যে ভালোবাসেনা আমায়।
—না না, ভালোবাসে তারা। কে জানে? কে বুঝে
নারীর হৃদয়? নিত্য বিরোধ তাহার
কার্য্যে ও বচনে; ভালোবাসেনা বলিলে
বুঝিতে হইবে ভালোবাসে। হায় নারী!
তোমার জীবন এক কি প্রকাণ্ড ছল!
কি মধুর মিথ্যাবাদ,।—বাহু প্রসারিয়া,
আহ্বান করিয়া, পরে দূরে সরে' যাও
মায়া মরীচিকা সম।—যা হবার হবে।

যখন হয়েছি অগ্রসর এতদূর,
যাইব না—না দেখিয়া শেষ! ভালোবাসে
নাহি বাসে, ছাড়িব না তার আশা। ছলে,
বলে কি কৌশলে, বশ করিব তাহারে।
—থাকি লুকায়িত এই দ্বার-অন্তরালে ;
ওই আসে তারা, কথা কহিতে কহিতে
তাহার দাসীর সঙ্গে।—এখন লুকাই।

[লুকায়িত]

[তারা ও পরিচারিকার প্রবেশ]

তারা। মাতার আদেশ! রামা! কহিও মাতায়ে,
বিবাহ করিবে তারা জয়মলে ; যদি
তাঁহার আদেশ ইহা। কহিও তথাপি,
ভালো নাহি বাসি জয়মলে। কহিয়াছি
স্পষ্টাক্ষরে তারে।

পরিচারিকা। ভালোবাসিতে শিখিবে।

তারা। কখন না। তার ক্ষুদ্র ভয়সঙ্কুচিত,
খল, নীচ চিত্ত,ভালোবাসিতে শিখিব ?
তার চেয়ে শীঘ্র ভালোবাসিতে শিখিব
পথের কুকুরে কিংবা বনের শৃগালে।

পরিচারিকা। রাজপুত্র তিনি—

তারা। তবু ঘৃণা করি তারে।

পরিচারিকা। তিনি ভাবী রাজা মেবারের—

তারা। মন্দগ্রহ

অতি মেবারের।—তবু ঘৃণা করি তারে—

পরিচারিকা। এই স্থির ?

তারা। এই স্থির। যাও জননীরে

কহিও একথা।—কর স্তিমিত প্রদীপ।

—উত্তম। এখন যাও।

[কথাবৎ কার্য্য করিয়া পরিচারিকার প্রস্থান]

তারা। [দ্বার রুদ্ধ করিয়া গবাক্ষের নিকট গিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া] গভীর রজনী!

ক্লান্তদেহ পরিশ্রান্ত। বহিছে বাতাস

প্রবল বৈশাখী। স্তব্ধ ধরণী। অদূরে

বনগ্রাম মগ্ন অন্ধকারে। নীলাকাশে

মেঘখণ্ড নাই ; শুদ্ধ জ্বলিছে প্রদীপ্ত

অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ যৌবন উত্তমে।

—ঘুমাই। [শয়ন] না। ঘুম নাহি আসে।—চিত্তে ভাবি

পিতার নিগ্রহ, নিত্য মাতার আক্ষেপ।

কেন মাতা তিরস্কার করেন পিতারে

বারংবার ?—বুঝেন না তিনি এ লাঞ্ছনা

বাজে কত পিতৃবক্ষে। চক্ষে ঘুম আসে। [নিদ্রিত]

জয়। ঘুমায়েছে তারা। এতক্ষণ সঙ্গোপনে

শুনিয়াছি আত্মনিন্দা। সত্য যদি তাহা,

তিক্ত তবু। প্রতিশোধ লইব ইহার!

দ্বাররুদ্ধ কি না দেখি। [দ্বার পরীক্ষা করিয়া]
দ্বাররুদ্ধ বটে। [নিকটে যাইয়া পর্য্যবেক্ষণ]
[দন্তঘর্ষণ সহ] এখন !—সুন্দরী বটে ! নিখুঁত সুন্দরী !
কিবা চক্ষু ! কি ভ্রূ ! আহা ! কেশগুচ্ছ কিবা
ন্যস্ত উপাধানে ! কিবা বর্ণ ! কিবা দেহ,—
আয়ত বলিষ্ঠ দৃঢ় অথচ কোমল।
এক হস্ত ন্যস্ত গণ্ডতলে, এক হস্ত
বিলম্বিত শূন্যে। কিবা স্ফূরিত অধর—
সরস রক্তিম, যেন মাগিছে চুম্বন,
নিষ্ফল লজ্জায় প'রে উঠেছে রাঙিয়া ;
উঠে নামে বক্ষঃস্থল--আলিঙ্গন মাগি'
যেন অগ্রসর, পরে যাইছে ফিরিয়া
দীর্ঘশ্বাসি' হতাশ্বাসে।

তারা। [চমকিয়া উঠিয়া] কে তুমি ?

জয়। [সচকিতে] প্রেয়সী
আমি জয়মল দাস শ্রীচরণে।

তারা। [দাঁড়াইয়া] তুমি !
এখানে ! নিশীথে !

জয়। প্রিয়ে !—

তারা। [দৃঢ়স্বরে] বুঝিয়াছি ! যাও।

জয়। যাইব না হইয়া নিষ্ফলমনোরথ
—তারা ! [অগ্রসর হইলেন]

তারা। নীচ! ভীরু! কাপুরুষ!—লজ্জা নাই?
পশিয়াছ কুমারীর শয়ন-মন্দিরে,
নিশীথে চোরের মত? শ্লীলতাও নাই?

জয়। হারায়েছি জ্ঞান তারা! [পদতলে পতিত]

তারা। [উঠিয়া দাঁড়াইয়া] হারাইবে প্রাণ,
যদি দীর্ঘ কর তব ঘৃণ্য উপস্থিতি।

জয়। [উঠিয়া] কি করিবে তারা? রুদ্ধ করিয়াছি দ্বার।

তারা। রুদ্ধ করিয়াছ দ্বার? ভাবিয়াছ তাই
নিরাপদ তুমি? বটে! অতি স্পর্দ্ধী তুমি।
একা তারা—যুবরাজ!—শত জয়মলে
চরণে দলিতে পারে পিপীলিকা সম।
—মূঢ়! যাও চলি,' যদি প্রাণে মায়া থাকে।

জয়। পূর্ণকাম হ'য়ে যাব। [কোমল স্বরে] এবার রূপসা
ফাঁকি দিতে পারিবে না আমারে। [হস্তধারণ]

তারা। [হাত ছাড়াইয়া শয্যার নিম্ন হইতে তরবারি লইয়া] অধম!
এতদূর স্পর্দ্ধা! স্পর্শ কর!—এতদূর
সাহস?—ক্ষত্রিয় তুমি? বাপ্পার সন্ততি।
বলিতেছি দূর হও, নতুবা মরিবে।

জয়। [ত্রস্তভাবে পলায়নোন্মুখ হইয়া]
শান্ত হও নারী! তব কৃপাণের চেয়ে
ভয়ঙ্কর তব ওই স্ফুলিঙ্গ নয়নে।

শান্ত হও। এ মুহূর্ত্তে যাইতেছি আমি।

[দ্বারমুক্ত করিলেন]

[আলোক ও পিস্তলহস্তে শূরতানের প্রবেশ]

শূর। এ ঘোর নিশীথে, কে ও আমার কন্যার
শয়ন-মন্দিরে ?

তারা। মেবারের রাজপুত্র
জয়মল।

জয়। পথ ছাড় যাইতেছি চলি'।

শূর। যাইবে ? কন্যার কক্ষ কলুষিত করি'
কোথায় যাইবে ? আমি দরিদ্র পতিত,
সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর পদাহত ; তবু আমি
রাজা, তারা রাজকন্যা ; তারে সাধ্য কা'র
করে অপমান ?—হোক্ মেবারের রাজপুত্র—
তারে কলঙ্কিত করি' যাইবে না ফিরে
সজীব স্বগৃহে।

জয়। [কম্পিতস্বরে] ক্ষমা কর।

শূর। শিখি নাই
ক্ষমা।

তারা। ছেড়ে দাও পিতা পলায়নোন্মুখ
ভয়ার্ত্ত নিরস্ত্রজনে। ক্ষাত্র প্রথা নহে
ইহা।

শূর। ঘৃণ্য চোরসম যে প্রবেশ করে

পৌরগৃহে রাত্রিকালে, সে ক্ষত্রিয় নহে।
তার সঙ্গে পালনীয় নহে ক্ষাত্রপ্রথা।
সে তস্কর মাত্র। তস্করের দণ্ড দিব।
—জয়মল! দাঁড়াও সম্মুখে।

জয়। [জানু পাতিয়া] ক্ষমা কর।
আর আসিব না।

শূর। চৌর! দাঁড়াও সম্মুখে।

[গুলি করিলেন]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—রাণার কক্ষ। কাল—প্রভাত।

রাণা ও সূর্য্যমল।

রায়মল। মরিয়াছে জয়মল। ভ্রাতা পূর্ব্বে আমি
শুনিয়াছি সেই বার্ত্তা।

সূর্য্য। কহ নাই কভু
সে কথা আমারে ?

রায়। কহি নাই কি কহিব ?
কহিবার নহে সেই কলঙ্ক কাহিনী।
শুনিলাম যবে তাহা—অমনি, লজ্জায়
রক্তিম, আকাশ যেন ভাঙিয়া পড়িল ;
মেবারের রাজবংশে অমনি কে যেন
কালিমা ঢালিয়া দিল।—এত কাপুরুষ
বাপ্পার সন্ততি ! রায়মলের কুমার ! ! !
—এত নীচ ! ! ! অহো ধিক্—[মুখ ঢাকিলেন]

সূর্য্য। হায় জয়মল !

রায়। কহিও না "হায় জয়মল" ! লভিয়াছে
যোগ্য শাস্তি সে অধম।

সূর্য্য। 　　　　　　কেন মহারাজ ?

রায়। 　যে দুরাত্মা কলঙ্কিত করিবারে চাহে
কুমারীর শুভ্রশয্যা ; হেঁট করে নিজ
বংশের গৌরব ; করে লাঞ্ছনা নির্ভয়ে
দুর্ভাগ্য পতিতজনে ; যোগ্য দণ্ড তা'র
মৃত্যু। তা' দিয়াছে শূরতান।—দুঃখ এই
দিতে নাহি পারিলাম মৃত্যুদণ্ড তা'র
স্বহস্তে আমার।

সূর্য্য। 　　　　　　নাহি লবে প্রতিশোধ ?

রায়। 　প্রতিশোধ ? সূর্য্য ভালো মনে করিয়াছ।
লব প্রতিশোধ! লব এই প্রতিশোধ,—
আমার রাজস্বখণ্ড দিব প্রতাড়িত
লাঞ্ছিত সে শূরতানে ;—এই প্রতিকার
সন্তানের দুষ্কৃতির, সাধ্য যতদূর
পিতার—করিব আমি।—যাও সূর্য্যমল!
মন্ত্রীরে পাঠাও রাজমন্ত্রণা ভবনে,
এক্ষণে। 　　　　　　[প্রস্থান]

সূর্য্য। 　　　　　　মহৎ অতি চরিত্র তোমার।
কিন্তু—কিন্তু—এতদূর—ভাবি নাই কভু।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:*:—

স্থান—আরাবলীর সানুদেশ। কাল—প্রাহ্ন।

একাকী সঙ্গ।

সঙ্গ। কোথায় মেবার রাজ্য—কোথায় সুদূরে
এই ক্ষুদ্র গ্রাম আরাবলীপদতলে।
দূরে নদী বহে; ঊর্দ্ধে চাহে ঘননীল
উদার আকাশ; নিম্নে শ্যামল ধরণী;—
চরে তাহে মেষপাল, দেখিতেছি তাহা—
আলেখ্যে চিত্রিত, যেন গিরিশৃঙ্গ হতে।
আমি মেষপালক এক্ষণে। মন্দ নহে;—
রাজপুত্র সঙ্গ আজি গোমেষ-রক্ষক
এ দরিদ্র কৃষকের। কে বলিবে আমি
রাজপুত্র?—যেই সাজে সাজিয়াছি আজি,
আপনারে আপনিই চিনিতে না পারি।
—নিয়তির চক্র!—মন্দ নহে এ জীবন।
তবে বড় শীত লাগে শীতে; গ্রীষ্মকালে
প্রখর রৌদ্রের তাপ সহ্য নাহি হয়।
কালে সহ্য হইবে।—আশ্চর্য্য! মনুষ্যের
জীবন ধারণ জন্য এতই সামান্য
প্রয়োজন!—খানি দুই দগ্ধ রুটি খাই।

—তাহাতেই দিন চলে' যায়।—কি ভীষণ
ওই গিরিগুহা। কি সুন্দর নির্ঝরিণী—
এই ভয়াবহস্থানে ;—দৈত্যের সহিত
বিবাহিত যেন কোন কৃশাঙ্গী অপ্সরা।

বনদেবীগণের গীত।

একি শ্যামল সুষমা, মধুময় বিশ্ব শিশির ঋতু অন্তে ;
নবঘনপল্লবকোকিলমুখরনিকুঞ্জসুমধুরবসন্তে।
সুন্দর ধরণী সুন্দর নীল সুনির্ম্মল অম্বর ভাতি,
অরুণকিরণঅনুরঞ্জিত তরুণ জবাবনমালতিজাতি।
একি স্নিগ্ধ সুললিত বহে তনু শিহরি' পবন মৃদুমন্দ ;
একি স্বপ্নবিজড়িতপদে পড়ি' মূর্চ্ছিত কুসুমসুগন্ধ ,
কার মুখচ্ছবি অরুণ কিরণ সহ হৃদয়ে উঠিছে ধীরে ;
কার নয়নদুটি অঙ্কিত করিছে চম্পক সরসী নীরে।
আনে কার স্পর্শসুখস্মৃতি মলয়জ করি' অনুকম্পা ;
কার হাস্যটুকু করি' পরিলুণ্ঠন গর্ব্বিত বিকশিত চম্পা ;
কার প্রেমমধুর মৃদু অস্ফুট বাণী জাগে প্রাণে—
চপলপবনবিকম্পিতকিশলয়পল্লবমর্ম্মরতানে।

সঙ্গ। সেই মুখখানি মনে আসে ; অবিরত
তার মধুমাখা বাণী—কর্ণে বাজে! চাহি
ভুলিতে তাহারে কই ভুলিতে পারিনা।
তারা!—না, ভুলিব তারে, নিশ্চয় ভুলিব।
এতটুকু বল নাই? ইচ্ছা শক্তি নাই
তবে কেন পশু হ'য়ে জন্মি নাই? তবে,

কোন্ স্বত্বে ধরিয়াছি মনুষ্য শরীর ?
ভুলিব তাহারে ; আমি ভুলিব নিশ্চয়।

[কৃষকের প্রবেশ]

কৃষক। তোর দিয়ে মোর কাম চল্‌বে না।

সঙ্গ। কেন ?

কৃষক। তু ভেড়া চরাবি কি ? দুপুর রদ্দুরে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ভাবিস্।—না ?

সঙ্গ। [ছল ছল নেত্রে] হাঁ ভাবি।

কৃষক। আবার তু শুন্তে পাই যে রাতে লুকিয়ে বহি পড়িস্।

সঙ্গ। হাঁ পড়ি।

কৃষক। তা হলে কাম চল্‌বে কি করে' ? তার উপরে তু বসে' বসে' কেবল তুই রুটি খাস্। না ?

সঙ্গ। [অন্যমনস্কভাবে] হাঁ রুটি খাই।

কৃষক। আবার এমন লম্বা লম্ব' কথা কহিস্ যে মুই সমজ্বাতে পারি না। তোরে বক্‌লে এমনি হাঁ করে' চেয়ে থাকিস্ যে তোবে বক্‌তে দুক্ক হয়। না তোরে আমি আর রাখ্‌ব না। তু মাহিনা নিয়ে বিদেয় হ।

সঙ্গ। যে আজ্ঞা। [কুর্নিস করিয়া প্রস্থান]

কৃষক। বাঃ! এ ত বেশ মজার নোক দেখ্‌ছি। নকরি ছাড়িয়ে দিলাম,—ত সটাং বল্লে ,"যে আজ্ঞে" ! বেটা যেন রাজপুত্তুর—দেখি লোকটাকে বুঝিয়ে দেখি, যদি থাকে। লোকটা ভালো!

[কৃষকরমণীর প্রবেশ।]

কৃষকরমণী। তুমি অমনি ধাঁ করে' নোকটাকে ছাড়িয়া দেলে!

কৃষক। হাঁ দেলাম! তাই হয়েছে কি!

কৃষকরমণী। এখন আবার নোক দেখ!

কৃষক। তা ত্থাখ্‌বো! তাই কি!

কৃষকরমণী। কি আবার!—এমন নোক কোথা থেকে পাও দেখি।

কৃষক। কেমন নোক।

কৃষকরমণী। এই এমন খাসা নোক!

কৃষক। তা খাসা নোক পৃথিবীতে বুঝি ঐ একটাই জম্মেছেল?

কৃষকরমণী। আহা এমন শিষ্ট শান্ত—মুখে রা টি নেই। আর মুখখানিই বা কি! যেন ছাঁচে ঢালা! মরি মরি কি পটল চেরা চোখ! যেন সর্ব্বদাই ছলছল কচ্ছে গা।

কৃষক। ওরে আবাগীর বেটী! তোর ওর সঙ্গে আসনাই ছেল বোধ হচ্ছে। আমি ভাবছেলাম বটে যে নোক টাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাখি। কিন্তু এখন—ওকে শুধু ছাড়িয়ে দেবো? ওকে কুরুল মেরে বিদেয় করে' দেবো। দাঁড়া, আমি এক্ষণি ওর ভূত ঝাড়িয়ে দিচ্ছি।

[সবেগে প্রস্থান]

কৃষকরমণী। ওমা মোর কি হবে গো! ওগো এমন রাগ ত কখন ত্থাখিনি গো! ওগো, বাছা বড় ভালো মানুষ, ওকে মেরোনা গো ওকে মেরোনা। ভালোয় ভালোয় বিদেয় করে' দাও। [পশ্চাদ্ধাবন]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—মীনরাজ্য। কাল—প্রভাত।

পৃথ্বী ও বণিক।

পৃথ্বী। স্থাপিয়াছি নবরাজ্য স্বীয় বাহুবলে।
দেখায়াছি পিতারে এ দেহে, এ শোণিতে,
বংশের মর্য্যাদা ভিন্ন আরো কিছু আছে।
বর্ব্বর মীনের রাজ্য এই বাহুবলে
করিয়াছি করায়ত্ত। ভ্রমে রাজপুত
নাড়োলে নির্ভয়ে আজি।

বণিক। সত্য প্রিয়বর।

পৃথ্বী। পঞ্চ অশ্বারোহী সহ আসিয়াছিলাম
এ রাজ্যে, এখন পঞ্চ সহস্র সেনানী
আমার প্রভুত্ব মানে।

বণিক। [স্বগত] হায় এ বীরত্ব
যদ্যপি হইত নম্র!—এ জগতে হায়
নাহি হয় কেহ বাস্তবিক একাধারে
সর্ব্ব গুণান্বিত।

[দৌবারিকদ্বয়ের প্রবেশ]

পৃথ্বী। কি সংবাদ দৌবারিক?

দৌবারিক। মহারাজ

আসিয়াছে এক বার্ত্তাবহ এইক্ষণে
মেবারের রাজ্য হতে প্রভুর সমীপে।

পৃথ্বী। মেবারের রাজ্য হতে? নিয়ে এস তারে।

[দৌবারিকের প্রস্থান]

পৃথ্বী। মেবারের রাজ্য হ'তে? কি কহ বণিক?
কি বার্ত্তা লইয়া আসিয়াছে বার্ত্তাবহ?

বণিক। বুঝিতে না পারি।

[পত্রবাহের প্রবেশ ও অভিবাদন]

পৃথ্বী। তুমি আসিয়াছ দূত!
মেবারের রাজ্য হ'তে?

দূত। আমি আসিয়াছি
মহারাজ! মেবারের রাজ্য হ'তে।

পৃথ্বী। শুনি,
এনেছ কি বার্ত্তা?—পিতা আছেন কুশলে?

দূত। কহিবে এ পত্র তাহা।

পৃথ্বী। দাও পত্র খানি।
[পত্র গ্রহণ ও পাঠ] আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

বণিক। [সকৌতূহলে] কি সংবাদ? প্রিয়বর!
জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

পৃথ্বী। বন্ধুবর! পিতা
লিখিয়াছেন এ পত্র, আহ্বান করিয়া
আমারে মেবার রাজ্যে।

বণিক। সহসা!—কারণ ?

পৃথ্বী। কারণ ? কারণ মৃত ভ্রাতা জয়মল।

বণিক। জয়মল মৃত ? হেন সহসা ? কিরূপে ?—

পৃথ্বী। [বণিককে] পড় এই পত্রখানি [পত্র প্রদান]
[দূতকে] যাও দূত! কর
বিশ্রাম বিরামগৃহে; অপরাহ্নে এই
পত্রের উত্তর দিব।

দূত। যথা আজ্ঞা প্রভু।
[সাভিবাদন প্রস্থান]

বণিক। অত্যাশ্চর্য্য বার্ত্তা!—তবে তুমি এইক্ষণে
মেবারের যুবরাজ ?

পৃথ্বী। আমি যুবরাজ।
তথাপি না চাহি, বন্ধু, সে সম্পদ আমি!
গড়িয়াছি নিজ রাজ্য স্বীয় বাহুবলে।

বণিক। যাইবেনা চিতোরে ফিরিয়া ?

পৃথ্বী। কদাপি না!

বণিক। অতীব বিস্ময়কর এ প্রেম কাহিনী!
শূরতান কন্যার এ প্রতিজ্ঞা অদ্ভুত—
"বিবাহ করিবে তারে সে বীররমণী
যেই উদ্ধারিবে তা'র প্রিয় মাতৃভূমি।"
—হেন পণ, বন্ধুবর!—শুনিনাই কভু,
কলিকালে করিয়াছে কোন স্বয়ম্বরা।

পৃথ্বী। কিরূপ সে নারী জানো বন্ধু ?

বণিক। অনুপমা।

পৃথ্বী। তাহার কি নাম ?

বণিক। "তারা।" তারার মতই

অন্য নারী হ'তে উর্দ্ধে স্থিতা, জ্যোতির্ম্ময়ী।

পৃথ্বী। উত্তম ! আমিই তবে করিব ভ্রাতার
নিষ্ফল প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ! আমি উদ্ধারিব
তোড়া।

বণিক। বুঝিয়াছি। তাহা যদি কর সখে,
লভিবে অতুল কীর্ত্তি বিশ্বে ; তদুপরি
লভিবে রমণী এক—অতুল জগতে।

[ভৃত্যের প্রবেশ]

ভৃত্য। আগত মধ্যাহ্ন প্রভু।

পৃথ্বী। সত্য নাকি ! চল।
—[ফিরিয়া] আসিও পরশ্ব বন্ধু।

বণিক। উত্তম ,আসিব।

[উভয়ের বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—সিরোহী রাজার বিলাস গৃহ। কাল—রাত্রি।

পারিষদবর্গ ও নর্ত্তকীগণ।

১ পারিষদ। রাজা কোথায় হে? এখনো যে সে বেটাব দেখা নেই।

২ পারিষদ। [মদিরাজড়িত স্বরে] সে বেটা কোন্ খানায় পড়ে' আছে আর কি!

৩ পারিষদ। বেটা কখন্ যে কোথায় থাকে তার কি ঠিক আছে!

৪ পারিষদ। কোথায় যে থাকে না তা কিন্তু খুব ঠিক আছে।

১ পারিষদ। কোথায় হে?

৪ পারিষদ। নিজের অন্তঃপুরে। মাসের মধ্যে তিনি গড়ে এক দিনও সে দিকে যান।

৩ পারিষদ। আহা রাণী বেচারীর কি কষ্ট!—চিতোরের রাণার মেয়ে!

৪ পারিষদ। আহা বড় ভাল মেয়ে! দেখ্‌লে ত সে দিন।

১ পারিষদ। আহা!

২ পারিষদ। তোমাদের যে তার জন্যে শোক-সাগর উথলে উঠলো! [নর্ত্তকীদিগকে] গাও গাও—তোমরা গাও— আমোদের সময় আমোদ কর।

নর্ত্তকীগণের গীত।

ভিতরে হাসিছে মুখরা যামিনী দীপমালা সুখে গলায় পরিয়া ;
বাহিরে শিশিরঅশ্রুনয়না বিষাদিনী নিশা কাঁদে গুমরিয়া।

—ভিতরে আলোকশিখা চারিদিকে, ঠিকরিয়া পড়ে মুকুরে, স্ফটিকে ;
—বাহিরে পড়িয়া অসীম আঁধার—বনপ্রান্তর ঘন আবরিয়া।
উছলে কক্ষে সঙ্গীতরব নৃত্যলহরী, রহিয়া রহিয়া ;
—সুদূর সলায় নিঠুর শীতের কঠোর বাতাস যাইছে বহিয়া ;
তোরণস্তম্ভশিরে দোলে যবে গোলাপমালিকা কুলটাগরবে ;
—বিজন বিপিনে নিভৃত নীরবে তিমিরে শেফালি পড়িছে ঝরিয়া।

১ পারিষদ। বাঃ বাঃ এ গানটা আমাদের রাজারাণীর অবস্থার অতি সুন্দর টীকা।

২ পারিষদ। —একেবারে মল্লিনাথ !

৩ পারিষদ। কি ! কি বল্লে হে ? "তিমিরে শেফালি পড়িছে ঝরিয়া"—না ?

৪ পারিষদ। বাঃ অতি সুন্দর ! অতি সুন্দর !

২ পারিষদ। আরে রেখে দাও—এ রকম যায়গায় তোমার ও বেদব্যাস ভালো লাগে না !—একটা ভালো গান গাও।

১ পারিষদ। এ গানটা বুঝলিনে ? বেটা কুলাঙ্গার ?

২ পারিষদ। আর তুই বাপের ভাবি সুপুত্র ! একেবারে কুল আলো করে' বসে' আছিস্ বেটা।

৩ পারিষদ। আরে চটো কেন ?

২ পারিষদ। দেখ দেখি ! মিশ্‌ছেন ত এই দলে, মোসাহেবী কচ্ছেন ত এক অপগণ্ড রাজার—আবার ছড়াচ্ছেন ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়। আমরা উচ্ছন্ন গিইছি স্বীকার করি। এঁরা সব উচ্ছন্নও যাবেন আবার দেখাবেন যেন এঁরা

এই সেদিন হোল ঋষ্যশৃঙ্গমুনির টোল থেকে বেরিয়েছেন।—ঝেঁটা মারো।

১ পারিষদ। ঘাট হয়েছে বাবা। বেনাবনে আর মুক্তা ছড়াচ্ছিনে!

১ পারিষদ। ওহে রাজা আস্‌ছে,—রাজা আস্‌ছে।

[প্রভুরাওর প্রবেশ ও সকলের অভিবাদন]

প্রভু। [নর্ত্তকীদের প্রতি অঙ্গুলি নিক্ষেপ করিয়া] এরা এখানে কেন? বেরো বেটীরা। বেরো!

পারিষদবর্গ। বেরো বেরো। [নর্ত্তকীদিগের প্রস্থান]

প্রভু। [ক্ষণেক পাদচারণ পরে] শোন তোমরা সব শোন।

পারিষদবর্গ। শোন শোন।

প্রভু। পৃথ্বীরাও করেছে কি? তার গুণ গান করে' আমার রাজ্যে সকলে যে একটা হাট বসাবার যোগাড় করেছে, সে পৃথ্বীরাও করেছে কি?

পারিষদবর্গ। —তা বৈ কি! করেছে কি মহারাজ?

প্রভু। তবে বল্‌বো? বল্‌বো? বল্‌বো?

পারিষদবর্গ। হাঁ বলুন বলুন বলুন।

প্রভু। নাঃ বল্‌বো না।

পারিষদবর্গ। না আর বলে' কাজ নেই, আমরা বুঝ্‌তে পেরেছি।

প্রভু। বুঝ্‌তে পেরেছ কি রকম? কি বুঝেছ বল দেখি।

পারিষদবর্গ। [পরস্পরকে] হাঁ বলত কি বুঝেছ বলত।

প্রভু। কিছুই বুঝ্‌তে পারো নি।

পারিষদবর্গ। আজ্ঞে মহারাজ, ভেবে চিন্তে দেখলাম যে কেউ কিচ্ছুই বুঝ্‌তে পারিনি।

প্রভু। তা পারোনি তা আমি আগেই জেনেছি। তবে শোন বলি।

পারিষদবর্গ। শোন শোন, মহারাজ বল্‌ছেন।

প্রভু। শোন সে পৃথ্বীরাও—যে আমার শ্যালক—তার বড়ভাগ্যি যে সে আমার শ্যালক—

২ পারিষদ। বেজায় ভাগ্যি। মহারাজের শ্যালক হওয়া অনেকের ভগিনীপতি হওয়ার ধাক্কা।

প্রভু। সে গোটাকতক নেড়েকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছে। [প্রথম পারিষদকে]—কি বলহে।

১ পারিষদ। তা বৈ কি তবে। তবে—

প্রভু। চোপরহো।

পারিষদবর্গ। এই চোপরহো।

প্রভু। সে আর শক্ত কি! গোটাকতক নেড়েকে হারিয়েছে। শক্ত কি?

পারিষদবর্গ। তা বৈকি!—শক্তটা কি!

প্রভু। সে নেড়ে গুলোর সঙ্গে যুদ্ধ করা শক্তটা কি? হ্যাঁ, যদি প্রভুরাওকে হারাত তবে বুঝ্‌তাম।

পারিষদবর্গ। হাঁ তা'লে বুঝ্‌তাম বটে।

প্রভু। হাঁ আসুক দেখি আমার সঙ্গে।—আমি একবার একটা যুদ্ধ করেছিলাম জানো?

৩ পারিষদ। আজ্ঞে না। মহারাজ যে কখন যুদ্ধ করেছিলেন তা ত শুনি নি।—কবে?

প্রভু। এই চোপরহো—

পারিষদবর্গ। এই চোপরহো—এই চোপরহো না।

প্রভু। কবে ?—সে খোঁজে দরকার কি ? যুদ্ধ করিছিলাম। সে কথা সকলেই জানে। [৪ পারিষদকে] কি বল —তুমি শোন নি ?

৪ পারিষদ। তা মহারাজ যখন আজ্ঞে করেছেন, তবে অবশ্যই শুনিছি। তবে কিনা ঠিক মনে হচ্ছে না।

প্রভু। [চোপ্‌রহো]

পারিষদবর্গ। [সতেজে] চোপ্‌রও।

প্রভু। যুদ্ধ করিনি বটে। কিন্তু ইচ্ছে কল্লে কি আর পার্ত্তেম না ?

পারিষদবর্গ। ইঃ তা কি পার্ত্তেন না ?

প্রভু। মনে কল্লে—বীর হওয়া কি ? লেখক, বক্তা, গাইয়ে, যা খুসী তাই হতে পার্ত্তাম। তবে কি না—তবে, কি না —গোড়ার বাঁধুনিটা একটু আলগা হয়েগিয়েছিল, এই যা !

পারিষদবর্গ। হাঁ এই যা।

গীত।

রাজা। দেখ হোতে পার্ত্তাম্ নিশ্চয় আমি মস্ত একটা বীর—
কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন মাথা রয়না স্থির ;
আর ঐ বারুদটার গন্ধ কেমন করি না পছন্দ ;
আর সঙ্গীন খাড়া দেখ্‌লেই মনে লাগে একটা ধন্দ ;
খোলা তরোয়াল দেখ্‌লেই ঠেকে যেন শিরোহীন এ স্কন্ধ ;
তাই বাক্যে বীরই হোয়ে রৈলাম আমি চটে, মটেইত—
তা নইলে খুব এক বড়—

পারিষদবর্গ। "হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।"

রাজা। দেখ হোতে পার্ত্তাম্ আমি একটা প্রত্নতত্ত্ববিৎ—
কিন্তু "গবেষণা" শুন্‌লেই হয় আতঙ্ক উপস্থিত ;
আর দেশটাও বেজায় গরম, আর বিছানাও বেশ নরম,
আর তাও বলি প্রেয়সীর সে হাসিটুকু চরম।
আর তাঁকে চর্চ্চা কল্লেও একটু কাজও দেখে বরং।
তাই স্ত্রীতত্ত্ববিৎ হোয়ে রৈলাম আমি চটে মটেইত,—
তা নইলে বেশ এক ভাল—

পারিষদবর্গ। "হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।"

রাজা। দেখ হোতে পার্ত্তাম নিশ্চয় একজন উঁচুদরের কবি—
কিন্তু লিখ্‌তে বস্‌লেই অক্ষরগুলো গড়মিল হয় যে সবই ;
আর ভাষাটাও তা ছাড়া মোটেই বেঁকে না রয় খাড়া ;
আর ভাবের মাথায় লাঠি মাল্লেও দেয়নাক সে সাড়া ;
ছাই হাজারই পা দুলোই, গোঁফে হাজারই দেই চাড়া ;
তাই নীরব কবি হোয়ে রৈলাম আমি চটে মটেইত,—
তা নইলে খুব এক উঁচু—

পারিষদবর্গ। "হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।"

রাজা। দেখ হোতে পার্ত্তাম্ রাজনৈতিক বক্তাও অন্ততঃ—
কিন্তু কিন্তু দাঁড়ালেই হয় স্মরণশক্তি অবাধ্য স্ত্রীর মত ;
আর মুখস্থ সব বুলিএ এমন বেজায় যায় সব ঘুলিয়ে ;
আর সুযোগ পেয়ে রুখে দাঁড়ায় বিদ্রোহী ভাব গুলি হে ;
তা হাজার কাশি, আদর করি দাড়িতে হাত বুলিয়ে ;
তাই রইলাম বৈঠকখানাবক্তা আমি চটে' মটেইত ;—
তা নইলে খুব এক ভারি—

পারিষদবর্গ। "হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।"

রাজা। দেখ ক্ষমতাটা ছিল নাক' সামান্য বিশেষ ;
কেবল প্রথম একটা ধাক্কা পেলেই চোলে যেতাম বেশ ;
হতাম পেলে সুযোগ ও বুঝি একটা যেও সেও ;
ওই কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে একটা হতাম নিঃসন্দেহ ;
কিন্তু প্রথম সে ধাকাটা আমায় দিলে নাক' কেহ ;
তাই যা ছিলাম তাই রয়ে গেলাম আমি চটে' মটেইত ;—
তা নইলে—বুঝ্‌লে কি না,—

পারিষদবর্গ। "হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।"

[চন্দ্ররাওর প্রবেশ]

১ পারিষদ। একি চন্দররাও যে ভোরের সময় উদয় ?

চন্দ্র। মহারাজ ! এক ভারি জবর খবর এনেছি।

২ পারিষদ। কেলেঙ্কারি ত ?

চন্দ্র। ভারি কেলেঙ্কারি ! শূরতানের একটা মেয়ে আছে, তারে জানেন ত ?—মহারাজ খবরটা শুন্‌ছেন ?

প্রভু। হাঁ শুন্‌ছি।—হাঁ হাঁ তার পর !

চন্দ্র। তার শোবার ঘরে রাণার ছোট ছেলে জয়মলের মৃতদেহ পাওয়া যায়—

৩ পারিষদ। পুরোনো খবর।

চন্দ্র। আরো আছে। শোন না।

পারিষদবর্গ। শোন শোন।

চন্দ্র। এই রাষ্ট্র, যে শূরতানই তাকে মেয়ের ঘরে দেখ্‌তে পেয়ে গুলি করে—

৪ পারিষদ। বেজায় পুরোনো!

চন্দ্র। আরে শোন না। রাণা না সেই কথা শুনে—মহারাজের শ্বশুর—তাই শুনে—

প্রভু। —শূরতানকে ধরে' আস্তে সৈন্য পাঠিয়েছে ত। এই ত! —তার আর আশ্চর্য্যটা কি?

চন্দ্র। আজ্ঞে তা নয়।—রাণা না তাই শুনে,—রাণা না তাই শুনে,—রাণা না তাই শুনে—

প্রভু। পিলে ফেটে মারা গিয়েছে। এইত! তা ত যেতেই পারে।

চন্দ্র। আজ্ঞে মহারাজ তাও নয়। রাণা না তাই শুনে,—রাণা না তাই শুনে,—রাণা না তাই শুনে—শূরতানকে পঁচিশটা পর্গনা দিয়েছে।

পারিষদবর্গ। গুলিখুরি!

প্রভু। হাঁ!—তা কখন হ'তে পারে?

চন্দ্র। আসুন! মহারাজ! মুকোবালা করে' দেবো। মেবার থেকে মহারাজের কাছে এক দূত এসেছে, সেই বল্লে।

প্রভু। মেবার থেকে দূত? কিসের জন্য?

চন্দ্র। মহারাণীকে না কি নিতে।

প্রভু। মহারাণীকে নিতে!

চন্দ্র। দূত বল্লে চিতোরে জনরব যে মহারাণী এখানে না কি বড় অসুখে আছেন। মহারাজ তাঁর ওপর না কি ভারি অত্যাচার কচ্ছেন।

প্রভু। বটে! তাতে রাণীর বাপের কি! আমার রাণীর উপর আমি অত্যাচার করি, না করি, আমার খুসী! তার কি? আমি ত তার মাইনে করা চাকর নই, যে হুকুম তামিল কর্ত্তে হবে! চলত সে দূতটাকে মেরে বিদায় করে' দিই।—এসত সব, এসত।—

পারিষদবর্গ। সর সর! মহারাজ যাচ্ছেন।

[নিষ্ক্রান্ত]

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—বিদোর; নদীর তীরে বৃক্ষতল। কাল—অপরাহ্ণ।

একাকিনী তারা।

তারা। হোলনা এখনো সিদ্ধ সাধনা আমার।
কত বর্ষ এল গেল। পরপদানত
অদ্যাপি সে মাতৃভূমি! সে পূর্ণ চন্দ্রমা
হইলনা রাহুমুক্ত।

[পরিচারিকার প্রবেশ]

পরিচারিকা। রাজপুত্রি! ত্বরা
আসিছেন মহারাজ, সঙ্গে রাজপুত্র
মেবারের।

তারা। রাজপুত্র মেবারের? সেকি!
কোন্ রাজপুত্র তিনি!

পারিচারিকা। মধ্যম!

তারা। কি নাম?
পৃথ্বীরাও?

পরিচারিকা। হবে রাজপুত্রি!—অতদূর
পরিচয় হয় নাই তাঁহার সহিত
এখনো আমার।

তারা। তুমি হাসিতেছ কেন?

পরিচারিকা। "কেন" তা শুনিবে যুবরাজের নিকট। [প্রস্থান]

তারা। কি রূপ! অপূর্ব্ব আচরণে কিঙ্করীর!!!
—শুনেছি পৃথ্বীর নাম; কেবা শুনে নাই?
মহিমামেখলা তাঁর পৃথ্বীর ভূষণ;
কিন্তু তিনি এ আলয়ে আজি যে সহসা?
—স্পন্দিত সহসা কেন বামবাহু আজি?
পরিচয় হয় নাই তাঁহার সহিত।
জানিনা কিরূপ তিনি—দীর্ঘ কিম্বা খর্ব্ব,
গৌরাঙ্গ অথবা শ্যাম; কৃশ কিম্বা স্থূল;—

[শূরতান ও পৃথ্বীর প্রবেশ]

শূর। তারা! ইনি পৃথ্বীরাও। শুনিয়াছ নাম?

তারা। শুনিয়াছি নাম।
—মেবারের যুবরাজ!

শূর। ইনিই আমার কন্যা তারা!—পৃথ্বীরাও!
এই দীন দরিদ্রের মাথার মুকুট
আমার এ কন্যা তারা।—কন্যা! শুনিয়াছ
পৃথ্বীরাও উদ্ধারিয়া তোড়া বাহুবলে
পাঠানের হস্ত হতে, আগত আপনি
লইয়া সে বার্ত্তা?

তারা। তাহা শুনি নাই পিতা।

শূর। মনে আছে তারা সেই প্রতিজ্ঞা তোমার?

তারা। [সলজ্জ] মনে আছে পিতা।

শূর। —মেবারের যুবরাজ!
স্বীকৃত যদ্যপি তুমি, আশীর্ব্বাদ করি
বরিয়া জামাতৃরূপে।

পৃথ্বী। সম্পূর্ণ স্বীকৃত,
স্বীকৃত যদ্যপি তারা।

শূর। সে ভার আমার!
[হস্তে হস্ত যোগ করিয়া]
দিলাম তারারে পৃথ্বী।—সাক্ষী নারায়ণ!—
সুখী হও তুমি বৎস! বৎসে সুখী হও। [বজ্রধ্বনি]

পৃথ্বী। একি বজ্রধ্বনি কেন নির্ম্মল আকাশে!

শূর। বিবাহ উৎসব দিন পুরোহিতে ডাকি'
করিব এখনি স্থির।—চল বৎস, তবে,

একক্ষণে, বাহির কক্ষে। [উৰ্দ্ধদিকে চাহিয়া]—উঠিল ঝটিকা।

[পৃথ্বী ও শূরতানের প্রস্থান]

তারা। ইনি পৃথ্বী !!! ভগবান্ মনে শক্তি দাও,
করিতে প্রতিজ্ঞা রক্ষা !—আমি স্বয়ম্বরা,
ক্ষত্রিয় রমণী, নাহি ভঙ্গ হবে কভু,
ক্ষত্রিয়ের পণ।

[পরিচারিকার প্রবেশ]

পরিচারিকা। কেন হাসিতেছিলাম
বুঝিয়াছ রাজকন্যা এতক্ষণে ?—বর
ধরিয়াছে মনে ?—একি কেন অধোমুখ ?
একি কাঁদিতেছ কেন ?

তারা। না পরিচারিকা।
কাঁদি নাই। কহিওনা মাতারে এ কথা ;
করিতেছি নিষেধ।

পরিচারিকা। কি কথা রাজপুত্রি ?

তারা। কোন কথা নহে। চল জননীর কাছে। [নিষ্ক্রান্ত]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—সূর্য্যমল্লের কক্ষ। কাল—রাত্রি।

মালব ও সূর্য্যমল।

মালব। বৃদ্ধ রাজা রায়মল। এক পুত্র তাঁর

জয়মল মৃত; পুত্র সঙ্গ নিরুদ্দেশ;
স্থাপিয়াছে নবরাজ্য পৃথ্বী যুবরাজ
সুদূর কমলমীরে। শুনিয়াছি বীর
করিয়াছে অবহেলা পিতার আহ্বান
ফিরিতে মেবাররাজ্যে। অতীব সহজ
সুসাধ্য মেবার আক্রমণ। তুমি যদি
এক্ষণে সহায় হও, বীরবর, আমি
পরাস্ত করিব রায়মলে অনায়াসে।

সূর্য্য। তাহাতে আমার লাভ?

মালব। তোমারে করিব
মেবারের রাজ্যেশ্বর।

সূর্য্য। রাজ্য নাহি চাহি।
লালিত শৈশবে যাঁর ভ্রাতৃস্নেহে, তাঁর
বিপক্ষে ধরিব অস্ত্র?

মালব। লালিত শৈশবে!
—হা মূঢ়। লালন কে না করে অসহায়
নিরীহ শৈশবে? ইহা ধর্ম্ম প্রকৃতির,
নহে পালকের। বিশ্বে বাঁচিত কি কেহ,
না রহিত যদি এই মঙ্গল নিয়ম?
গাভী বৎসে দুগ্ধ দেয়, বিপদে তাহারে
রক্ষা করে প্রাণপণে; সেই বৎস যবে
গাভী হয়, হয় না সে উৎসুক সতত

স্বকীয় বংসের হেতু ? জননীর পানে
দেখেনাও চাহি'। বিশ্বে কে কাহার তরে
ছাড়ে আপনার স্বত্ব ?

সূর্য্য। মেবার আমার
স্বত্ব নহে, ম্লেচ্ছপতি।

মালব। কে বলিল নহে ?
কে বলিবে জ্যেষ্ঠভ্রাতা কনিষ্ঠের চেয়ে
শ্রেষ্ঠতর ? এক গর্ভে জন্ম উভয়ের।
তোমার শরীর, রায়মলের শরীর
অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। তারও দুই পদ,
তোমারও তাহাই, বীর ! দুই হস্ত তার,
তোমারও কি নাই তাহা ? সমান, তোমার
মস্তকে, শোভেনা রাজমুকুট ? কি হেতু
সে ভূপতি, আর তুমি শুদ্ধ পুষ্ট হও
কৃপাদত্ত অন্নে তার ? ধিক্ বীরবর !
এ বিশ্বে তাহারই স্বত্ব যার বাহুবল।

সূর্য্য। বাহুবল ? আমার কি বাহুবল ? আমি
সেনাপতি মাত্র, নহে এ সৈন্য আমার।
রাণার এ সৈন্য।

মালব। তিনি আনিয়াছিলেন
সঙ্গে করিয়া কি সৈন্য তাঁর জন্মদিনে ?
এ সৈন্যে তোমার আছে সম অধিকার।

কিম্বা সমধিক অধিকার—যে কারণ
সেনাপতি তুমি, রাজামাত্র রায়মল।

সূর্য্য। [চিন্তা সহকারে] না না হইব না আমি বিশ্বাসঘাতক।

মালব। না, রহিবে চিরদিন ভ্রাতৃঅন্নদাস !!!
ভীরু সে, যে রহে পরভৃত্য, যবে তা'র
আছে স্বীয়ভুজে শক্তি।—জাগো বীরবর ;
দূর কর এ কলঙ্ক, লও তরবারি ;
দেখিবে সৌভাগ্য লক্ষ্মী চাটুকার সম
তার পক্ষে রহে নিত্য, যে তাহারে আনে
ছিনিয়া স্ববলে।—তুমি পাইতেছ বটে
অদ্য মুষ্টিমেয় অন্ন ভ্রাতার প্রসাদে ;
কিন্তু যবে হবে রাজা অন্যে—কে বলিবে—
তাহার প্রসাদ ভিক্ষা সে দিবে তোমারে ?

সূর্য্য। কি করিব ?—বুঝি অবশ্য সম্ভাব্য ইহা
ফলিবেই বুঝি সেই চারণীর বাণী।
আমি কি করিব ? আমি হস্তে নিয়তির
ক্ষুদ্র যন্ত্রমাত্র।—ইহা ঘটিবেই পরে।
[প্রকাশ্যে] তাহাই হউক তবে।

মালব। [সোল্লাসে] স্বীকার ?

সূর্য্য। [উদ্‌ভ্রান্তভাবে] স্বীকার।

মালব। না, কর শপথ।

সূর্য্য। [তদ্রূপ] করিলাম অঙ্গীকার ;

মালব। [কাগজ বাহির করিয়া] এই অঙ্গীকার পত্র। দেহরক্ত দিয়া
ইহাতে স্বাক্ষর কর।

সূর্য্য। এত অবিশ্বাস ?
এই নেও করিলাম স্বাক্ষর।

মালব। উত্তম !
করিলাম পরীক্ষা যে প্রয়োজনস্থলে
রক্ত দিতে পারো কি না।

সূর্য্য। ম্লেচ্ছরাজ ! আমি
ক্ষত্রিয়।

মালব। ক্ষত্রিয় তুমি ; প্রকৃত ক্ষত্রিয়।
যাও, একত্রিত কর সৈন্য, সেনাপতি !
আমি একত্রিত করি নিজসৈন্যবল।

সূর্য্য। উত্তম !

মালব। উত্তম !—তবে আসি এইক্ষণে।

[মালবের প্রস্থান]

সূর্য্য। মেবারের অধীশ্বর আমি ! ভয় করে
ভাবিতে সে কথা। মেবারের অধীশ্বর।—
উচ্চপদ ! কিন্তু বলি দিতেছি, দিয়াছি
সে উদ্দেশ্যে সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্বপুণ্যফল !
—কি উৎসর্গ ! হইতেছি বিশ্বাসঘাতক
ভ্রাতার নিকটে !—করিয়াছি সমুচিত ?
না না, করি নাই। বুঝিতেছি। করি নাই

উচিত। অন্যায় করিয়াছি, বুঝিতেছি
ক্রমে স্পষ্টতর। আমি গভীর অন্যায়
কর্ম্ম করিতেছি। কি করিব?—করিয়াছি
অন্যায় প্রতিজ্ঞা আজি।—কেন করিলাম?

[তমসার প্রবেশ]

পূর্ণবাঞ্ছা তব প্রিয়ে।

তমসা। শুনিয়াছি সব,
অন্তরাল হ'তে। তুমি শুন নাই, যবে
কহিয়াছিলাম আমি সে সহজ কথা।
বুঝাইল ম্লেচ্ছপতি আসিয়া,—বুঝিলে
অমনি শিশুর মত।

সূর্য্য। সত্য! বুঝিলাম
অমনি শিশুর মত; তমসা তমসা।
একি করিয়াছি? একি করিয়াছি আমি?

তমসা। সাধিয়াছ কর্ত্তব্য আপন।

সূর্য্য। না না, আমি
করিব না ঘৃণ্যকর্ম্ম হেন!—কখন না।

তমসা। করিয়াছ, মনে নাই, আপন শোণিতে
স্বাক্ষর প্রতিজ্ঞাপত্র? সেই জন্য আমি
পরামর্শ পাঠাইয়াছিলাম মালবে
করাইয়া লইতে প্রতিজ্ঞাপত্রখানি
স্বাক্ষর, তোমার রক্তে।

সূর্য্য। [বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে] কি বলিছ নারী!
পাঠাইয়াছিলে এই পরামর্শ তুমি ?
—চক্রান্ত! চক্রান্ত!—নারী! কূট রাজনীতি
স্বতঃ ভয়ঙ্করী অতি ;—স্ত্রীবুদ্ধি যদ্যপি
তাহাতে প্রবেশ করে, প্রলয় হইবে
রাজ্যে। —একি করিয়াছি! একি করিয়াছি!
করিয়াছি সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ, আজি।

তমসা। যাহা করিয়াছ, করিয়াছ ; সত্যভঙ্গ
করিবে না তদুপরি, আশা করি নাথ! [হস্তধারণ]

সূর্য্য। যাও, কহিওনা মিথ্যাসোহাগমিশ্রিত
চাটুবাণী। নারীজাতি অত্যুত্তম পারে
করিতে সোহাগভাণ স্বার্থ সিদ্ধি যবে
উদ্দেশ্য তাহার।—যাও, শুনিতে চাহি না!
সত্যভঙ্গ করিব না আমি।—কিন্তু নারী!
আপনারে বিসর্জ্জন দিব এই রণে। [তমসার প্রস্থান]

সূর্য্য। অবশ্য করিব এই যুদ্ধ। কিন্তু দিব
অবসর রায়মলে, করিতে সংগ্রহ
যথাসাধ্য সৈন্য আপনার। বৃদ্ধ অতি,
নিঃসহায় অভিমানী ভ্রাতা রায়মল ;
নাহি চাহিবেন তাঁর সর্ব্বগুণাধার
পুত্রের সহায়। আমি বার্ত্তা পাঠাইব
পৃথ্বীরাজে! পরে যাহা করেন ভবানী। [প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য

—•—

স্থান—মীনরাজ্য। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি।

পৃথ্বী ও তারা।

তারা। শিখি নাই ভালোবাসা, নাহি জানিতাম
প্রেমের বিজ্ঞান, তুমি শিখায়েছ নাথ
হাতে ধরি'!

পৃথ্বী। আমি গুরু, আমি শিষ্য তব।

তারা। ভাবি নাই—ক্ষমা কর পতি, ভাবি নাই
পারিব বাসিতে ভালো তোমারে কদাপি।
পূর্ব্বে যবে শুনিতাম বীরগাথা তব
পথে চারণের মুখে, ভাবিতাম যদি
তুমি হও পতি মোর, সব সাধ মিটে।
পরে যবে দেখিলাম, লাগিল আঘাত
হৃদয়ে ও মূর্ত্তি হেন বিরূপ কর্কশ;—
ভাবিলাম আপনারে করেছি বিক্রয়।
পরে যত পরিচয় হইল আমার
তোমার সহিত, মুগ্ধ হইলাম তত
উদার চরিতে তব। আজি কায়মনে
তোমার চরণে দাসী তারা।

পৃথ্বী। প্রাণেশ্বরী!

নাহি জানিতাম ছিল কঠিন ভূতলে
এ স্থির চপলা স্নিগ্ধ, এ জ্যোৎস্না জঙ্গমা,
সজীব সৌরভ এই, শরীরী সঙ্গীত।

তারা। জানি, নহে উপচারপদ এই। তুমি
ভালোবাসো মোরে, তাই এ মূঢ় বিশ্বাস।
আমি নহি বিদ্যুৎ কি জ্যোৎস্না কি সঙ্গীত।
আমি মাত্র তারা।—দোষ আছে গুণ আছে।

পৃথ্বী। আমি ত দেখিনা দোষ।

তারা। ভালোবাসা নাহি
দেখে, শুদ্ধ ভালোবাসে। ভালোবাসা ঢাকে
সমুদ্রবারির মত গিরি ও গহ্বরে
সমভাবে; আনে বসন্তের বায়ুসম
কেবল সৌরভ আর কেবল সঙ্গীত।

গীত।

এ হৃদি কুঞ্জবনে তুমি রহহে প্রাণসখা মম জীবনভাতি!
নিখিল শান্ত নব, নিরতি নিভৃত সব, নীরব সে, দিনরাতি।
স্নিগ্ধবসন্তসুসেবিত পুষ্পিত চম্পক বেলা মালতি জাতি।
বিহর তথা মম হৃদয়বিলাসী! শতফুলগন্ধে মাতি;
রহ ঘিরি' মোরে তব ভুজডোরে হে চিরজীবনসাথী;
দিব পিককূজন, মলয়সমীরণ, কুসুমহার দিব গাঁথি'
শয়নতরে দিব শিশিরসুশীতল কিশলয়কোমল এ বুক পাতি'।

[ভৃত্যের প্রবেশ]

ভৃত্য। উপস্থিত পত্রবাহ মেবার হইতে।

পৃথ্বী। মেবার হইতে? দাও ফিরায়ে তাহারে।

তারা। ছিছি নাথ! ফিরাইয়া দিবে বৃদ্ধ তব
পিতার প্রেরিত দূতে, অবমান করি'
তাহারে?—প্রাণেশ!—জানি ইহা অভিমান।
জানি ভালোবাসো তুমি পিতারে; নহিলে
হইত না অভিমান।—কিন্তু অভিমান
রাহুসম গ্রাস করে পূর্ণ চন্দ্রে যদি,
আবার সে রাহুমুক্ত পূর্ণচন্দ্র হাসে।

পৃথ্বী। উত্তম! ডাক সে দূতে।

ভৃত্য। যথাদেশ প্রভু।

[প্রস্থান]

তারা। ভালো নাহি বাসো নাথ চিতোরে?

পৃথ্বী। চিতোর
আমারে বাসে না ভালো।

তারা। তোমারে বাসে না
ভালো, কেহ হেন আছে জগতে বল্লভ?

[দূতের প্রবেশ]

দূত। মহারাজ! দিয়াছেন এই পত্রখানি
সূর্য্যমল, মহারাজে।

পৃথ্বী। দাও পত্র দূত।

[পত্র লইয়া পড়িয়া বিস্ময় প্রকাশ]

তারা। কি সংবাদ পত্রে?

পৃথ্বী। অতি অদ্ভুত সংবাদ !
—যাহা, কভু কোথা ঘটে নাই, ঘটে তাহা,
দেখিতেছি, মেবারের রাজপরিবারে।
পিতৃব্য বিদ্রোহী। সঙ্গে দিয়াছেন যোগ
মজফর ও সারঙ্গ দেব। তিন জন
সমুদ্যত আক্রমণ করিতে চিতোর।
দিয়াছেন সে সংবাদ স্বয়ং বিদ্রোহী,
আমারে করিয়া অনুরোধ, দিতে যোগ
বৃদ্ধপিতৃসহ এই যুদ্ধে।

তারা। অত্যদ্ভুত !
যাইবে ?

পৃথ্বী। না তারা ! করিবনা পদার্পণ
চিতোরে কদাপি আর।

তারা। কি হেতু বল্লভ ?

পৃথ্বী। দিয়াছেন পিতা মোরে বহিষ্কৃত করি'
আপনি চিতোর হ'তে। তদুপরি পিতা
করেন নি আহ্বান আমারে। পিতৃব্যের
নাহি স্বত্ব আহ্বান করিতে !

তারা। পুনরায়
অভিমান ?—রহিবে বসিয়া কোন্ প্রাণে,
যখন বিপন্ন বৃদ্ধ পিতা—নিঃসহায় ?
তিনি তব পিতা ; তিনি বৃদ্ধ নিঃসহায় ;—

তাঁর অভিমান সাজে ; কিন্তু তুমি নাথ ! —
পুত্র তাঁর, বীর, পূর্ণ সম্পদগৌরবে ;
এই ক্ষুদ্র অভিমান তোমারে না সাজে ।
তোমারে না সাজে হেথা রহিতে এ হেন
মগ্ন সুখে, নিরুদ্বেগে, নিশ্চিন্ত হৃদয়ে,
যখন তোমার পিতা আচ্ছন্ন বিপদে ।
—উঠ বীরবর ! উঠ প্রাণাধিক ! উঠ
এ কলঙ্ক কর দূর ।—এ ঘন কালিমা
স্পর্শ করিবে না তব শুভ্র যশোরাশি ।

পৃথ্বী । তাই হোক্—আর তুমি ?

তারা । যাইব সমরে
পতিসঙ্গে । নাথ !—আমি ক্ষত্রিয় রমণী ।

পৃথ্বী । তাহাই হউক ! তারা !—তুমি ধন্য নারী ।—
তুলিছ গড়িয়া তুমি নিজ হস্তে প্রিয়ে
চরিত্র পৃথ্বীর ।

তারা । আমি শুদ্ধ বহ্নিসম
করিতেছি অনাবিল খনিজ কাঞ্চনে ।

[নিষ্ক্রান্ত]

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—:*:—

স্থান—রাণার কক্ষ। কাল—প্রাহ্ণ।

একাকী সশস্ত্র রাণা।

রায়মল। বাধিয়াছে সমর। বিদ্রোহী সেনাপতি,
দিয়াছে সমরে যোগ মালবের সনে
সসৈন্যে।—হা সূর্য্যমল! সহিয়াছি আমি
নীরবে উপর্য্যুপরি তিন পুত্রশোক,
একমাত্র প্রাণাধিক কন্যার বিচ্ছেদ;—
কিন্তু এই তব আচরণ,—সূর্য্যমল—
শেলসম বাজিয়াছে বক্ষে! এত ব্যথা
কভু পাই নাই। কি করিলে সূর্য্যমল।
কি করিলে?—এ যে কভু স্বপ্নে ভাবি নাই

[দূতের প্রবেশ]

রায়। কি সংবাদ দূত?

দূত। রাণা! সমূহ বিপদ।
করিয়াছে অধিকার শত্রুদল আসি',
দক্ষিণে বাতুরো গাদ্রি।

রায়। ইহা সত্য কথা?

দূত। সত্য কথা মহারাজ! আসিছে এক্ষণে
আক্রমণ করিতে চিতোর। পাতিয়াছে
শিবির গম্ভীরাতীরে।

রায়। স্পর্দ্ধা এতদূর!
কি করিছে আমার সেনানী?

দূত। পলায়িত
নব সেনাপতি সহ।

রায়। নিয়াছে উৎকোচ।—
চিতোর প্রহরিগণ?

দূত। রক্ষা করে দ্বার
চিতোরের, পূর্ব্ববৎ।

রায়। অত্যুত্তম! যাও! [দূতের প্রস্থান]
স্বয়ং যাইব আমি সমরে প্রত্যূষে।
'কি করিব'? একাকী মরিব যুদ্ধে, আমি
ক্ষত্রিয়। জানিনা ভয়। মৃত্যু আর আমি
এক ক্রোড়ে মানুষ হয়েছি। নাহি ডরি
মৃত্যুরে। মরিব আজি ক্ষত্রিয়ের মত
চিতোরের রাণার মতই, অসি করে,
যুদ্ধক্ষেত্রে মহানন্দে।—কিন্তু সূর্য্যমল?
কি করিলে তুমি?—রক্ষা কর মা ভবানী!—
চক্রীর চক্রান্তগত লুব্ধ সূর্য্যমলে। [প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:০:—

স্থান—শিবির। কাল—অপরাহ্ণ।

একাকিনী তারা।

তারা। বাধিয়াছে ঘোর যুদ্ধ। মরণ কল্লোল
উঠিয়াছে চারিদিকে। দেখিয়াছি আজি,
যাহা দেখি নাই পূর্ব্বে জীবনে কখন,—
গজবাজীমনুষ্য রক্তাক্ত কলেবরে
গড়াগড়ি যায়, ভূমিতলে স্তূপীভূত
একাকার।—শুনিয়াছি—যাহা শুনি নাই
পূর্ব্বে কভু,—শস্ত্রধ্বনি, সমরচীৎকার,
মরণের আর্ত্তনাদ, বিমিশ্রিত ঘোর
অসীম বিকট কোলাহলে। করিয়াছি
যুদ্ধ আজি তুচ্ছ করি' জীবন, প্রবল
বিরাট উৎসাহে। আনিয়াছি বন্দী করি'
এই হস্তে মজফরে আজি।

[প্রহরীদ্বয়ের সহিত শৃঙ্খলিত মজফরের প্রবেশ]

প্রহরী। যুবরাণী!

তারা। আমার শিবিরে!
রাখিব বন্দিরে কোথা?
—বীর তুমি মজফর! দিব মুক্ত করি'

এই যুদ্ধ অবসানে তোমারে। নির্ভয়
রহিও! আমরা ক্ষত্র! বধ নাহি করি
নিরস্ত্র বন্দীরে!

মজফর। তুমি বীরনারী বটে!

তারা। তুমি দেখ নাই পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় রমণী!
ক্ষত্রিয় রমণী আমি!—যাও, নিয়ে যাও
বন্দীরে প্রহরী!— [সৈন্য সহ মজফরের প্রস্থান]

তারা। এই জয়বার্ত্তা যবে
শুনিবেন যুদ্ধ হতে ফিরি' প্রাণেশ্বর,
কত ভালবাসিবেন আমারে। আমার
আজি গৌরবের দিন।—কিন্তু এইক্ষণে
কোথা যুবরাজ? —অবসানপ্রায় দিবা।
এখনো সমরক্ষেত্র হতে, কই, তিনি
নহে প্রত্যাগত? যুদ্ধে নাথের উন্মাদ
জানি—

[সৈন্যদল সহ সেনাপতির প্রবেশ]

—একি সেনাপতি! তুমি আসিয়াছ
যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে?

সেনা। সত্য, আসিতেছি আমি
যুদ্ধক্ষেত্র হতে, রাণী!

তারা। কোথা যুবরাজ!—
হইয়াছে জয়?

সেনা। হায় রাজপুত্রি!—জয়!
প্রবেষ্টিতে যুবরাজ শত্রু সৈন্যদলে,
যুঝিছেন, বীরবর, দৃপ্ত সিংহবৎ;
কিন্তু এতদূর অগ্রসর যুবরাজ,
ফিরিবার নাহি পথ। তাঁর সৈন্যদল
নিহত শত্রুর ব্যূহে প্রায় সর্ব্বজন।

তারা। কি কহিছ সেনাপতি? তুমি পার্শ্ব তাঁর
ছাড়িয়া এসেছ নিরুদ্বেগে? পলায়েছ
শৃগালের মত তবে যুদ্ধক্ষেত্র হতে,
পরাজয় সম্বাদ লইয়া?—সেনাপতি!
ক্ষত্রিয় পুরুষ তুমি? আমি তুচ্ছ নারী
ফিরিয়াছি যদি যুদ্ধ হ'তে, ফিরিয়াছি
জয়লাভ করি', বন্দী করি' অরাতিরে;
এক্ষণে যাইব যুদ্ধে পুনর্ব্বার আমি,
উদ্ধারিব যুবরাজে!—কে আসিবে, এস।
প্রবল ঝঞ্ঝার মত গহন কাননে,
পড়িব শত্রুর দলে; করিব নির্ম্মূল,
উড়াইব, ধূলিসম! বাড়বাগ্নিসম
নিঃশ্বাসে করিব ভস্ম তাহারে নিমেষে।
—যার ইচ্ছা এস সঙ্গে। যার ইচ্ছা রহ।

সেনাপতি। যুবরাণী! কে রহিবে লুকায়ে গহ্বরে,
যখন গভীরস্বরে ডাকেন জননী?

কার প্রাণে এত মায়া ?—চল মা এক্ষণে,
বিপক্ষ শিবিরে পড়ি' করিয়া হুঙ্কার,
জিনিব সমর কিম্বা মরিব সংগ্রামে ।

তারা । চল তবে, ডাক সৈন্যে, কহ 'ভয়নাই'
ঘন উচ্চৈঃস্বরে । 'ভয় নাই, আমি আছি ।'
[জানু পাতিয়া] রক্ষা কর ভগবতি চণ্ডি । প্রাণেশ্বরে,
যতক্ষণ আমি নাহি আসি পার্শ্বে তাঁর ।
—দাও শক্তি মহাশক্তি ! যাইছে সমরে
সতী—তার প্রাণেশ্বরে করিতে উদ্ধার ।

[নিষ্ক্রান্ত]

তৃতীয় দৃশ্য ।

স্থান—একটি সাধারণ গৃহাঙ্গণ । কাল—অপরাহ্ণ ।

শান্তি-রক্ষক প্রহরী ও জনৈক সৈনিক ।

সৈনিক । আঃ কি যুদ্ধটাই হোল ।

শান্তিরক্ষক । হাঁ হাঁ কি রকম বল দেখি ! কে জিতলে ?

সৈনিক । আঃ যুদ্ধ দেখে চক্ষু জুড়িয়ে গেল ।

প্রহরী । এ্যাঁ ! যুদ্ধ দেখে চক্ষু জুড়িয়ে গেল কি রকম !

শান্তিরক্ষক । কে জিতলে ?

সৈনিক । যুদ্ধ যারে বলে !

শান্তিরক্ষক । কি রকম ! কে জিতলে ?

সৈনিক । তবে শুনবে ? শোন । কিন্তু আমি যে রকম নিয়মে

বলবো, সেই রকম নিয়মে শুনে যেতে হবে। নৈলে—এই চুপ।

উভয়ে। আচ্ছা তাই।

সৈনিক। এই শোন। এই প্রথমতঃ মনে করো খুব যুদ্ধ হচ্ছে। মনে করো।

উভয়ে। আচ্ছা।

সৈনিক। মনে কচ্ছো?

উভয়ে। কচ্ছি।

সৈনিক। মনে কচ্ছো?

উভয়ে। কচ্ছি, তারপর?

সৈনিক। ওরকম "তারপর" বল্লে চল্‌বে না। শুদ্ধ শুনে যাও।

উভয়ে। আচ্ছা।

সৈনিক। উত্তর দিক থেকে মজফর, দক্ষিণ দিক থেকে সারঙ্গদেও, পূর্ব্ব দিক থেকে সূর্য্যমল আর পশ্চিম দিক থেকে রায়মল, চিতোর আক্রমণ কল্লে।

শান্তিরক্ষক। সে কি! আমাদের রাণা রায়মল চিতোর আক্রমণ কল্লে কি রকম?

সৈনিক। কি রকম আবার!—ঐ রকম।

প্রহরী। রায়মল চিতোরের রাণা, চিতোর আক্রমণ কর্ত্তে যাবে কেন?

সৈনিক। তাওত বটে। তবে পশ্চিম দিক থেকে কে এল? তিন

দিক ত মিলে যাচ্ছে, পশ্চিম দিকটা কি একবারে ফাঁক ছিল ? ও দিক থেকে কে এল ?

উভয়ে। তা আমরা কি জানি ?

সৈনিক। এই ধর—রোস—মনে করে নেও আমি যেন—আমি যেন মজফর ; তুমি সূর্য্যমল ; আর তুমি যেন সারঙ্গদেও ; —আর রায়মল কে হবে ?

উভয়ে। তা কি জানি।

সৈনিক। আচ্ছা রোস—[সহসা বাহিরে গিয়া পথবর্ত্তী একজন কৃষককে ধরিয়া আনিয়া]—এই—দাঁড়া।

কৃষক। এজ্ঞে, মুই ত কিছু করিনি।

সৈনিক। আরে, কে বল্‌ছে যে করিছিস্‌।

কৃষক। এজ্ঞে তবে—

সৈনিক। তোকে একটু দরকার আছে। তুই রাণা রায়মল হতে পার্ব্বি ?

কৃষক। এজ্ঞে না।

সৈনিক। আজ্ঞে না কিরে ! দাঁড়া, তোকে রাণা রায়মল হতে হবে।

কৃষক। এজ্ঞে —

সৈনিক। আরে দাঁড়ানা। একটু খানিকের জন্যে একবার তোকে রাণা রায়মল হতে হচ্ছে। ছাড়্‌ছিনে।

কৃষক। এজ্ঞে, কি কর্ত্তে হবে ?

সৈনিক। কিছু কর্ত্তে হবে না। শুদ্ধ দাঁড়িয়ে থাক্‌। মাঝে মাঝে একবার কাস্তে ঘোরাতে হবে। বুঝিছিস্‌।

কৃষক। এজ্ঞে।

সৈনিক। আচ্ছা, সূর্য্যমল কে ?

শান্তিরক্ষক। আমি।

সৈনিক। বেশ! [প্রহরীকে] আর তুমি মজফর—না না, আমিত মজফর। তুমি হচ্ছ সারঙ্গদেও। [কৃষককে] ঠিক হয়ে দাঁড়া। সূর্য্যমল পূর্ব্বদিকে থাক। সারঙ্গদেও—উত্তরদিকে, না না দক্ষিণদিকে—আর আমি মজফর উত্তর দিকে। রায়মল মধ্যে। ধর খুব যুদ্ধ হচ্ছে—[কৃষককে] কাস্তে ঘোরা, কাস্তে ঘোরা—যুদ্ধ হচ্ছে।

উভয়ে। যুদ্ধ হচ্ছে।

সৈনিক। সারঙ্গদেও! দক্ষিণ দিক থেকে এস। সূর্য্যমল পূর্ব্বদিক থেকে এস। আর আমি এই—রায়মলকে আক্রমণ কর।

[সকলে আসিয়া কৃষককে প্রহার আরম্ভ করিল]

কৃষক। এজ্ঞে—

সৈনিক। তোর কোন ভয় নেই। পৃথ্বীরাজ এলো বলে'; মাথার উপর কেবল কাস্তে ঘোরা। দেখিস যেন আমাদের গায়ে না লাগে। ঘোরা—পৃথ্বীরাজ ও তারা এলো বলে'। [কৃষক চিৎকার করিতে লাগিল ও কাস্তে ঘোরাইতে লাগিল]

[লাঙ্গল হস্তে অন্য এক কৃষক ও কৃষকপত্নীর প্রবেশ

২ কৃষক। সাধুসাকে মার্চ্ছিস্ কেন সব ? মাতাল হয়েছিস্ নাকি ? বেরো বেটারা।

সৈনিক। [ফিরিয়া দেখিয়া] এই যে পৃথ্বীবাজও এয়েছে—তারাবাইও এয়েছে। এই তারা আমাকে বন্দী কল্লে। [কৃষক পত্নীর গলধারণ] আর পৃথ্বী ! ঐ বেটা সূর্য্যমল—ওঁর ঘাড়ে মার্ কোপ। আমাকে মারিস্ কেন? আমি যে মজফর। এই যুদ্ধ খতম্। পালা সূর্য্যমল, পালা সারঙ্গ দেও, পালা পালা—পৃথ্বী এয়েছে। দৌড় দৌড।

[তিন জনে পলায়ন]

২ কৃষকপত্নী—কি, সাধুসা তোমাকে মাচ্ছিল কেন?

১ কৃষক। কি জানি—আমারে—আমারে রাণা রাইমল সাজাইছিল।

২ কৃষক। বেটারা তাড়ি খেয়েছে নিশ্চয়। চল্।

১ কৃষক। [যাইতে যাইতে] ভাগ্যিস্ এইছিলি ভাই। নইলে মোর জান যেত।

[নিষ্ক্রান্ত]

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—সূর্য্যমলের শিবির। কাল—রাত্রি।

সূর্য্যমল ও তাহার পত্নী তমসা।

তমসা। নিদ্রা হয় নাই?

সূর্য্য। নিদ্রা? সমস্ত--দিবস
করিয়াছি শয্যা পরিক্রমণ। বেদনা—

বিষম বেদনা স্কন্ধে। তমসা! তমসা!
—কেন হইল না মৃত্যু?—পৃথ্বী প্রিয়তম!
মানুষ করেছি—ক্রোড়ে করে'; সমুচিত
পুরস্কার দিলি আজ। তোর খড়্গ শেষে
পড়িল এ স্কন্ধে? কিম্বা তুই কি করিবি?
এ দৈবের প্রতিশোধ। রায়মল ভাই—
সেও ত আমারে ক্রোড়ে ধরে', কত স্নেহে
লালন করিয়াছিল। তদন্নে বর্দ্ধিত—
আমি হইয়াছি তার বিশ্বাসঘাতক;
তার পুত্র লইয়াছে প্রতিশোধ। তবে,
—কেন হইল না মৃত্যু:

তমসা। হয়ো না অস্থির।

সূর্য্য। অস্থির? হইব স্থির অচিরে প্রেয়সী।

[জনৈক সৈনিকের প্রবেশ]

সৈনিক। উপস্থিত দ্বারে মেবারের যুবরাজ।

সূর্য্য। পৃথ্বী! পৃথ্বী!—নিয়ে এস ত্বরা সসম্মানে।

[সৈনিকের প্রস্থান]

তমসা। [স্বগত] উপনীত পৃথ্বীরাও কি হেতু শিবিরে?

[পৃথ্বীর প্রবেশ]

পৃথ্বী। পিতৃব্য, পিতৃব্য পত্নী, প্রণাম চরণে।

সূর্য্য। এস প্রিয়তম বৎস!—দীর্ঘজীবী হও!
[তমসাকে] কর আশীর্ব্বাদ।—কেন ফিরাইছ মুখ!

ইহা যুদ্ধ ক্ষেত্র নহে ; এ আমার গৃহ।
পৃথ্বী প্রাণঘাতী শত্রু নহে এইক্ষণে ;
সে আমাব ভ্রাতুষ্পুত্র। স্নেহের সামগ্রী।
কর আশীর্ব্বাদ প্রিয়ে,—কর অভ্যর্থনা ;
—এস বৎস ! প্রাণাধিক। দীর্ঘজীবী হও।

তমসা। দীর্ঘজীবী হও।

পৃথ্বী। ক্ষত কিরূপ ? পিতৃব্য।

সূর্য্য। বেদনা বিষম ; তবু বহু উপশম
হইয়াছে, তোমারে দেখিয়া প্রাণাধিক.
এতদিন পরে।

তমসা। পৃথ্বী—সাধিয়াছ ভালো
পিতৃব্যে তোমাব কাজ।

পৃথ্বী। মা, তোমার চেয়ে
বাজিয়াছে এই দুঃখ আমাবে অধিক।
(মুখ ঢাকিলেন)

সূর্য্য। সাধন করেছ তুমি কর্ত্তব্য তোমাব।
পিতার রক্ষার হেতু উঠায়েছ অসি
বিদ্রোহীর স্কন্ধে। তুমি করিয়াছ স্বীয়
কর্ত্তব্য।—করিনি আমি কর্ত্তব্য আমার।
আমি যার অন্নে পুষ্ট তাহারি মস্তকে
করিয়াছি লক্ষ্য অসি ! আমি করি নাই
কর্ত্তব্য আপন।

পৃথ্বী। হায়! পিতৃব্য, কিহেতু
এ প্রমাদ ?

সূর্য্য। শুধায়োনা বৎস, সেইকথা।
—ভুলিয়াছি জিজ্ঞাসা করিতে এতক্ষণ,
ভ্রাতার কুশল বার্ত্তা।

পৃথ্বী। দেখা হয় নাই
এখনো পিতার সঙ্গে।—পিতৃব্য, এক্ষণে
বিষম ক্ষুধার্ত্ত আমি। খাদ্য কিছু আছে ?

সূর্য্য। আছে খাদ্য কিছু ? দাও তমসা।

তমসা। দিতেছি।
[স্বগত] থাকিত যদ্যপি ভস্ম দিতাম ও মুখে।

[প্রস্থান]

সূর্য্য। ধন্য তুমি পৃথ্বীরাজ! আর ধন্য তব
নবোঢ়া বনিতা তারা ;—প্রচণ্ড বিক্রমে
করিয়াছে বন্দী মজফরে বীরনারী।
—কোথা তারা ?

পৃথ্বী। শিবিরে

তমসার খাদ্য লইয়া প্রবেশ।

সূর্য্য। এনেছ ?

তমসা। যাহা ছিল
এনেছি [পৃথ্বীর সম্মুখে—খাদ্য রাখিলেন]

সূর্য্য। তমসা খাইতে বল।—খাও বৎস তবে।
তমসা জানোই স্বল্পভাষিণী স্বতঃই।

পৃথ্বী। [আহার করিতে করিতে]
যুদ্ধ করিয়াছ আজি সিংহের বিক্রমে,
পিতৃব্য।

সূর্য্য। যদ্যপি স্কন্ধে নাহি পাইতাম
সাজ্ঘাতিক এ আঘাত সহসা, হইত
অদ্যকার সমরের ফল অন্যরূপ।
তথাপি দুঃখিত নহি।—পরাজিত আমি
স্বহস্তে পালিত ভ্রাতুষ্পুত্রের বিক্রমে।

পৃথ্বী। দাও বারি।

তমসা। [জল দিলেন]

পৃথ্বী। পান আছে

তমসা। এই লও। [প্রদান]

পৃথ্বী। তবে
যাই আমি, পিতৃব্য, সমরক্লান্ত আমি ;
—আবার হইবে দেখা সমরপ্রাঙ্গণে,
প্রভাতে, ভরসা করি।

সূর্য্য। নিশ্চয়, যদ্যপি
ক্ষণমাত্র এই ক্ষত অপশম হয়।

পৃথ্বী। পিতৃব্য, পিতৃব্য-পত্নী, প্রণাম চরণে।

সূর্য্য। যাও, যুদ্ধে জয়ী হও যশস্বী, সর্ব্বদা,
বংশদীপ—মেবারের যুবরাজ !

[পৃথ্বীর প্রস্থান]

তমসা। বুঝিনা তোমার রীতি।

সূর্য্যমল। বুঝিবে তমসা,
একদিন !—কোথায় সারঙ্গ দেব ?

তমসা। স্বীয়
শিবিরে।

সূর্য্যমল। আসিতে বল আমার শিবিরে।
করিতে হইবে শীঘ্র যুদ্ধের মন্ত্রণা।

[তমসার প্রস্থান]

সূর্য্যমল। জ্বালায়েছি অগ্নি যদি—সে অগ্নি জ্বলিবে,
জ্বালাইবে পুরপল্লী ! কিন্তু যদি হয়
জয়লাভ ? কি করিব ? বসিব আপনি
মেবারের সিংহাসনে ?—না। ছাড়িয়া দিব
সিংহাসন পৃথ্বীরাজে ! সম্পত্তি যাহার,
তাহার হউক ! আমি করিব যাপন
জীবনের শেষ, দূর অরণ্যে নিভৃতে।
ধর্ম্মকর্ম্মে প্রায়শ্চিত্ত করিব ইহার।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—সিরোহী, যমুনার কক্ষের ছাদ। কাল—রাত্রি।

একাকিনী যমুনা।

যমুনা। ঘোরা অমাবস্যা রাত্রি।—গগনমণ্ডলে
জ্বলিছে নক্ষত্র পুঞ্জ, ভূত কাহিনীর
সুখস্মৃতিসম, ঘন নৈরাশ্য-সাগরে।
—নিস্তব্ধ ধরণী। শুদ্ধ দূরে বংশীধ্বনি
উঠিছে বিলাপসম রজনীর মুখে।
—এস নিশীথিনী! এস প্রিয় সখী মম।
দুঃখিনী আমরা বসি' কাঁদি এ নির্জ্জনে।

গীত।

এস তারাময়ী নিশি এস ধরা মাঝারে।
ব্যথিত পীড়িত প্রাণে ডাকি আমি তোমারে।
হুহু করি' হৃদিতলে দেখ কি আগুন জ্বলে,
তব শান্তিজলে দেবি নিভাও গো তাহারে।
হয় যে সময় হৃদে হৃদয়ে যে শেল বিঁধে—
তোমা বিনা শান্তিময়ি জানাইব কাহারে।

—গাঢ় হতে গাঢ়তর অন্ধকার রাশি
ঢেকে আসে পৃথ্বী। গাঢ় হতে গাঢতর
ঢেকে আসে নৈরাশ্য অন্তরে। নাহি জানি
হইবে কোথায় পরিসমাপ্ত নাটিকা।

"সতীর দেবতা পতি" পিতৃব্যের এই
উপদেশ করিয়াছি জীবন আশ্রয়।
দুঃখে, শোকে, অপমানে, চিত্তের বিপ্লবে,
অকূল সমুদ্রে, করিয়াছি ওই মন্ত্র
জীবনের ধ্রুবতারা। তবু মাঝে মাঝে
ঢেকে যায় সেই জ্যোতি নিবিড় জলদে ;
আবার দেখিতে পাই তারে। কিন্তু হায়,
বুঝিয়াছি এ সমুদ্রে কূল পাইব না।
বুঝিয়াছি নাহি এই দুঃখের অবধি।
তবু ধৈর্য্য ধরে' থাকি। করি এই ব্রত
নীরবে নিভৃতে একা দুঃখে উদ্‌যাপনা।
--তবু পারি না যে ভালোবাসিতে পতিরে ;
করিতে তাঁহারে ভক্তি, দিতে অন্তরের
পূজা ;—পারি না যে। দয়াময়! শক্তি দাও,
শক্তি দাও যমুনার দুর্ব্বল হৃদয়ে।
—এই যে আসেন পতি! আজি যে সহসা?

[প্রভুরাওর প্রবেশ]

প্রভু। যমুনা।—

যমুনা। [স্বগত] স্বর মদিরাজড়িত দেখ্‌ছি।

প্রভু। তোমার নাম যমুনা? তোমার বাপকে আমি চিনি নাত। তোমার বাপের নাম কি?

যমুনা। আমার পিতা মেবারের রাণা রায়মল।

প্রভু। বটে বটে! সেই বেটাই তোমার বাপ বটে। ঐ যে কি নাম বল্লে তার। তোমার ঐ বাপ, প্রেয়সী—তোমার বাপ চোর—বেজায় চোর।—রাগ করো না;—প্রমাণ দিচ্ছি—

যমুনা। প্রভু! আমার পিতা সাধু কি চোর, তা তোমার মুখে শুন্তে চাই নে।

প্রভু। প্রমাণ দিচ্ছি—এই সেই পাজি বদমায়েস বুড়ো তার বেহাই শূর্ত্তনকে রাজ্যের খানিক ছেড়ে দিলে। আর আমি কি বাবা ভেসে এসেছিলাম। দেখ যমুনা তোমার ভাই ওই যে শালা পৃথ্বী—শালা একেবারে নীচ খোসামুদে জোচ্চোর হাড়হাবাতে বেশ্যাসক্ত—

যমুনা। পায়ে ধরি প্রভু! আর থাকুক। আমার মনে ব্যথা দিওনা। বড় ব্যথা পাই।

প্রভু। ওঃ! উনি ব্যথা পান ত আমার ঘুম হচ্ছে না। সত্যি কথা বলব, তার আর ভয় কি; নিশ্চয় বল্‌বো। আমি প্রমাণ করে' দিচ্ছি, যে তার স্ত্রী দস্তুর মত বারাঙ্গনা ছিল। তোমার ভাই জয়মল তাকে রেখেছিল। তার শোবার ঘরে তার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল। তোর ভাই পৃথ্বী—সাধের ভাই পৃথ্বী—তোর: প্রাণের ভাই পৃথ্বী—তাকে বিয়ে করেছে কি না?—যাবি কোথায়? শুনে যা—

যমুনা। তা আমার কাছে বলে' কি হবে?

প্রভু। কি হবে? হবে এই যে আমি তোকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাধার পীঠে চড়িয়ে—দেশ থেকে তাড়িয়ে দেব।

এমন বাপের মেয়ে, এমন ভায়ের বোনকে আমার ঘরে রাখলে কলঙ্ক হয় ।

যমুনা । তাই হোক ।

প্রভু । কিন্তু তার আগে তোর সামনে এই তোর বাপকে এক পয়জার ; তোর ভাইকে দুই পয়জার ।—

(উদ্দেশ্যে পাদুকা প্রহার)

[যমুনা পায়ে ধরিতে উদ্যত প্রভু তাহাকে সবলে আঘাত ও যমুনার পতন]

প্রভু । কেমন ! হাঃ হাঃ হাঃ ।

[প্রস্থান]

যমুনা । এই স্বামী আমার দেবতা । মা জগদম্বে !—এ অন্ধকারে পথ দেখাও, আর পারি না যে । [প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

স্থান—বনস্থশিবির ; স্থানে স্থানে অগ্নি জ্বলিতেছে ।

কাল—রাত্রি ।

সূর্য্যমল ও সারঙ্গ ।

সূর্য্য । আমার যথাসাধ্য তা করেছি । নগর হতে নগরে, বন হতে বনে বিতাড়িত হ'য়ে শেষে এই বাতুরো জঙ্গলে আশ্রয় নিইছি । আমার কাজ আমি করেছি ।

সারঙ্গ । তোমার কাজ তুমি করোনি ।

সূর্য্য। আমার কাজ আমি করিনি? হায় ভগবান! ভাইয়ের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র কবেছি; ভাইপোর গায়ে অস্ত্রাঘাত করেছি। আর তুমি? তুমি লুঠ নিয়ে ব্যস্ত!

সারঙ্গ। নইলে সৈন্যদের বেতন কোথা থেকে আসত সুরয? তোমার কোষাগার নেই; গচ্ছিত ধন নেই।

সূর্য্য। এরূপ অযথা উপায়ে এ সমর নির্ব্বাহ কর্ত্তে হবে জান্‌লে, আমি এতে প্রবৃত্ত হতাম না।

সারঙ্গ। প্রবৃত্ত হয়েছিলে কেন? কার দোষ?

সূর্য্য। তোমার দোষ। তোমার মন্ত্রণায় এই সর্ব্বনাশ।

সারঙ্গ। যা হবার তা হয়েছে। এখন ভবিষ্যতের উপায় চিন্তা কর।—ও কি ঘোড়ার পায়ের শব্দ না?—শত্রু নাকি?

সূর্য্য। এ নিশ্চয়ই ভ্রাতুষ্পুত্র পৃথ্বী। তরবারি কই?

(তরবারি গ্রহণ)

(বেগে পৃথ্বী ও তারার প্রবেশ)

পৃথ্বী। এই যে (সূর্য্যমলকে আক্রমণ ও সূর্য্যমলের পতন)

সারঙ্গ। ধিক্ পৃথ্বী! তোমার পিতৃব্যের গায়ে আর সে শক্তি নাই।

পৃথ্বী। স্তব্ধ হ' বিদ্রোহী। (সূর্য্যকে) পরাভব স্বীকার কর?

সূর্য্য। পরাভব স্বীকার করি, পৃথ্বী!

পৃথ্বী। (সূর্য্যকে ছাড়িলেন)

সূর্য্য। পৃথ্বী! তোর কাছে পরাভব স্বীকার করি, তাতে আমার লজ্জা নাই! আমি তোকে ক্রোড়ে করে' মানুষ করেছি। ঐ সুন্দর সুপেশী বলিষ্ঠ দেহ ক্রমে ক্রমে চন্দ্রকলার মত বাড়তে